



বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০২২-২৩



বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০২২-২৩



বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপদেষ্টা

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা

জনাব নসরুল হামিদ, এমপি

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, বিপিএএ

সিনিয়র সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ

সম্পাদনা

এস এম এনামুল কবির, অতিরিক্ত সচিব, সমন্বয় অনুবিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ

মোঃ নিজাম উদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ

ড. সৈয়দ মাসুম আহমেদ চৌধুরী, এনজিসি, অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ

তানিয়া খান, অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ

মোহাম্মদ হোসাইন, মহাপরিচালক, পাওয়ার সেল

ফয়েজ আহাম্মদ, যুগ্মসচিব, সুশাসন ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ

মোঃ জাহিদুল ইসলাম, যুগ্মসচিব (সমন্বয়), বিদ্যুৎ বিভাগ

এ. কে. মোহাম্মদ সামছুল আহসান, যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-২), বিদ্যুৎ বিভাগ

সহ-সম্পাদনা

মোঃ শরীফুল ইসলাম, যুগ্মসচিব, সমন্বয়-১ অধিশাখা, বিদ্যুৎ বিভাগ

অরুন কুমার মন্ডল, যুগ্মসচিব, প্রশাসন-১ অধিশাখা, বিদ্যুৎ বিভাগ

মোঃ সাজিবুল হক, পরিচালক (অপারেশনাল পারফরমেন্স), পাওয়ার সেল

মোঃ নবীরুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী সচিব, সমন্বয়-২ শাখা, বিদ্যুৎ বিভাগ

এস. এম. মাসুদুজ্জামান, উপ-পরিচালক (এমআইএস), পাওয়ার সেল

প্রকাশকাল

১৫ অক্টোবর ২০২৩

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন

অ্যামাজুস বিডি লি.

রসূল ভিউ (৩য় তলা-৩/সি), ৬৫ ময়মনসিংহ রোড

বাংলামটর, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

ফোন: +৮৮ ০২ ৪১০৬০৩৯১, ০১৭১১০৪৯৭২৪

© কপিরাইট

বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

ই-মেইল : coord-1@pd.gov.bd

info@powercell.gov.bd



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৪ আশ্বিন ১৪৩০

৯ অক্টোবর ২০২৩

বাণী

বিদ্যুৎ বিভাগ 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩' প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিরূপে বিদ্যুৎ বিভাগ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২২' এ ভূষিত হয়েছে। এ উপলক্ষে আমি বিদ্যুৎ বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল বাঙালিরা যেন স্বাধীনভাবে, নিজেদের অধিকার ও আত্মমর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারে। এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তিনি নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছেন। নিজের এবং তাঁর পরিবারের সুখের কথা চিন্তা না করে সব সময়ই ভেবেছিলেন কিভাবে এ অঞ্চলের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো যায়, কিভাবে এ অঞ্চলের উন্নয়ন করা যায়। তিনি স্বাধীনতা অর্জনের অনেক পূর্বেই এ অঞ্চলে বিদ্যুতায়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবন করেছিলেন; বিশেষ করে তিনি যখন (১৯৫৬-'৫৮) আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন সরকারের শিল্প-বাণিজ্য ও শ্রম মন্ত্রী ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর দাবীর প্রেক্ষিতেই ১৯৬১ সালে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু, ১৯৭০ সালে হঠাৎ করে প্রকল্পটি পশ্চিম পাকিস্তানে সরিয়ে নেয়া হয়।

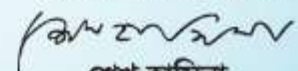
জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বর্তমান আওয়ামী সরকার বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের জনগণের জীবনমানের টেকসই উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ অর্থনীতির জন্য প্রয়োজন জিডিপির টেকসই প্রবৃদ্ধি। জিডিপির প্রবৃদ্ধি ও ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিকে টেকসই করার জন্য প্রয়োজন মানসম্পন্ন, নিরবচ্ছিন্ন ও সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সরবরাহ নিশ্চিত করা। দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিকে গতিশীল করা, বেকারত্ব দূরীকরণ, অধিক খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ সর্বোপরি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, নতুন, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি অপ্রচলিত শিল্প স্থাপন, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বিদ্যুৎ খাতের অবদান অপরিণীম।

আমরা ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর বিদ্যুৎ উৎপাদন ও চাহিদার সাথে সংগতি রেখে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। বর্তমানে আমরা দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ ২৮ হাজার ১৩৪ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছি যা ২০০৯ সালে ছিল ৪ হাজার ৯৪২ মেগাওয়াট। স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে ইতোমধ্যে দেশের শতভাগ জনগোষ্ঠীকে আমরা বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছি। বিগত ১৫ বছর ধরে বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও অব্যাহত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাত বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে বিদ্যুৎ সুবিধাভোগীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৭ শতাংশ।

২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিদ্যুৎ খাত মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বিদ্যুৎ বিভাগ মানসম্মত বিদ্যুৎ সুবিধা জনগণকে পৌঁছে দিয়ে মূল অনুঘটকের ভূমিকা পালন অব্যাহত রাখবে-এ প্রত্যাশা করি।

আমি বিদ্যুৎ বিভাগের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।


শেখ হাসিনা



ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি
ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিদ্যুৎ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় বিদ্যুৎ খাত অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে আমরা ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছি। বিগত ১৫ বছরে বিদ্যুৎ খাতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি খাত, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এবং দ্বি-পাক্ষিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানিসহ নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। একই সাথে জ্বালানি সংরক্ষণ, নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সংগতি রেখে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সেবা প্রদানে SCADA, GIS, স্মার্ট গ্রিড, স্মার্ট মিটার, কল সেন্টার ও ইআরপি এবং ভূগর্ভস্থ বিতরণ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে সম্বলন ও বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা হচ্ছে।

দেশে বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনসংখ্যা ২০০৯ সালে ছিল ৪৭ শতাংশ যা বর্তমানে শতভাগে উন্নীত হয়েছে এবং গ্রামাঞ্চলের জনগণ এর সুফল ভোগ করছে। শিল্প ও সেবা খাত ছাড়াও অন্যান্য খাতে বিদ্যুতের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রতৃত উন্নতি সাধিত হচ্ছে, যার ফলে আজ বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য একটি অনুসরণযোগ্য মডেলে পরিণত হয়েছে।

গত এক বছরে বিদ্যুৎ খাতে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তার যাবতীয় তথ্যাবলী এ প্রকাশনায় সন্নিবেশিত হয়েছে। এ প্রকাশনায় লিপিবদ্ধ তথ্যাদি থেকে অংশীজনগণ উপকৃত হবেন বলে আমি আশা করি।

এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম



নসরুল হামিদ, এমপি
প্রতিমন্ত্রী

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি আমাদের সরকারের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার খাত। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে চাহিদার সাথে সংগতি রেখে বিদ্যুৎ উৎপাদনে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। নানাবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিগত পনের বছরে বিদ্যুৎ খাতে অভাবনীয় সফলতা অর্জিত হয়েছে। সরকারের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সফল বাস্তবায়নের ফলে জুন ২০২৩ পর্যন্ত দেশে ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ২৮,১৩৪ মেগাওয়াট। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মোট ৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালুর মাধ্যমে ১,৬৫৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়। নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনকল্পে সরকারি ও বেসরকারি খাত, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি), দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতার সম্মিলন ঘটানো হয়েছে। আমদানি করা হচ্ছে ভারত থেকে ২,৬৫৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ।

বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে জ্বালানি সংরক্ষণ, নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও সৌর বিদ্যুতের বিষয়টি বিস্তিৎ কোডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।


উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থারও প্রভূত উন্নতি সাধন করা হচ্ছে। ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা ৪ কোটি ৫৩ লক্ষ-তে উন্নীত হয়েছে। বিগত অর্থবছরে নতুন ১৪,৬০৫ কিলোমিটার বিতরণ লাইনে বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের শতভাগ মানুষ এসেছে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায়।

জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার যুগোপযোগী ও দৃঢ় নেতৃত্ব আমাদের অব্যাহত প্রচেষ্টার মূল শক্তি। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বিদ্যুৎ খাতকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করা হচ্ছে। প্রস্তুত করা হচ্ছে Integrated Energy and Power Master Plan (IEPMP)-যাতে আগামী বাংলাদেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাত প্রতিফলিত হবে।

সিস্টেম লস হ্রাস, লোড ব্যবস্থাপনা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে সকল গ্রাহককে স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটারের আওতায় আনা হচ্ছে। সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের জন্য Key Performance Indicators নির্ধারণ এবং গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধির জন্য তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে ইআরপিসহ 'আইসিটি রোডম্যাপ' বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিদ্যুৎ বিভাগ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২২' অর্জন করেছে। বিদ্যুৎ খাতের সাইবার নিরাপত্তায় নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমের তথ্য সমৃদ্ধ এ প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে সমাদৃত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি বিদ্যুৎ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ এর সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও প্রতিবেদনটির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।


নসরুল হামিদ, এমপি



মোঃ হাবিবুর রহমান, বিপিএএ
সিনিয়র সচিব
বিদ্যুৎ বিভাগ



প্রতিবছরের ন্যায় বিদ্যুৎ বিভাগ ২০২২-২৩ অর্ধবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এ বার্ষিক প্রতিবেদনে বিদ্যুৎ বিভাগের সার্বিক কর্মকাণ্ডের একটি সম্যক চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে।

দেশের সার্বিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হলো বিদ্যুৎ। দেশের মানুষের নিকট যৌক্তিক ও সহনীয় মূল্যে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কারণে দেশের অর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও নির্দেশনার কারণে বিগত ১৫ বছরে বিদ্যুৎ খাতে গৌরবময় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০০৯ সালের ৪,৯৪২ মেগাওয়াট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২৩ এ ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ ২৮,১৩৪ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা ২৭টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৫২টি। বিদ্যুৎ উৎপাদনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন প্রায় ৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৪,৭১৭ সার্কিট কিলোমিটার এবং বিদ্যুতায়িত বিতরণ লাইন ১৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৬ লক্ষ ৪৩ হাজার ১৬৭ কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে। হাতিয়া, কুতুবদিয়া, নিখুম দ্বীপ, রাজাবালী ও চর সোনারামপুরের মতো প্রত্যন্ত চরাঞ্চলের মানুষকেও বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। দেশে শতভাগ বিদ্যুতায়ন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মহাপরিকল্পনার আলোকে বিদ্যুৎ খাতে ইআরপিসহ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহারের ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ বিদ্যুৎ বিভাগকে সরকার গৌরবান্বিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২২' প্রদান করেছে।

বিদ্যুতের উৎপাদন ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করার কার্যক্রম চলছে, যা বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের কাতারে পৌঁছাতে মুখ্য অনুঘটক হিসেবে ভূমিকা পালন করবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নেও বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এসডিজি অর্ডার ৭ এর আলোকে নবায়নযোগ্য ও ক্লিন এনার্জি কার্যক্রম বেগবান করা হচ্ছে।

প্রত্যাশা করি, এ বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সকলের বিদ্যুৎ বিভাগ সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তির উৎস হিসেবে ভূমিকা রাখবে। প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।



মোঃ হাবিবুর রহমান, বিপিএএ



সম্পাদকীয়



বিদ্যুৎ সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার খাত। শিল্পায়ন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মুখ্য চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচিত বিদ্যুৎ। যৌক্তিক ও সহনীয় মূল্যে সকল জনগণের জন্য নির্ভরযোগ্য ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে বিদ্যুৎ বিভাগ বদ্ধপরিকর। ইতোমধ্যে দেশের শতভাগ জনগণকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ, এসডিজি ২০৩০ এর অর্ডীট-৭ বাস্তবায়ন এবং সরকারের 'রূপকল্প ২০৪১' তথা উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনকল্পে বহুমাত্রিক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এই বার্ষিক প্রতিবেদনটিতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক সম্পন্ন বহুমুখী কার্যক্রম বিস্তৃত পরিসরে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সারণী ও বিভিন্ন ধরনের চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। এতে করে সহজেই দরকারী তথ্য-উপাত্ত খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে।

প্রতিবেদনটিতে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তের সংহতি ঘটানো হয়েছে। ফলে প্রতিবেদনটি বিদ্যুৎ খাত সংশ্লিষ্ট গবেষক, গবেষণা সংস্থা ও আলোচকদের বিশেষ উপকারে আসবে। সাধারণ পাঠকগণও প্রতিবেদনটি পাঠ করে সরকারের বিদ্যুৎ খাত সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবেন মর্মে আমি বিশ্বাস করি।

বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রস্তুতে সর্বাঙ্গিক সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এমপি এবং বিদ্যুৎ বিভাগের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, বিপিএএ এর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি সম্পাদনা ও সহ-সম্পাদনা পর্ষদের সদস্যদের প্রতি। তাদের নিরলস পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণে যথাসময়ে মানসম্মত এ প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। যুগপৎ ধন্যবাদ ও অনিশ্চেষ্ট কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বিদ্যুৎ বিভাগের সমন্বয় অনুবিভাগ, পাওয়ার সেল, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের প্রধানসহ সম্পৃক্ত সকলকে। আমি একইসাথে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি প্রতিবেদনটির কম্পোজ, প্রচ্ছদ ও ডিজাইনের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে। তাদের উদ্দীপিত প্রয়াস থাকায় এই প্রতিবেদনটি যথাসময়ে প্রকাশিত হলো।

সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও প্রতিবেদনটির কোথাও কোথাও মুদ্রণজনিত ত্রুটি এবং তথ্যগত ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অস্বাভাবিক নয়। প্রত্যাশা করি, সংশ্লিষ্ট সকলে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং গঠনমূলক পরামর্শ প্রদান করবেন যা ভবিষ্যতে অধিকতর মানসম্পন্ন প্রতিবেদন প্রস্তুতে সহায়ক হবে।

আমি বিদ্যুৎ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ এর সর্বোচ্চ উপযোগিতা ও ফলপ্রসূতা আশা করছি।

এস এম এনামুল কবির
অতিরিক্ত সচিব
সমন্বয় অনুবিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ



বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



☞ গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে।
ইহার ফলে গ্রাম বাংলার সর্বক্ষেত্রে উন্নতি হইবে। ☞

শেখ মুজিবুর রহমান

জুলাই ১৯৭৫



বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিদ্যুৎ বিভাগের
'ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২২' অর্জন



তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রাপ্ত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২২'
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি এর নিকট থেকে গ্রহণ করছেন
বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব (বর্তমানে সিনিয়র সচিব) জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, বিপিএএ। মধ্যে উপবিষ্ট রয়েছেন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি।

তারিখ: ১২ ডিসেম্বর ২০২২



তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রাপ্ত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২২'
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় জনাব নসরুল হামিদ, এমপি এর নিকট হস্তান্তর করছেন
বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব (বর্তমানে সিনিয়র সচিব) জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, বিপিএএ।

ডিজিটাল
বাংলাদেশ
দিবস ২০২২
(১৫ই ডিসেম্বর)



প্রগতিশীল প্রযুক্তি
অভিভূক্তমূলক উন্নতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২২

সম্মাননা পত্র

জাতীয় পর্যায়ের সাধারণ-সরকারি (শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ **কিনুৎ বিকাশ**-কে প্রতিষ্ঠান শ্রেণিতে (স্বীকৃতভাবে) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২২-এ ভূষিত করা হলো।

২৭ আগস্ট ১৪২৯
১২ ডিসেম্বর ২০২২

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী



Acronyms and Elaborations

ADP	:	Annual Development Program
APA	:	Annual Performance Agreement
APSCL	:	Ashuganj Power Station Company Limited
BERC	:	Bangladesh Energy Regulatory Commission
BPDB	:	Bangladesh Power Development Board
BPMI	:	Bangladesh Power Management Institute
BREB	:	Bangladesh Rural Electrification Board
CPGCBL	:	Coal Power Generation Company Bangladesh Limited
CSR	:	Corporate Social Responsibility
CTT	:	Coal Transshipment Terminal
DESCO	:	Dhaka Electric Supply Company
DNCC	:	Domestic Network Coordination Committee
DPDC	:	Dhaka Power Distribution Company
EAM	:	Enterprise Asset Management
ECA	:	Export Credit Agency
EGCB	:	Electricity Generation Company of Bangladesh
ERP	:	Enterprise Resource Planning
FGMO	:	Free Governor Mode of Operation
GDP	:	Gross Domestic Product
GHG	:	Green House Gas
GIS	:	Geographic Information System
GPMS	:	Government Performance Management System
HFO	:	Heavy Furnace Oil
HSD	:	High Speed Diesel
IFIs	:	International Financial Institutions
IEPMP	:	Integrated Energy & Power Master Plan
IIG	:	International Internet Gateway
ISP	:	Internet Service Provider
JSC	:	Joint Steering Committee
JV	:	Joint Venture
JWG	:	Joint Working Group
KPI	:	Key Performance Indicator
LAD	:	Load Area Network
Lol	:	Letter of Intent
MIDI	:	Moheshkhali-Matarbari Integrated Infrastructure Development Initiative
MoU	:	Memorandum of Understanding
NDC	:	Nationally Determined Contributions

Acronyms and Elaborations

NESCO	:	Northern Electricity Supply Company
NIS	:	National Integrity Strategy
NLDC	:	National Load Dispatch Centre
NTTN	:	Nationwide Telecommunication Transmission
NWPGCL	:	North-West Power Generation Company Limited
OCEI	:	Office of the Chief Electric Inspector
OCSMS	:	Online Customer Service Management System
OIMS	:	Operational Information Management System
OPGW	:	Optical Ground Wire
PGCB	:	Power Grid Company of Bangladesh
PIC	:	Project Implementation Committee
PO 59	:	Presidential Order 59
POS	:	Point of Sales
PSA	:	Provisional Power Sales Agreement
PSC	:	Project Steering Committee
PSMP	:	Power System Master Plan
PVA	:	Provisional Vendor's Agreement
RBM	:	Result Based Management
REB	:	Rural Electrification Board
RJSC	:	Registrar of Joint Stock Companies and Firms
RPCL	:	Rural Power Company Limited
SAIDI	:	System Average Interruption Duration Index
SAIFI	:	System Average Interruption Frequency Index
SCADA	:	Supervisory Control and Data Acquisition
SDG	:	Sustainable Development Goal
SND	:	Sales and Distribution
SREDA	:	Sustainable & Renewable Energy Development Authority
TMLM	:	Transfer Maintenance & Load Management
UGC	:	University Grant Commission
WZPDCL	:	West Zone Power Distribution Company Limited

সূচিপত্র

বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর ব্যবস্থাপনা কাঠামো	১-৬
এক নজরে বিদ্যুৎ খাত	৭-৮
বিদ্যুৎ বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	৯-১৮
বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহ	১৯-১০৮
বিদ্যুৎ উৎপাদন	১০৯-১১৮
বিদ্যুৎ সঞ্চালন	১১৯-১৩০
বিদ্যুৎ বিতরণ	১৩১-১৩৬
নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জ্বালানি দক্ষতা ও বিদ্যুৎ সঞ্চার	১৩৭-১৪২
বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ	১৪৩-১৪৪
আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা	১৪৫-১৪৮
বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার ও পুনর্গঠন	১৪৯-১৫২
আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন	১৫৩-১৫৬
তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার	১৫৭-১৬২
মানবসম্পদ উন্নয়ন	১৬৩-১৬৬
এডিপি বাস্তবায়ন	১৬৭-১৭০
বিশেষ কার্যক্রম	১৭১-১৮০
বিদ্যুৎ খাতের চ্যালেঞ্জ	১৮১-১৮২
পরিশিষ্ট-১	১৮৩-২০৮
বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহের তালিকা	
পরিশিষ্ট-২	২০৯-২২৪
প্রকল্পসমূহের তালিকা	



বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর ব্যবস্থাপনা কাঠামো



মাতারবাড়ি ১২০০ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

বিদ্যুৎ বিভাগ পরিচিতি

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি পৃথক বিভাগ হিসেবে বিদ্যুৎ বিভাগের যাত্রা শুরু ১৯৯৮ সালের ২৫ মার্চ। বিদ্যুৎ বিভাগের ওপর অর্পিত মূল দায়িত্ব হলো বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন এবং এ সম্পর্কিত কার্যক্রম।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৬ নং অনুচ্ছেদে বিদ্যুৎ-কে অন্তর্ভুক্ত করে বলা হয়, “নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিবিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তরসাধনের জন্য রস্তু কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।” স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জানতেন উন্নয়নের প্রধান নিয়ামক বিদ্যুৎ এবং ‘সোনার বাংলা’ বিনির্মাণ করতে হলে গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৭২ সালে প্রণীত মহান সংবিধানের ১৬ নং অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হয়। সংবিধানে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার ‘শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ’ বাস্তবায়নকল্পে বিদ্যুৎ বিভাগ বহুবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করে ‘মুজিববর্ষে’ দেশব্যাপী শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন করে, যার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান করা হয় পটুয়াখালীর পায়রা থেকে ২০২২ সালের ২১ মার্চ। মুজিববর্ষে শতভাগ বিদ্যুৎ সফলভাবে সম্পন্ন করায় এবং শতভাগ বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার বিদ্যুৎ বিভাগকে ‘স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২২’ এ ভূষিত করে। এছাড়া গ্রাহক সেবা সহজীকরণ ও মান উন্নয়নে ডিজিটাল পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে তথ্য-প্রযুক্তি খাতে অবদান রাখায় বিদ্যুৎ বিভাগকে সরকার ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২২’ প্রদান করেছে। বিদ্যুৎ বিভাগের এসব অভূতপূর্ব অর্জনের মূলে রয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদূরপ্রসারী ও গতিশীল নেতৃত্ব। তিনি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে বিদ্যুৎ বিভাগকে নিরন্তর নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন।

বিদ্যুৎ বিভাগের লক্ষ্য হলো দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা। ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা বিবেচনা করে ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৪০ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

ভিশন

যৌক্তিক ও সহনীয় মূল্যে সকল জনগণের জন্য নির্ভরযোগ্য ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা।

মিশন

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতের সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য সাতশত মূল্যে মানসম্পন্ন ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা।

কার্যাবলি

‘এ্যালোকেশন অব বিজনেস এ্যামং দি ডিফারেন্ট মিনিষ্ট্রিস এন্ড ডিভিশনস’ অনুযায়ী বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১. জলবিদ্যুৎসহ প্রচলিত ও অপ্রচলিত শক্তির উৎসসমূহ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ সম্পর্কিত সকল ধরনের নীতি এবং এ সম্পর্কিত সকল বিষয়।
২. জাতীয় বিদ্যুৎ নীতি প্রণয়ন এবং এর প্রশাসনিক কার্যক্রম।
৩. বৈদ্যুতিক শক্তি, নবায়নযোগ্য শক্তি, জ্বালানি দক্ষতা এবং সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিধি-বিধান ও বৈদ্যুতিক শক্তির বিকাশ।
৪. যেকোন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে গ্রিডে দেওয়া বৈদ্যুতিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কার্যক্রম।
৫. Bangladesh Energy Regulatory Commission Act, 2003 দ্বারা অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন বৈদ্যুতিক উদ্যোগের জন্য লাইসেন্স প্রদান এবং প্রত্যাহার।

৬. বিদ্যুৎ আইনের বাস্তবায়ন তথা এর প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং বিদ্যুৎ আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা এবং এ সম্পর্কিত বিষয়াদি।
৭. বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর, টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শেডা) এবং বিদ্যুৎ বিভাগের অধীন গঠিত কোম্পানিসহ অন্য যেকোন এ বিষয়াদির সংস্থা সম্পর্কিত কার্যক্রম।
৮. বিদ্যুৎ বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ওপর সকল আইন।
৯. এই বিভাগ এবং অধীন কর্তৃপক্ষ, সংস্থা/অফিসের বা অফিসসমূহ ইত্যাদির বাজেট, প্রশাসন ও অর্থের নিয়ন্ত্রণ।
১০. এই বিভাগের ওপর অর্পিত বিষয়াদির ওপর যেকোন তদন্ত ও পরিসংখ্যান।
১১. বিদ্যুৎ, জ্বালানি দক্ষতা এবং জ্বালানি সংরক্ষণ বিষয়ে গবেষণা।
১২. আদালতে গৃহীত ফি ব্যতীত বিদ্যুৎ বিভাগ সম্পর্কিত কার্যাদির ফি।
১৩. বিদ্যুৎ বিভাগের ওপর অর্পিত বিষয়াদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তি।
১৪. জলবিদ্যুৎসহ বিদ্যুৎ খাতে আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য (Cross-border trade) এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা।
১৫. অন্যান্য দেশ ও ইন্টারন্যাশনাল রিনিউয়েবল এনার্জি এজেন্সি (IRENA) সহ বিশ্ব সংস্থাসমূহের সাথে লিয়াজোঁ এবং চুক্তি (Treaties and Agreements)।

কর্মপরিকল্পনা

১. দেশের সকল মানুষের নিকট বিদ্যুৎ সেবা পৌঁছানো;
২. ২০৩০ সালের মধ্যে সম্বলান লাইন ২৮ হাজার ৩২০ সার্কিট কিলোমিটার এবং বিতরণ লাইন ৬ লক্ষ ৬০ হাজার কিলোমিটারে উন্নীত করা ও প্রয়োজনীয় উপকেন্দ্র নির্মাণ/ক্ষমতা বর্ধন করা;
৩. বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা ২০৩০ সালে ৪০,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালে ৬০,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা;
৪. বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাথমিক জ্বালানির সরবরাহ নিশ্চিত করা;
৫. বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা;
৬. প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা;
৭. বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নে মেট্রোপলিটন এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল স্থাপন;
৮. ২০৪১ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৪০% পর্যন্ত নবায়নযোগ্য উৎস হতে উৎপাদন করা;
৯. ২০৪১ সালের মধ্যে আঞ্চলিক গ্রিডের মাধ্যমে ৯,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা;
১০. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বেঙ্গলোড কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ;
১১. সিস্টেম লস হ্রাস করা;
১২. পর্যায়ক্রমে সকল মিটার প্রি-পেইডে রূপান্তর;
১৩. বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে ২০% জ্বালানি সাশ্রয় করা;
১৪. গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধিতে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ও ডিজিটাল পদ্ধতির প্রবর্তন করা;
১৫. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি; এবং
১৬. কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বার্ষিক প্রশিক্ষণ ৭০ জনঘণ্টায় উন্নীত করা।

বিদ্যুৎ বিভাগের গঠন ও জনবল

৭টি অনুবিভাগ বিদ্যুৎ বিভাগের ওপর দায়িত্বাবলি সম্পাদন করছে। অনুবিভাগসমূহ হলো প্রশাসন, উন্নয়ন, পরিকল্পনা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, সুশাসন ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা, বাজেট এবং সমন্বয়। অনুবিভাগসমূহের অধীনে ১০টি অধিশাখা রয়েছে এবং অধিশাখাসমূহের অধীনে ২০টি শাখা রয়েছে। প্রতিটি অনুবিভাগের দায়িত্বে একজন অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব রয়েছেন। অধিশাখার দায়িত্বে একজন উপসচিব/সিস্টেম এনালিস্ট এবং শাখার দায়িত্বে সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব রয়েছেন। বিদ্যুৎ বিভাগে মোট অনুমোদিত জনবল ১৩৩ জন। অনুমোদিত ১৩৩ জন জনবলের বিপরীতে প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ১০৪ জন। উল্লেখ্য যে, বিদ্যুৎ বিভাগের বর্তমান ও ভবিষ্যত কাজের ব্যাপ্তি বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামোতে ২২টি ক্যাডার পদসহ মোট ৯৪টি নতুন পদের প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হলে সর্বমোট জনবল হবে ২২৭টি। এ বিষয়ে কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নিম্নবর্ণিত ছকে বিদ্যমান জনবল সংক্রান্ত তথ্যাবলি দেখানো হলো:

ক্রম	পদের নাম	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত	শূন্যপদ
০১	সচিব	১	১	০
০২	অতিরিক্ত সচিব	১	৫	০
০৩	যুগ্মসচিব	৪	৯	০
০৪	উপসচিব	৯	১৪	০
০৫	সিস্টেম এনালিস্ট	১	১	০
০৬	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	১৯	৯	১০
০৭	প্রোগ্রামার	১	১	০
০৮	সহকারী প্রোগ্রামার	১	০	১
০৯	সহকারী মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১	০	১
১০	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	০	১
১১	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	০
১২	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৭	১২	৫
১৩	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৫	৭	৮
১৪	হিসাবরক্ষক	১	১	০
১৫	কম্পিউটার অপারেটর	৪	৩	১
১৬	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৬	৪	২
১৭	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৬	১৩	৩
১৮	ক্যাশিয়ার	১	০	১
১৯	ক্যাশ সরকার	১	১	০
২০	ভূপিক্লেটিং মেশিন অপারেটর	১	১	০
২১	অফিস সহায়ক	৩১	২১	১০
মোট		১৩৩	১০৪	৪৩

প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামোটি অনুমোদিত হলে বিদ্যুৎ বিভাগের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে অধিকতর গতিশীলতার সৃষ্টি হবে।

বিদ্যুৎ খাতের ব্যবস্থাপনা কাঠামো

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীনে মোট ১৮টি দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানি রয়েছে। এর মধ্যে দপ্তর/সংস্থার সংখ্যা ৫টি, পাওয়ার সেল (১টি), কোম্পানির সংখ্যা ১১টি এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ১টি। বিদ্যমান সংস্থা/কোম্পানিসমূহের মধ্যে ৭টি সরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে নিয়োজিত রয়েছে। এসব সংস্থা/কোম্পানি হলো বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি., আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লি., ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি., রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লি., বি-আর পাওয়ারজেন লি. ও কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লি.। পাওয়ার ছিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি. এককভাবে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। অপরদিকে বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্বে রয়েছে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লি., ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি., ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. ও নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লি.। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বিদ্যুৎ উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় ও বিতরণ তথা ত্রিবিধ কাজে সম্পৃক্ত। বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে বেসরকারি খাতও। নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি সাশ্রয় ও সংরক্ষণ কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সম্প্রসারণ ও তদারকির জন্য 'টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ' এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে নবপ্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ এনার্জি এন্ড পাওয়ার রিসার্চ কাউন্সিল' কাজ করছে। আর বিদ্যুৎ খাতে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট' বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় 'প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক এর দপ্তর' সকল উচ্চ ও মধ্যম চাপের নতুন বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও স্থাপনা পরিদর্শন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে বিদ্যুৎ সংযোগের অনুমোদন প্রদানের পাশাপাশি বৈদ্যুতিক কাজে পেশাজ্ঞানসম্পন্ন উপযুক্ত ঠিকাদার, প্রকৌশলী ও ইলেকট্রিশিয়ানগণকে চিহ্নিতপূর্বক তাদের অনুকূলে বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স, সুপারভাইজারি সার্টিফিকেট ও কারিগরি পারমিট ইস্যুকরণ ও জ্বালানি নিরীক্ষণ বিষয়সমূহ তদারকি করে থাকে। এছাড়া পাওয়ার সেল বিদ্যুৎ খাতের পারফরমেন্স পরিবীক্ষণ, ট্যারিফ, সংস্কার কার্যক্রম ও বিদ্যুৎ খাতের অন্যান্য কারিগরি বিষয়ে ও নীতি প্রণয়নে বিদ্যুৎ বিভাগকে সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।



বিদ্যুৎ খাতের ব্যবস্থাপনা কাঠামো

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহ এবং ওয়েবসাইট

১. বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল (বিইপিআরসি) (www.eprc.gov.bd)
২. টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা) (www.sreda.gov.bd)
৩. পাওয়ার সেল (www.powercell.gov.bd)
৪. বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো) (www.bpdb.gov.bd)
৫. বাংলাদেশ পল্টী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) (www.reb.gov.bd)
৬. প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর (www.ocei.gov.bd)
৭. বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিপিএমআই) (www.bpmi.gov.bd)
৮. নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি. (নওপাজেকো) (www.nwpgcl.gov.bd)
৯. আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লি. (এপিএসসিএল) (www.apscl.gov.bd)
১০. ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি. (ইজিসিবি) (www.egcb.gov.bd)
১১. রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লি. (আরপিসিএল) (www.rpcl.gov.bd)
১২. বি-আর পাওয়ারজেন লি. (www.brpowergen.gov.bd)
১৩. কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লি. (সিপিজিসিবিএল) (www.cpgcbl.gov.bd)
১৪. পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি. (পিজিসিবি) (www.pgcb.gov.bd)
১৫. ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. (ডিপিডিসি) (www.dpdc.gov.bd)
১৬. ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লি. (ডেসকো) (www.desco.gov.bd)
১৭. ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. (ওজোপাডিকো) (www.wzpdcl.gov.bd)
১৮. নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লি. (নেসকো) (www.nesco.gov.bd)



এক নজরে
বিদ্যুৎ খাত



আবগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (ইস্ট)

এক নজরে বিদ্যুৎ খাত

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের ফলে সবার ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উর্ধ্বগতি, শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি এবং নগরায়নে দ্রুত অগ্রগতির ফলে বিদ্যুতের চাহিদাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা বিদ্যুৎ আমদানি, ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ ২৮,১৩৪ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে।

সরকারের বিগত দিনের উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরেও বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। ফলে একদিকে যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, অপরদিকে সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সেবা প্রদানে বিদ্যমান ভূমিকা অধিকতর গতিশীলতা পেয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে বিদ্যুৎ খাতের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ নিম্নরূপ:

১. শতভাগ মানুষের নিকট বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে;
২. ২০২২-২৩ অর্থবছরে ভারত (আদানী পাওয়ার) হতে ১,৪৯৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানিসহ নতুনভাবে ৩,১৪৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে;
৩. বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা ৪ কোটি ৩১ লক্ষ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪ কোটি ৫৩ লক্ষে উন্নীত হয়েছে; অর্থাৎ ২২ লক্ষ নতুন গ্রাহক প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বিদ্যুৎ সংযোগ পেয়েছেন;
৪. ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিদ্যুতের বিতরণ সিস্টেম লস হ্রাস করে ৭.৬৫ শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে যা বিগত অর্থবছরে ছিল ৭.৭৪ শতাংশ;
৫. মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬০২ কিলোওয়াট ঘণ্টায় উন্নীত হয়েছে;
৬. প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে পিজিসিবি কর্তৃক বিদ্যুতের সঞ্চালন লাইনে বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে ৭০০.০৯৭ সার্কিট কিলোমিটার;
৭. ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগের ৬টি বিতরণ সংস্থা/কোম্পানির মাধ্যমে ১৪,৬০৫.৫৪১ কিলোমিটার নতুন বিতরণ লাইন নির্মাণ করে তা বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছর ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিদ্যুৎ খাতের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহের তুলনামূলক চিত্র নীচে দেখানো হলো:

বিষয়	পরিমাণ/সংখ্যা	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩
উৎপাদন ক্ষমতা	মেগাওয়াট	২৫,৭০০	২৮,১৩৪
বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	টি	১৫৩	১৫২
সর্বোচ্চ উৎপাদন	মেগাওয়াট	১৪,৭৮২	১৫,৬৪৮
সঞ্চালন লাইন	সার্কিট কিলোমিটার	১৩,৮৮৯	১৪,৭১৭
গ্রিড সাবস্টেশনের ক্ষমতা	এমভিএ	৫৬,৬৮২	৬১,৫২৫
সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী	%	১০০	১০০
মাথাপিছু উৎপাদন	কিলোওয়াট ঘণ্টা	৬০৮.৭৬	৬০২
গ্রাহক সংখ্যা	লক্ষ	৪৩১	৪৫৩
বিদ্যুতায়িত বিতরণ লাইন	কিলোমিটার	৬ লক্ষ ২৯ হাজার	৬ লক্ষ ৪৩ হাজার
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বরাদ্দ	কোটি টাকায়	২৫,০৮৪	২৮,৩১৯.৭২
সামগ্রিক সিস্টেম লস	%	১০.৪১	১০.৩৩

বিদ্যুৎ বিভাগের
বার্ষিক
কর্মসম্পাদন চুক্তি



বরিশাল ৩০৭ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০২২-২৩

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধিকরণ, ফলাফলধর্মী কার্যক্রমে উৎসাহিতকরণ এবং কর্মসম্পাদন মূল্যায়নের অন্যতম পদ্ধতি হলো Government Performance Management System (GPMS)। এ লক্ষ্যে সরকার ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) প্রবর্তন করে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হয়। বর্তমানে ৫২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর করা হয়। বিদ্যুৎ বিভাগ গত ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ বিভাগ ২য় স্থান অর্জন করে। বিদ্যুৎ বিভাগের নিরলস প্রচেষ্টায় দেশে বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৪৭% থেকে ১০০% এ উন্নীত হয়েছে অর্থাৎ শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ জুন ২০২৩ পর্যন্ত ২৮,১৩৪ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অর্জন সংক্রান্ত তথ্য এখানে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বিদ্যুৎ বিভাগ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন তদারকি করে থাকে। ফলে অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহও প্রতিবছর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সফল বাস্তবায়ন করে আসছে। গত ১৯ জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে বিদ্যুৎ বিভাগের এবং ২৫ জুন ২০২৩ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।



২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে ট্রেস্ট ও সার্টিফিকেট গ্রহণ করছেন বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, বিপিএএ।

তারিখ: ১৯ জুলাই ২০২৩



বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন

কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
[১.১.১] বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন নির্মাণ/ আপগ্রেডেশন	সমষ্টি	কিলোমিটার	৩	১০০০০	১৪৬০৫.৫৪১
[১.১.২] বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন পরিদর্শন	সমষ্টি	সংখ্যা	২	১৪	১৯
[১.২.১] বিতরণ উপকেন্দ্র নির্মাণ/আপগ্রেডেশন	সমষ্টি	সংখ্যা	৪	৩৩	৪৮
[১.২.২] নির্মিত/আপগ্রেডেশনকৃত বিদ্যুৎ বিতরণ উপকেন্দ্র পরিদর্শন	সমষ্টি	সংখ্যা	২	১৪	১৮
[১.৩.১] SAIDI পরিমাপে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালুকৃত	ক্রমপূঞ্জিত	%	২	২৫	৪২.৪৩৩
[১.৩.২] SAIDI	গড়	মিনিট	১	১৮৫০	১৬৩৯.৪২
[১.৪.১] নিষ্পত্তিকৃত আবেদন	গড়	আবেদনের %	২	১০০	১০০
[১.৫.১] নিষ্পত্তিকৃত আবেদন	গড়	আবেদনের %	১	১০০	১০০
[১.৬.১] নিষ্পত্তিকৃত আবেদন	গড়	আবেদনের %	১	৯০	১০০
[১.৭.১] নিষ্পত্তিকৃত আবেদন	গড়	আবেদনের %	১	৯০	১০০
[১.৮.১] নিষ্পত্তিকৃত আবেদন	গড়	আবেদনের %	১	৯০	১০০
[১.৯.১] নিষ্পত্তিকৃত আবেদন	গড়	আবেদনের %	১	৯০	৯৯.৪৪
[২.১.১] বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সংযোজিত	সমষ্টি	মেগাওয়াট	২	১২০০	১৩৭৪
[২.১.২] মাথাপিছু উৎপাদিত বিদ্যুৎ	ক্রমপূঞ্জিত	কিলোওয়াট ঘন্টা	২	৫৭০	৬০২
[২.১.৩] নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের LOI ইস্যু	সমষ্টি	সংখ্যা	২	১	২
[২.২.১] FGMO তে পরিচালনায় সক্ষম বিদ্যুৎ কেন্দ্র/ইউনিট	ক্রমপূঞ্জিত	ক্রমপূঞ্জিত সংখ্যা	১	৩১+১= ৩২	৩১+১= ৩২
[২.৩.১] বাগেরহাটের রামপালে মৈত্রী বিদ্যুৎ প্রকল্পের ১ম ইউনিটের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু	তারিখ	তারিখ	৩	৩১.০৩. ২০২৩	২৩.১২. ২০২২
[২.৩.২] বাগেরহাটের রামপালে মৈত্রী বিদ্যুৎ প্রকল্পের ২য় ইউনিটের সিনক্রোনাইজেশন সম্পন্নকরণ	তারিখ	তারিখ	১	৩০.০৬. ২০২৩	২৮.০৬. ২০২৩
[২.৩.৩] কক্সবাজারের মাতারবাড়িতে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি অর্জন	ক্রমপূঞ্জিত	%	২	৬৮	৭৬.৮০
[২.৩.৪] কক্সবাজারের মাতারবাড়িতে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি অর্জন	ক্রমপূঞ্জিত	%	২	৫৫	৬৪.১২
[৩.১.১] পরিমাপকৃত বিতরণ সিস্টেম লস	ক্রমপূঞ্জিত	%	৩	৮.৪৪	৭.৬৫
[৩.২.১] হ্রাসকৃত বকেয়া	ক্রমপূঞ্জিত	সমমাস	২	১.৮০	১.৫১
[৩.৩.১] বিদ্যুৎ খাতে কর্মকর্তাগণের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান	সমষ্টি	জনঘন্টা	২	৫০	৬০.২৭
[৩.৩.২] লার্নিং সেশন এর আয়োজন	সমষ্টি	সংখ্যা	২	৭	৭
[৩.৪.১] আবাসিক (LT) বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ২ কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করে ইস্যুকৃত ডিমাল্ড নোট	ক্রমপূঞ্জিত	%	১	৭৪	৯০.১৬

কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
[৩.৪.২] আবাসিক (LT) বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে ডিমাল্ড নোটের টাকা, মিটার ও সার্ভিস তার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) জমা দেয়ার পরবর্তী ২ কর্মদিবসের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান	ক্রমপূঞ্জিত	%	১	৭০	৮৪.৫০
[৩.৪.৩] ১১ কেভি ও তদূর্ধ্ব ভোল্টেজের বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে সকল শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে আবেদনের ১৩ (তের) কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করে ইস্যুকৃত ডিমাল্ড নোট	ক্রমপূঞ্জিত	%	১	৭০	৯৫.২৫
[৩.৪.৪] ১১ কেভি ও তদূর্ধ্ব ভোল্টেজের বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে ডিমাল্ড নোটের টাকা জমা, সোলার প্যানেল স্থাপন, মিটার সরবরাহ, মিটার টেস্ট এর পরবর্তী ২(দুই) কর্মদিবসের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান	ক্রমপূঞ্জিত	%	১	৭০	৯৭.৩২
[৩.৫.১] ত্রি-পক্ষীয় সভায় উত্থাপিত অডিট আপত্তি	ক্রমপূঞ্জিত	%	১	১০০	১০০
[৪.১.১] সঞ্চালন লাইন নির্মাণ	সমষ্টি	সা.কি.মি.	২	৬৫০	৭০০.০৯৭
[৪.১.২] সঞ্চালন লাইন নির্মাণ কাজ পরিদর্শন	সমষ্টি	সংখ্যা	২	৫	৬
[৪.২.১] গ্রিড সাব-স্টেশন নির্মাণ/আপগ্রেডেশন	সমষ্টি	সংখ্যা	২	৯	১৬
[৪.২.২] গ্রিড সাব-স্টেশন নির্মাণ/আপগ্রেডেশন কাজ পরিদর্শন	সমষ্টি	সংখ্যা	২	৯	১০
[৪.৩.১] পরিমাপকৃত সঞ্চালন লস	ক্রমপূঞ্জিত	%	২	৩.১৯	৩.০৭
[৫.১.১] সর্বোচ্চ উৎপাদনের সাথে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের তুলনামূলক হার	ক্রমপূঞ্জিত	%	২	৫	৭.৫৬
[৫.১.২] সোলার সেচ সিস্টেম স্থাপন	সমষ্টি	সংখ্যা	১	১০০	১০০
[৫.১.৩] রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপন	সমষ্টি	সংখ্যা	১	১০০	২৬০
[৫.২.১] খসড়া সুপারিশমালা প্রস্তুত	তারিখ	তারিখ	২	১৫.০৫. ২০২৩	১৪.০২ ২০২৩
[৫.২.২] প্রস্তুতকৃত খসড়া সুপারিশমালা চূড়ান্তকরণপূর্বক পরিপত্র জারি	তারিখ	তারিখ	২	৩০.০৬. ২০২৩	২১.০৬ ২০২৩
[৫.৩.১] জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্য কর্মশালা আয়োজন।	তারিখ	তারিখ	২	৩০.০৪. ২০২৩	৩০.০৩ ২০২৩



১. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা (২০২২-২৩)

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	২০২২-২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩ (কোয়ার্টার ভিত্তিক)				
					লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ

১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	১	সংখ্যা	৪	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১	১	১	১
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	৪	%	১০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১০০	১০০	১০০	১০০
১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	৪	সংখ্যা	২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১	-	১	-
১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণ আয়োজিত	২	সংখ্যা	২টি সেশন (৮০ জন)	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	-	১টি সেশন ৪০ জন	-	১টি সেশন ৪০ জন
১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (টিওএন্ডইভুজ অকেজো মালামাল বিনষ্টকরণ/নধি বিনষ্টকরণ/পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি/মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি)	উন্নত কর্ম-পরিবেশ	২	সংখ্যা ও তারিখ	২টি ৩০ জুন ২৩	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	-	-	-	৩০ জুন ২৩
১.৬ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	ফিডব্যাক সভা/ কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৪	তারিখ	৩০.১০.২২ ৩০.০১.২৩ ৩০.০৪.২৩	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	-	৩০.১০.২২ ২৬.১০.২২	৩০.০১.২৩ ১৫.০১.২৩	৩০.০৪.২৩ ২৭.০৪.২৩

২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন

২.১ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্রয়-পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	২	তারিখ	৩১ জুলাই ২০২২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	৩১.০৭.২২	-	-	-
২.২ অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন (প্রকল্পের পরিকল্পনাসহ)	ক্রয়-পরিকল্পনা বাস্তবায়িত	২	%	১০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১০	৩০	৬০	১০০

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	২০২২-২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩ (কোয়ার্টার ভিত্তিক)				
					লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ
২.৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত	৩	%	১০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১০ ১৩.৫৩	৩০ ৪০.৫৯	৬০ ৫৯.৪৪	১০০ ১০০
২.৪ প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	৩	সংখ্যা	PSC ১০০টি PIC-২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	PSC ২৫টি ২১টি	PSC ২৫টি ৩৭টি	PSC ২৫টি ৩৩টি	PSC ২৫টি ৩৩টি PIC-২
২.৫ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	৫	তারিখ	৩০ জুন ২৩	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	- -	- -	- -	৩০ জুন ২০২৩ ৩০ জুন ২০২৩
৩. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম....১৮ (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১নং সহ ন্যূনতম চারটি কার্যক্রম)									
৩.১ সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার	৩	তারিখ	৩০ জুন ২০২৩	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	- -	- -	- -	৩০ জুন ২০২৩ ৩০ জুন ২০২৩
৩.২ ডিপিডিসি এর পরীবাগ SND এর বিদ্যুৎ বিল বিষয়ে দ্বৈচয়নের মাধ্যমে নির্বাচিত গ্রাহকের সম্বন্ধি পরিবীক্ষণ।	১৫ জন গ্রাহকের মতামত যাচাই	৫	সংখ্যা	১৫	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	০ ০	৫ ৫	৫ ৯	৫ ৭
৩.৩ গ্রাহকের নিকট থেকে ফিডব্যাক গ্রহণ	গণতনানী আয়োজন	৫	সংখ্যা	৪	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১ ১	১ ১	১ ১	১ ১
৩.৪ যে কোন একটি SND তে দ্বৈচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচিত ৫টি নিম্পত্তিকৃত অভিযোগ পরিবীক্ষণ।	৫ জন অভিযোগ-কারীর সম্বন্ধি/মতামত গ্রহণ	৫	সংখ্যা	৫	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	০ ০	১ ১	২ ২০	২ ২৫



২. ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা (২০২২-২০২৩)

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	সূচকের মান	২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	অর্জন
[১.১] সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	১০	০৪/০৫/২০২৩	০২/০৫/২০২৩
[১.২] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুত করা এবং সেবাসমূহ চালু রাখা	[১.২.১] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুতকৃত	তারিখ	২	১৩/১০/২০২২	২৭/০৯/২০২২
	[১.২.২] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহ চালুকৃত	তারিখ	৭	০৪/০৫/২০২৩	১৪/০৩/২০২৩
[১.৩] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[১.৩.১] ই-ফাইলে নোট নিম্পত্তিকৃত	%	৪	৮৫%	৯৪.৭৪%
[১.৪] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/পলিসি/কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজন	[১.৪.১] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/পলিসি/কর্ম-পরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৪	৩০/১০/২০২২	৩০/১০/২০২২
	[১.৪.২] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজিত	সংখ্যা	৩	২	২
[২] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি					
[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[২.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে)	সংখ্যা	৬	৪	৪
[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৪	৪
	[২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	৩	৮০	৯৫
	[২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	৩	১৫/০১/২০২৩	১৫/০১/২০২৩

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	সূচকের মান	২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	অর্জন
	[২.২.৪] আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অর্ধবার্ষিক স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	২	৩১/০১/২০২৩	৩০/০১/২০২৩
	[২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	তারিখ	৩	৩১/০৫/২০২৩	১১/০৪/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৩

৩. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা (২০২২-২০২৩)

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	সূচকের মান	২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	অর্জন
[১] প্রাতিষ্ঠানিক					
[১.১] অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে এবং জিআরএস সফটওয়্যারে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদকরণ	[১.১.১] অনিক ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে ও জিআরএস সফটওয়্যারে হালনাগাদকৃত/ আপলোডকৃত	সংখ্যা	৪	৪	৪
[১.২] নির্দিষ্ট সময়ে অনলাইনে/অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি	[১.২.১] অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	%	৭	৯০	৯৬.১৩
[১.৩] অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ	[১.৩.১] মাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	%	৩	৯০	১০০
[২] পরিবীক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন					
[২.১] কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক সেমিনার/কর্মশালা/প্রশিক্ষণ আয়োজন	[২.১.১] প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা আয়োজিত	সংখ্যা	৪	২	২

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	সূচকের মান	২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	অর্জন
[২.২] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ এবং ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[২.২.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	৩	৪	৪
[২.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন	[২.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	৪	২	২

৪. সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (২০২২-২০২৩)

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	সূচকের মান	২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	অর্জন
[১] প্রাতিষ্ঠানিক					
[১.১] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ কমিটি পুনর্গঠন	[১.১.১] কমিটি পুনর্গঠিত	সংখ্যা	৩	৪	৪
[১.২] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	[১.২.১] সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত এবং প্রতিবেদন প্রেরিত	%	৪	৯০	১০০
[১.৩] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সভা আয়োজন	[১.৩.১] সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	৪	৪
[১.৪] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ (আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসহ)	[১.৪.১] হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	৯	৪	৪
[২] সক্ষমতা অর্জন					
[২.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক কর্মশালা/প্রশিক্ষণ/সেমিনার আয়োজন	[২.১.১] প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজিত	সংখ্যা	৩	২	২
[২.২] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন	[২.২.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	৪	২	২

৫. তথ্য অধিকার বিষয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পন্নতা (সকল সরকারি অফিসের জন্য প্রযোজ্য)

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	অর্জন
[১] প্রাতিষ্ঠানিক					
[১.১] তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি	[১.১.১] নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি	%	৬	১০০%	১০০%
[২] সক্ষমতা বৃদ্ধি					
[২.১] স্বতঃপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য সকল তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ	[২.১.১] হালনাগাদকৃত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	৪	৩১.১২.২০২২ ৩০.০৬.২০২৩	২৯.১২.২০২২ ২১.০৬.২০২৩
[২.২] বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	[২.২.১] নির্ধারিত সময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত	তারিখ	৩	১৫.১০.২০২২	১৫.১০.২০২২
[২.৩] তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স তৈরি/ হালনাগাদকরণ	[২.৩.১] তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স প্রস্তুতকৃত/ হালনাগাদকৃত	তারিখ	৩	৩১.১২.২০২২	২৯.১২.২০২২
[২.৪] তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ	[২.৪.১] প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন	সংখ্যা	৪	৩	৪
[২.৫] তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন	[২.৫.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৩	৩
[২.৬] তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রত্যেকটি ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবাবন্ডে প্রকাশ	[২.৬.১] ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবাবন্ডে প্রকাশিত	সংখ্যা	২	৪	৪

বিদ্যুৎ বিভাগের
আওতাধীন
দপ্তর, সংস্থা ও
কোম্পানিসমূহ



নির্মিতব্য ডেসকো প্রধান কার্যালয়ের ত্রিমাত্রিক চিত্র

বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল (বিইপিআরসি)

বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট

গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উৎকর্ষতা আনয়ন ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১৫' (২০১৫ সনের ০২ নং আইন) দ্বারা ২০১৫ সালের ২৬ অক্টোবর বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়।

কাউন্সিল এর রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী

রূপকল্প

বাংলাদেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের দক্ষ, সাশ্রয়ী এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই উন্নয়নে উদ্ভাবনী সমাধানের লক্ষ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব প্রদান।

অভিলক্ষ্য

কাউন্সিল বিশ্বব্যাপী বিশেষজ্ঞদের আকর্ষণের জন্য ক্ষেত্র তৈরি করবে এবং বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার মাধ্যমে দেশীয় বিশেষজ্ঞ তৈরি করতে সহায়তা করবে। এটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি-বেসরকারি গবেষণা সংস্থা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত গবেষণায় দক্ষতা জোরদার করবে। এর পাশাপাশি জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের জন্য প্রযোজ্য প্রযুক্তি ও পদ্ধতিসমূহ গড়ে তুলতে বিভিন্ন উদ্যোক্তাদের সহায়তা করবে।

কাউন্সিলের মূলনীতি

বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল ইনোভেশন, ইনকিউবেশন এবং অট্টোপ্রন্যারশিপ (I2E)-এ তিনটি মূলনীতি অনুসরণের মাধ্যমে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজ করে। দেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের চাহিদা মোতাবেক নতুন আকর্ষণীয় উদ্ভাবনী সমাধানসমূহ (Innovative Solutions) অনুসন্ধান, নতুন উদ্ভাবনী প্রযুক্তির পরীক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়নের নিমিত্ত একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যথাযথ পরিচর্যা বা উৎসাহদানের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদান এবং সর্বোপরি সফল উদ্ভাবনী প্রযুক্তির বাজারজাত করার লক্ষ্যে দেশি বা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে উদ্যোক্তাদের সংযোগ স্থাপনে সহযোগিতা করা।

কাউন্সিলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ

- দেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে গবেষণার প্রয়োজনকে তুলে ধরতে একটি আন্তর্জাতিক অনলাইন প্র্যাটফর্ম গড়ে তোলা এবং এই চাহিদা পূরণের জন্য আকর্ষণীয় উদ্ভাবনী সমাধানসমূহ অনুসন্ধান;
- জাতীয় জ্বালানি ও বিদ্যুৎ অবকাঠামোগত চাহিদা অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ গবেষণা ক্ষমতা শক্তিশালীকরণ এবং একত্রীকরণ;
- গবেষণা সহায়তা প্রদানের জন্য প্রশাসনিক ও আর্থিক সক্ষমতার উন্নয়ন;
- গবেষণা মঞ্জুরী এবং বৃত্তি কার্যক্রমে অর্থায়ন, সমন্বয় এবং পরিবীক্ষণ;
- গ্রাহকভিত্তিক এবং চাহিদাভিত্তিক যথাযথ প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সহায়তাকরণ;
- গবেষণা হতে প্রাপ্ত ফলাফল জনসাধারণের মাঝে প্রচার করা;
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ ও গবেষণালব্ধ ফলাফল বাস্তবায়ন;
- বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণা সংক্রান্ত অবকাঠামো উন্নয়ন; এবং
- এ সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, গবেষক ও সরকারি কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

- জাতীয় প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিচালনা এবং এর সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে প্রায়োগিক গবেষণা কাজে উৎসাহ প্রদান এবং উক্ত গবেষণা কার্যের সমন্বয় সাধন;
- জাতীয় বা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক ও বিজ্ঞানীদের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংক্রান্ত গবেষণা কাজে সম্পৃক্তকরণ;
- গবেষণালব্ধ ফলাফল ও এর প্রয়োগ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বা কর্মশালার আয়োজন এবং এতদসংশ্লিষ্ট প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাগার ও গবেষণাগার স্থাপনসহ এতে নিয়োজিত গবেষকগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষার কার্যক্রম গ্রহণ;
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে প্রায়োগিক গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ; এবং
- এ বিষয়ক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা।

কাউন্সিলের গবেষণা ক্ষেত্রসমূহ

৭টি গবেষণা ক্ষেত্র নিয়ে কাউন্সিল কাজ করে-

- Responsible Energy Conservation
- Energy Efficiency and Demand Management
- Renewable Energy
- Conventional Energy
- Transmission and Distribution Integration and Infrastructure
- Energy, Environment and Socio-economic Impact Analysis
- Energy Storage
- Solar PV module cleaning
- Loss reduction in natural gas T&D system including leakage detection and monitoring
- Management of low pressure problem in gas T&D system during the winter

বিভিন্ন কর্মশালা/ সিম্পোজিয়াম ও সেমিনার আয়োজন

- বিইপিআরসি কর্তৃক ৩০ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে 'Solid waste Valorization through waste to Fuel Conversion' শীর্ষক কর্মশালা বুয়েটের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়।
- বিইপিআরসি কর্তৃক ২১ মে ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে 'Fourth Industrial Revolution: Challenges and Smart Solutions in the Power Sector of Bangladesh' শীর্ষক কর্মশালা বিইপিআরসি'র কনফারেন্স কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।
- বিইপিআরসি কর্তৃক ০১ জুন ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে 'Status and Prospects of Power and Renewable Energy in the South-West Region of Bangladesh' শীর্ষক সেমিনার খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট) এ অনুষ্ঠিত হয়।
- বিইপিআরসি কর্তৃক ১৪ জুন ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে 'Policy and Regulatory Environments for Smart Meters and Opportunities and Challenges of Demand Side Management' শীর্ষক কর্মশালা ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-তে অনুষ্ঠিত হয়।

- বিইপিআরসি কর্তৃক ১৫ জুন ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে 'Overview of Future Grid Research Project, Developed Smart Metering Systems, Substation Monitoring Systems, Web and Mobile App, Scaling Up Future Grid: Demand Sid Management' শীর্ষক কর্মশালা ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এর বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত হয়।
- বিইপিআরসি কর্তৃক ১৫ জুন ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে 'Overview of Future Grid Research Project, Developed Smart Metering Systems, Substation Monitoring Systems, Web and Mobile App, Scaling Up Future Grid: Demand Sid Management' শীর্ষক কর্মশালা ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এর কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়।
- বিইপিআরসি কর্তৃক ১৯ জুন ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে 'Blockchains and Secure Smart Grid: Challenges and opportunities for 4IR' শীর্ষক কারিগরি কর্মশালা বিইপিআরসি'র কনফারেন্স কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।



'Blockchains and Secure Smart Grid: Challenges and opportunities for 4IR'
শীর্ষক কারিগরি কর্মশালা

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক বিভিন্ন উদ্ভাবনী প্রকল্প পরিদর্শন

- গত ২৮ মে ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে Dhaka University of Engineering and Technology (DUET), গাজীপুরে বাস্তবায়িত Solar based Hybrid Cold Storage System (SBHCS) বিষয়ক উদ্ভাবনী প্রকল্পটি পরিদর্শন করা হয়।
- ৩০ মে ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে Jessore University of Science & Technology (JUST), যশোর এ চলমান Production of hydrogen energy from water in presence of light using catalyst এবং Electrical peak demand and power quality management through IoT-based smart meter শীর্ষক দুটি প্রকল্পটি পরিদর্শন করা হয়।
- ৩১ মে ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল (বিইপিআরসি)-এর অর্থায়নে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট) 'Sludge to Oil (SOIL): Production of Oil from Waste-Sludge through Hydrothermal Liquefaction' শীর্ষক প্রকল্পটি পরিদর্শন করা হয়।
- ১২ জুন ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে চলমান 'Renewable Hydrogen Generation with Carbon Recycling (ReHyCaRe) from Biogenic Residues of Bangladesh' শীর্ষক উদ্ভাবনী প্রকল্পটি পরিদর্শন করা হয়।

অন্যান্য কার্যক্রম

- বঙ্গবন্ধু কর্নারে স্থাপিত লাইব্রেরী ডিজিটাইলিজেশনের লক্ষ্যে লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে।
- 'ইনোভেশন', 'ইনকিউবেশন', 'অনুপ্রানারশিপ' এবং 'গবেষণাগার স্থাপন ও উন্নয়নে অর্থায়ন সম্পর্কিত' গাইড লাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাউন্সিলের গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাব দাখিল ও মূল্যায়নের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম দ্রুততা ও স্বচ্ছতার সাথে করার নিমিত্ত web-portal নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে Digital Attendance System (Finger Print) স্থাপন করা হয়েছে।
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংক্রান্ত বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তিগত তথ্য সম্বলিত BEPRC informatics শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।
- বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি যথাসময়ে স্বাক্ষর করা হয়েছে।



বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, বিপিএএ-এর সাথে বিইপিআরসি'র চেয়ারম্যান এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এপিএ স্বাক্ষর। তারিখ: ২৫ জুন ২০২৩

টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা)

২০১২ সালের ৪৮ নং আইন দ্বারা 'টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ' (শ্রেডা) গঠিত হয় এবং ২০১৪ সালের ২২ মে কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম শুরু হয়। জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার, জ্বালানি সাশ্রয় এবং সম্ভাবনাময় টেকসই জ্বালানির ক্রমাগত অনুসন্ধানের মাধ্যমে এসডিজি-৭ এর জ্বালানি নিরাপত্তা সংক্রান্ত লক্ষ্য অর্জনে শ্রেডা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

রূপকল্প

টেকসই জ্বালানি উন্নয়ন, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে একটি জ্বালানি সচেতন সমাজ গঠন।

অভিলক্ষ্য

জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়ন ও প্রসার, জ্বালানির দক্ষ ব্যবহার, জ্বালানি সাশ্রয়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ এবং নতুন সম্ভাবনাময় টেকসই জ্বালানির ক্রমাগত অনুসন্ধান।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়নে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি
২. জ্বালানি সাশ্রয় ও সংরক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ
৩. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

কার্যাবলি

১. বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সংরক্ষণ এবং দক্ষ ব্যবহার সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
২. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান এবং জ্বালানি ও বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী যন্ত্রপাতি প্রমিতকরণসহ লেবেলিং এর ব্যবস্থাকরণ;
৩. জ্বালানি ব্যবহারকারী যন্ত্রপাতির মান নিরূপণ ও প্রত্যয়ন প্রদানের লক্ষ্যে পরীক্ষাগার স্থাপন বা স্থাপনে সহায়তা প্রদান;
৪. জ্বালানি সংরক্ষণ ও দক্ষ ব্যবহার সংক্রান্ত উন্নয়ন কাজে উৎসাহ প্রদান এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
৫. জ্বালানি সাশ্রয়ী ইমারত নির্মাণ বিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান;
৬. জ্বালানি ব্যবস্থাপক ও জ্বালানি নিরীক্ষক নিয়োগ এবং স্বীকৃত জ্বালানি নিরীক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের লক্ষ্যে মান ও যোগ্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রবিধান প্রণয়ন;
৭. সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে জ্বালানি সংরক্ষণ ও দক্ষ ব্যবহার বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কাজের সমন্বয় সাধন এবং বেসরকারি পর্যায়ে টেকসই জ্বালানির বাণিজ্যিক বাজার গড়ে তোলা;
৮. টেকসই জ্বালানি উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন, বিধি-বিধান প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান;
৯. জ্বালানি অদক্ষ যন্ত্রপাতি চিহ্নিতকরণ এবং উৎপাদন, আমদানি ও বিক্রয় বন্ধ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
১০. জ্বালানি ব্যবহারকারী বিভিন্ন গ্রাহক বা গ্রাহক শ্রেণিকে 'ডেজিগনেটেড কনসিউমার' হিসেবে ঘোষণার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
১১. নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রযুক্তির খতিয়ান (Inventory) প্রস্তুত ও হালনাগাদকরণ এবং ভৌগোলিক অবস্থান চিহ্নিতকরণসহ বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপযুক্ততা যাচাইপূর্বক আহরণের সম্ভাব্যতা নিরূপণ;
১২. নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;



North South University (NSU)-তে অনুষ্ঠিত 'Net Metering Rooftop Solar in Bangladesh' শীর্ষক কর্মশালা।
তারিখ: ৩০ মে ২০২৩

১৩. নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
১৪. নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থের উৎস চিহ্নিতকরণে সহায়তা প্রদান এবং এই খাতে বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে প্রণোদনামূলক আর্থিক সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা;
১৫. নবায়নযোগ্য জ্বালানির ট্যারিফ নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের সাথে আলোচনাপূর্বক বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ;
১৬. সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কাজের সমন্বয় সাধনে সরকারকে সহযোগিতা প্রদান;
১৭. নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালাসহ স্রোড আইনের আওতায় নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান; এবং
১৮. বিধি দ্বারা বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।



পাওয়ার সেল

বিদ্যুৎ খাত সংস্কার সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সত্বর সিদ্ধান্তক্রমে ১৯৯৬ সালে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় 'পাওয়ার সেল' গঠন করা হয়। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার আলোকে সময়োপযোগী নতুন আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান নীতিমালা হালনাগাদকরণ, বিদ্যুৎ খাত সংস্কার সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকিকরণ, বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত দরপত্র দলিল ও সিকিউরিটি প্যাকেজ প্রণয়ন, দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ, বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে বিভিন্ন সমীক্ষা পরিচালনা, আইসিটি ও ই-গভর্নেন্সসহ যাবতীয় কারিগরি বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগকে সহযোগিতা প্রদান, বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন সংস্থাসমূহের সিস্টেম লস ও বকেয়া হ্রাসকরণ কার্যক্রম তদারকিকরণসহ পারফরম্যান্স পরিবীক্ষণ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব পাওয়ার সেলের উপর অর্পণ করা হয়।

উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব

১. বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার আলোকে সময়োপযোগী নতুন আইন/বিধিমালা/নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন এবং নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ খাতের সকল নীতিমালা হালনাগাদকরণ;
২. বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার বিষয়ে বিভিন্ন সমীক্ষা ও সুপারিশমালা প্রণয়ন;
৩. বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ও নতুন সংস্থা/কোম্পানি গঠনে সহায়তা প্রদান;
৪. বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের দরপত্র প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ;
৫. বিদ্যুতের চাহিদা নিরূপণ ও বাজার বিশ্লেষণ;
৬. বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
৭. বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বেসরকারি খাতের যোগাযোগের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা ও আত্মহী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান;
৮. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ, পর্যালোচনা ও করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়ন;
৯. বিদ্যুৎ খাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, পেপারলেস অফিস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান;
১০. বিদ্যুৎ খাতে সমন্বিত ইআরপি দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ, বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম তদারকিকরণ;



মহাপরিচালক, পাওয়ার সেল জনাব মোহাম্মদ হোসাইন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিদ্যুৎ খাতে বাস্তবায়নাবীন সমন্বিত ইআরপি এর নতুন মডিউল/সারমডিউল বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক সভা। তারিখ: ২৪ নভেম্বর ২০২২

১১. পরিবেশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
১২. বিদ্যুতের দক্ষ ও সাশ্রয়ী ব্যবহার সংক্রান্ত কার্যক্রম শনাক্তকরণ ও বাস্তবায়নের সুপারিশ প্রণয়ন;
১৩. বিদ্যুৎ খাতের নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তি ব্যবহারে সহায়তা প্রদান;
১৪. বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, অটোমেশন, আন্তঃসংস্থা দেনা-পাওনা, সিস্টেম লস হ্রাস ও বকেয়া হ্রাসকরণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
১৫. বিদ্যুৎ খাতের পারফরম্যান্স সুষ্ঠুভাবে পরিবীক্ষণ করার লক্ষ্যে প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;
১৬. এনার্জি অডিটিং নিশ্চিতকরণ;
১৭. বিদ্যুৎ খাত সংক্রান্ত ডাটাবেইজ এর হালনাগাদকরণ ও সম্প্রসারণ;
১৮. বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের নিমিত্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন; এবং
১৯. বিদ্যুৎ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

পাওয়ার সেলের মাধ্যমে বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন 'টিএ ফর স্ট্রেনদেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব সাসটেইনেবল পাওয়ার সেক্টর ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পের আওতায় গৃহীত সমীক্ষা কার্যক্রম:

উল্লেখযোগ্য বাস্তবায়িত সমীক্ষা কার্যক্রম

- 'Market Survey on Different types of Filters used in Power Plants in Bangladesh' শীর্ষক সমীক্ষার মাধ্যমে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত ফিল্টারের জন্য জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে;
- 'Feasibility Study for Multipurpose use of Land for Renewable Energy Project in Bangladesh' শীর্ষক সমীক্ষার মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে জমির বহুমুখী ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হয়েছে;



'Multipurpose use of Land for Renewable Energy Project in Bangladesh' শীর্ষক সমীক্ষার চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ওপর কর্মশালায় প্রধান অতিথি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এমপি ও অন্যান্য অংশগ্রহণকারীবৃন্দ। তারিখ: ১৪ মার্চ ২০২৩

- বিমস্টেকভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বিদ্যুৎ আমদানি/রপ্তানি কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত 'Transmission of Electricity' ও 'Trade, Exchange of Electricity and Tariff Mechanism' বিষয়ক খসড়া পলিসি প্রণয়ন;
- বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ভারতের কাটিহার-পার্বতীপুর-বরনগর এলাকায় ৭৬৫ কেভি হাইভোল্টেজ বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন স্থাপনে পিজিসিবি-কে পরামর্শের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় আইনি সেবা প্রদান।

উল্লেখযোগ্য বাস্তবায়নাত্মক সমীক্ষা কার্যক্রম

- 'Technical Study for Innovative Designing of Grid Transmission Tower Using Optimum Area of Land' শীর্ষক সমীক্ষা;
- 'Setting up Electrical Testing Laboratory' শীর্ষক সমীক্ষা;
- 'Customer Satisfaction Survey with Recommendation of Quality Power Supply including SAIDI/SAIFI' শীর্ষক সমীক্ষা;
- Boston Consulting Group (BCG) এর মাধ্যমে 'Technical Assistant for the Smart Grid Road Map in Bangladesh Phase-2' শীর্ষক কার্যক্রম।

উল্লেখযোগ্য প্রক্রিয়াত্মক সমীক্ষা কার্যক্রম

- 'Strengthening BREB for Sustainable Rural Electrification (RE) System' শীর্ষক সমীক্ষা;
- 'Feasibility and associated studies for Transmission Grid Enhancement and Modernization Project of PGCB' শীর্ষক সমীক্ষা;
- 'Examine and Assess Socio-economic & Environmental Impacts with Due Diligence and Challenges for Implementation of 765 KV Cross Border Line between Katihar and Bornagar Using Bangladesh Territory' শীর্ষক সমীক্ষা;
- 'Impact on Power System in South-western part of the country due to Padma Multipurpose Bridge' শীর্ষক সমীক্ষা;
- 'Detailed Feasibility Studies at Jamalpur Char Area' শীর্ষক সমীক্ষা;
- 'Feasibility Study (including ESIA) for approximate 70 MW (AC) Grid-tied Solar Power Project at Matarbari, Cox's Bazar' শীর্ষক সমীক্ষা কার্যক্রম।



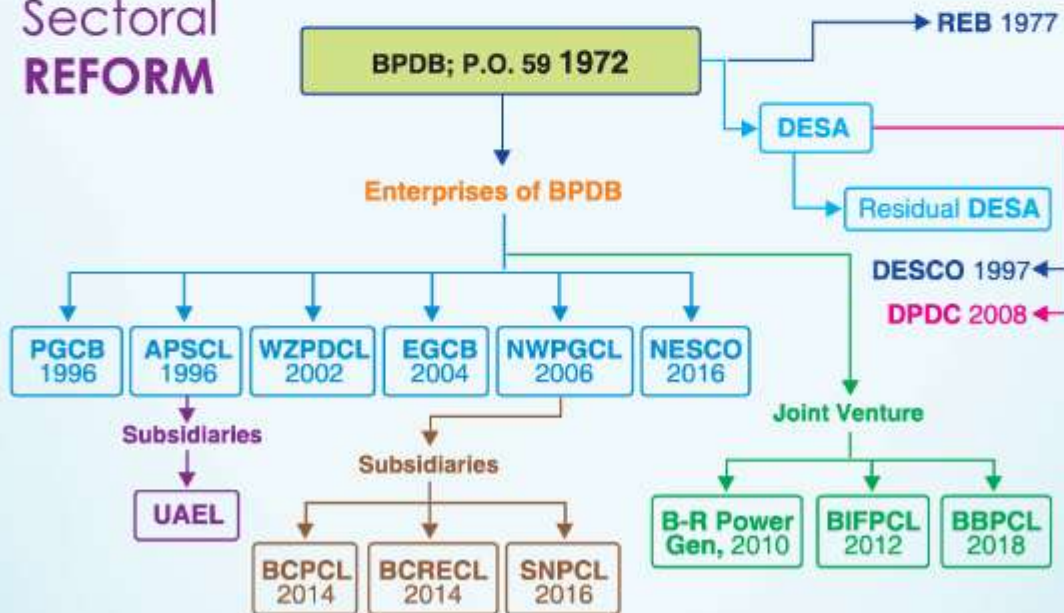
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো) বিদ্যুৎ খাতের প্রাচীনতম এবং প্রধান সংস্থা। ১৯৭২ সালের ৩১ মে তৎকালীন ওয়াশিংটনকে বিভক্ত করে প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার ৫৯ (PO 59) এর মাধ্যমে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ফলে সমগ্র দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের দায়িত্ব অর্পিত হয় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর ওপর। স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষকে বিদ্যুৎ সেবা প্রদানের পথ পরিক্রমায় সংস্থাটিকে পাড়ি দিতে হয়েছে নানা চড়াই উৎরাই। দেশের শতভাগ মানুষকে বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত করতে নিরন্তর কাজ করছে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।

পরবর্তীতে সংস্কার কর্মসূচির আওতায় পল্লী এলাকায় বিদ্যুতের সরবরাহ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (REB) গঠিত হয়। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাভুক্ত রাজধানী ঢাকা এবং এর আশেপাশের জেলাগুলোতে বিদ্যুতের ব্যবহার সৃষ্টি ও সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য ১৯৯১ সালে বৃহত্তর ঢাকা এলাকার জন্য ঢাকা বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্তৃপক্ষ (DESA) গঠিত হয়। ১৯৯৭ সালে ডেসার একাংশ নিয়ে ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (DESCO) গঠন করা হয়। ২০০৮ সালে ডেসার সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (DPDC) যাত্রা শুরু করে।

সংস্কার কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কিছু কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন কোম্পানিতে হস্তান্তর করা হয়। যেমন, ১৯৯৬ সালে কোম্পানি আইনের অধীনে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (PGCB) গঠিত হয় এবং সঞ্চালন সিস্টেমের পূর্ণ দায়িত্ব এর ওপর ন্যস্ত হয়। ১৯৯৬ সালে আওগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি (APSCL), ২০০২ সালে বৃহত্তর খুলনা ও বরিশাল বিভাগ নিয়ে পশ্চিমাঞ্চল বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি (WZPDCL), ২০০৪ সালে ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ (EGCB), ২০০৬ সালে নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি (NWPGL) এবং ২০১৬ সালে নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (NESCO) গঠন করা হয়। বাবিউবো হতে সৃষ্ট নবগঠিত এসকল কোম্পানি বাবিউবোর সাবসিডিয়ারি কোম্পানি হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে।

Sectoral REFORM



রূপকল্প

সকলের নিকট নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া।

অভিলক্ষ্য

টেকসই উন্নয়ন ও গ্রাহকের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুতের অব্যাহত প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা।

উদ্দেশ্য

- বিদ্যুৎ খাতে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে নিয়োজিত থাকা;
- বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ এবং প্রাথমিক ও বিকল্প জ্বালানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রাহকদের নিকট নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কর্মপরিবেশে দলগত কর্মোদ্দীপনা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে উৎসাহিত করা; এবং
- কর্মচারীদের চিন্তাশক্তি, মেধা এবং মূল্যবোধের বিকাশকে উৎসাহিত করা।

জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার সুদৃঢ় নেতৃত্বে এগিয়ে যাওয়া আজকের বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের অন্যতম উৎস বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ খাতের প্রধান সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড সামনের সারিতে থেকে সরকারের সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সার্থকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাবিউবো নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, Single Buyer হিসেবে সরকারি ও বেসরকারি কোম্পানি হতে বিদ্যুৎ ক্রয়, নিজস্ব বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন ও নিজস্ব এলাকায় বিতরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ, নবায়ন, সংরক্ষণ এবং নিরবচ্ছিন্ন মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রমে গুণগত মান বজায় রেখে বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও বিতরণ ব্যবস্থা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা নিশ্চিতকরণ ও মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে সর্বোচ্চ পেশাগত সেবা নিশ্চিতকরণেও সংস্থাটি কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ খাতে আধুনিক প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে উন্নত গ্রাহক সেবা প্রদানের জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধকরণসহ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, সংস্থাটি নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি Single Buyer হিসেবে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করছে। একইসাথে Single Seller হিসেবে উৎপাদিত বিদ্যুৎ আরইবি, ডিপিডিসি, ডেসকো, গুজোপাডিকো এবং নেসকো-এই বিতরণ সংস্থাগুলোসহ বাবিউবো'র নিজস্ব বিতরণ অঞ্চলের চাহিদার আলোকে BERC/সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বাস্তব ট্যারিফে বিদ্যুৎ বিক্রয়ের দায়িত্ব পালন করছে।

বিদ্যুৎ খাতে সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বিকল্প তথা নতুন উৎসের সন্ধান, উন্নয়ন ও বিদ্যুতের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে তা বাস্তবায়ন করা বাবিউবো'র একটি অন্যতম দায়িত্ব। এছাড়া সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিতকরণসহ ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে রূপান্তর করতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৬০,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করার লক্ষ্যে সংস্থাটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাবিউবো'র বিদ্যুৎ উৎপাদন খাত

বিদ্যুৎ খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিগত জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত নতুন ১৫২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে ২০,৪০৮ মেগাওয়াট এবং আমদানিকৃত বিদ্যুতের মাধ্যমে ২,৬৫৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে বাবিউবো'র অর্জন হিসেবে নিজস্ব সরকারি খাতে ৪,১৪৮ মেগাওয়াট, যৌথ উদ্যোগে ৯২৯ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ১০,১৫৭ মেগাওয়াট এবং বিদ্যুৎ আমদানি ২,৬৫৬ মেগাওয়াট অন্তর্ভুক্ত। মোট ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রায় ৭৮% বাবিউবো'র সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।

চলমান বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম

উৎপাদন খাতে চলমান প্রকল্প

- ঘোড়াশাল ইউনিট-৪ রিপাওয়ারিং (ক্ষমতা বৃদ্ধি) বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প
- ঘোড়াশাল ইউনিট-৩ রিপাওয়ারিং (ক্ষমতা বৃদ্ধি) বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প
- খুলনা ৩৩০ মেগাওয়াট ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প
- সৈয়দপুর ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প
- রাউজান, চট্টগ্রাম ৪০০±১০% মেগাওয়াট সিসিপিপি নির্মাণ প্রকল্প
- সিরাজগঞ্জ ২ মেগাওয়াট বায়ুভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প
- বরিশাল ১ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প
- কাগুই ৭.৬ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প
- বড়পুকুরিয়া ২০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প
- রানুনিয়া ৫০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প

উৎপাদন খাতে পরিকল্পনাধীন প্রকল্প

- সিঙ্ক্রিগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি নির্মাণ প্রকল্প
- হরিপুর ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প
- ঘোড়াশাল ২২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প
- ভেড়ামারা ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প
- মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প
- মহেশখালি ৩x১২০০ মেগাওয়াট এলএনজি ভিত্তিক সিসিপিপি নির্মাণ প্রকল্প
- মহেশখালি ১৬০-২৫০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প
- সোনাগাজী, ফেনী ৮২.৫০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প
- বরিশাল ২ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফেইস-১) নির্মাণ প্রকল্প
- বরিশাল ২ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফেইস-২) নির্মাণ প্রকল্প
- পার্কি বিচ ১০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

বিদ্যুৎ বিতরণ খাত

বাবিউবো বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি দেশের চারটি শহরাঞ্চলে (চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট ও ময়মনসিংহ) বিদ্যুৎ বিতরণের সাথেও সংশ্লিষ্ট রয়েছে। সংস্থাটি তার আওতাধীন অঞ্চলসমূহে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে; এর ফলে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণের ক্ষেত্রে সংস্থাটির উল্লেখযোগ্য সাফল্য নীচের সারণীতে দেখানো হলো:

ক্রমিক	বিষয়	২০০৯	২০২৩ (স্থল)
০১	বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা	১৯.২ লক্ষ	৩৯ লক্ষ ৫২ হাজার
০২	মোট বিতরণ লাইন (কি.মি.)	২৯ হাজার	৪৯ হাজার ৫১৭
০৩	বিতরণ লস	১৩.৫৭%	৭.৯২%

জাতীয়ভাবে বিতরণ সিস্টেম লস ২০০৯ সালের শুরু ১৪.৩৩% হতে হ্রাস করে ২০২২-২৩ অর্থবছরের শেষে ৭.৬৫% এ আনা সম্ভব হয়েছে। সরকারের যোগ্য নেতৃত্ব, দ্রুততম সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং এ খাতে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডসহ সকল বিতরণ সংস্থার প্রচেষ্টার ফলে এ সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

চলমান বিতরণ খাতের উন্নয়ন কার্যক্রম

বাবিউবো'র বিতরণ অঞ্চলসমূহে (চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট ও ময়মনসিংহ) মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে বিতরণ প্রকল্প গ্রহণ করেছে যা বর্তমানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া, বাবিউবো হতে রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চল পৃথক হয়ে NESCO গঠিত হলেও ঐ অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে 'বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, রাজশাহী জোন' ও 'বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, রংপুর জোন' শীর্ষক দুটি প্রকল্প বাবিউবো বাস্তবায়ন করছে।



বিদ্যুৎ ভবনের মুক্তি হলে অনুষ্ঠিত মোংলা ৫৫ মেগাওয়াট বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্পের পিপিএ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।
তারিখ: ৪ সেপ্টেম্বর ২০২২

বিতরণ খাতে চলমান প্রকল্প

- গ্রিডেইড মিটারিং ফর ডিস্ট্রিবিউশন এ্যাট কুমিল্লা এন্ড ময়মনসিংহ
- বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, সিলেট জোন
- তিন পার্বত্য জেলা বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প
- বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, ময়মনসিংহ জোন
- বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, কুমিল্লা জোন
- বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, চট্টগ্রাম জোন (২য় পর্যায়)
- হাতিয়া দ্বীপ, নিখুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন প্রকল্প
- স্মার্ট গ্রিড-পেমেট মিটারিং প্রজেক্ট ইন ডিস্ট্রিবিউশন জোনস্ অব বিপিডিবি

অন্যান্য চলমান কার্যাবলি

ডিজিটাল সার্ভিস

বাবিউবো কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন ডিজিটাল সার্ভিসের বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো:

- কম্পিউটারাইজড বিলিং ও কাস্টমার একাউন্টিং সিস্টেম
- মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ (বিল-পে)

- গ্রি-পেমেণ্ট মিটার সিস্টেম
- স্মার্ট মিটার সিস্টেম
- স্ল্যাপ-শট মিটার রিডিং সিস্টেম
- ERP কার্যক্রম গ্রহণ
- অনলাইনে বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণ
- ই-টেভারিং
- টেন্ডার নোটিশ ও ডকুমেন্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশ
- অনলাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ
- বিদ্যুৎ বিল ও লেজার ওয়েবসাইটে প্রকাশ
- অনলাইন স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
- বিভিন্ন ইউটিলিটির বিদ্যুৎ বিল প্রস্তুতকরণ
- এএমআর পদ্ধতিতে বাস্ক গ্রাহকের রিডিং সংগ্রহ
- বাবিউবো'র ৪টি বিতরণ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত উপকেন্দ্রসমূহে Unified SCADA System স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ
- বাবিউবো'র ৪টি বিতরণ অঞ্চলকে GIS এর আওতায় আনার কার্যক্রম গ্রহণ।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

গৃহীত বিদ্যুৎ প্রকল্পসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন ও পরিচালনের লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গুণগত, মানসম্পন্ন ও গ্রাহকের জরুরীমার মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মানব সম্পদ উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাবিউবো মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য বর্তমানে প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বছরে ৬০ ঘন্টা করে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে তা ১০০ ঘন্টায় উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমানে সংস্থাটির আওতায় সারাদেশে ৭টি উন্নত মানের Training Center রয়েছে যার মাধ্যমে সামগ্রিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল প্রকল্প

বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, সিলেট জোন এর আওতায় সিলেট শহরের কিছু এলাকায় পাইলট ভিত্তিতে ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে যা ইতোমধ্যে প্রশংসিত হয়েছে। নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা তৈরির জন্য ভূগর্ভস্থ ক্যাবল নেটওয়ার্ক স্থাপন করার লক্ষ্যে সংস্থাটির আওতাধীন ৪টি বড় শহর চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট ও ময়মনসিংহে Underground Cable Distribution Network System স্থাপন এবং তা GIS সিস্টেমে অন্তর্ভুক্তকরণের নিমিত্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিদ্যুৎ খাত মহাপরিকল্পনা (PSMP) এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

বিদ্যুৎ খাত মহাপরিকল্পনা তৈরিতে বৈদেশিক পরামর্শকদের সাথে বাবিউবো প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে এবং বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখে। উল্লেখ্য, প্রথম PSMP হয়েছিল ১৯৮৫ সালে। তারপর ১৯৯৫, ২০০৬, ২০১০ ও ২০১৬ সালে PSMP প্রণীত হয়। পরবর্তীতে PSMP-2016 হালনাগাদ করে Revisiting PSMP-2016 প্রণীত হয় যার সঙ্গে বাবিউবো সরাসরি সম্পৃক্ত ছিল। বর্তমানে PSMP-2016 হালনাগাদ করে IEPMP প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে এ সংস্থাটি ওতপ্রোতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া ১ম থেকে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে সংস্থাটি ভূমিকা রেখেছে। অষ্টম-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংস্থাটির ভূমিকা অধিকতর জোরদার করা হয়েছে। SDGs এ বাবিউবো'র সরকারি ও বেসরকারি খাতের প্রকল্পসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা বাস্তবায়নে সংস্থাটি কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত NDC প্রণয়নে বাবিউবো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।

গুদ্বাচার চর্চা

সরকার ক্ষুধা, বেকারত্ব, দারিদ্রমুক্ত ও বহুমাত্রিক টেকসই উন্নয়ন ও সর্বস্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রশাসনের সকল পর্যায়ে গুদ্বাচার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাবিউবো একটি সেবাদানকারী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার জন্য নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দুর্নীতি দমন ও গুদ্বাচার প্রতিপালনের জন্য সংস্থাটি জাতীয় গুদ্বাচার কৌশল বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে যার ইতিবাচক ফলাফল দৃশ্যমান।



বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর।
বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, বিপিএএ-এর সভাপতিত্বে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এমপি।

তারিখ: ২৫ জুন ২০২৩

প্রায় ১৭ কোটি মানুষের দেশে শ্রিভিত্তিক ২৪,৯১১ মেগাওয়াট স্থাপিত ক্ষমতার বিদ্যুৎ তুলনামূলক বিচারে বেশি নয় তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো গত ১৫ বছরে বিদ্যুৎ এর স্থাপিত ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৫ গুণের বেশি হয়েছে। বিদ্যুতের এ অর্জন তৈরি পোশাক শিল্প, বাণিজ্যিক এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম, সেচ সুবিধার মাধ্যমে কৃষি খাত, বিপণন ও প্রক্রিয়াকরণ, বাণিজ্য, যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, টেলিকমিউনিকেশন এবং অন্যান্য সেবা খাতের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, যার ফলে দেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। এত অল্প সময়ে শ্রিডের স্থাপিত ক্ষমতা প্রায় ৫ গুণের বেশি উন্নীত করতে সক্ষম হওয়া অবশ্যই বিদ্যুৎ খাতে বাবিউবো'র একক উৎপাদন ও Single Buyer হিসেবে দক্ষ ভূমিকা প্রমাণ করে। সংস্থাটি আগামীতেও এ ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে এবং দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাবে।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো)

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB) ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭৮ সালে সংস্থাটি কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে ২০১৩ সালের ৫৭ নং আইন 'পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড আইন, ২০১৩' অনুসারে বিদ্যুৎ, জ্বালানি এবং খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের অধীন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে এটি পরিচালিত হচ্ছে। সংস্থাটি ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে ঘরে ঘরে নিরবচ্ছিন্ন, সশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ইতোমধ্যেই পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে যথাযথ ব্যবস্থাপনা, গুণগত সেবা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় ৮০% গ্রামাঞ্চলে এ প্রতিষ্ঠান সফলভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজে নিয়োজিত আছে। পল্লী বিদ্যুতের ২০০৮ সালের গ্রাহক সংখ্যা ৭৪ লক্ষ থেকে বর্তমানে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ এবং বিদ্যুতায়নের হার ২৮% থেকে ১০০% এ উন্নীত হয়েছে। দেশ এখন শতভাগ বিদ্যুতায়িত। ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ভৌগোলিক এলাকায় টেকসই, গুণগতমান সম্পন্ন, সশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাপবিবো নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আধুনিক বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাপবিবো-তে বিদ্যমান ৩৩ কেভি, ১১ কেভি, ৬.৩৫ কেভি, ০.৪০০ কেভি ও ০.২৩০ কেভি লাইনকে জিআইএস এ আনা হচ্ছে। আগামী ২০২৮-২৯ অর্থবছর পর্যন্ত মোট জিআইএস কাজ সম্পন্ন হবে ৪,৩৪,৮৪২ কি.মি।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB)-এর আওতাধীন খ্রিডভুক্ত এলাকায় ৪৬১টি উপজেলা এবং অফখ্রিডভুক্ত এলাকায় পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালী উপজেলাসহ ১০৫৯টি গ্রাম রয়েছে। BREB-এর আওতায় অফখ্রিডভুক্ত ১০৫৯টি গ্রামে প্রায় ২ লক্ষ গ্রাহক রয়েছে। অফখ্রিডভুক্ত ১০৩০টি গ্রামের ৯০টি স্থানে সাবমেরিন ক্যাবলের দ্বারা নদী ক্রসিং করে ১৬টি উপকেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রাহক সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। উল্লিখিত গ্রাহকসমূহকে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের জন্য প্রায় ৭৫০০ কি.মি. ওভারহেড লাইন নির্মাণ করা হয়। তাছাড়া, অফখ্রিডভুক্ত অতি প্রত্যন্ত ও দুর্গম ২৯টি গ্রামের প্রায় ৫৭১৭ জন গ্রাহককে সোলার হোম সিস্টেমের আওতায় আনার মাধ্যমে শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন করা হয়।

ভিশন

বাংলাদেশের সকল জনগণের জন্য গুণগত মানের বিদ্যুৎ সেবা প্রদান নিশ্চিত করা।

মিশন

২০৩০ সালের মধ্যে দেশের সকল জনগণের জন্য সশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই এবং আধুনিক বিদ্যুৎ সেবা নিশ্চিত করা।

এক নজরে বাপবিবো (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

- বাপবিবো (৮০টি পবিসসহ) মোট জনবল : ৩১,৩১৪ জন
- পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি : ৮০টি
- গ্রাহক সংখ্যা : ৩,৫০,৩২,৭৬০ জন
- বিদ্যুৎ সুবিধাভোগী : ১০০%
- বিদ্যুতায়িত বিতরণ লাইন : ৫,৪২,৮৯৪ কি.মি.
- উপকেন্দ্রের সংখ্যা (৩৩/১১ কেভি) : ১,২৯৯টি
- উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ) : ১৭,৪৭০ এমভিএ
- বাপবিবো'র সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা : ৯,৮০১ মেগাওয়াট
- বাপবিবো'র সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ প্রাপ্তি : ৮,৮৬৩ মেগাওয়াট
- সিস্টেম লস : ৮.৫৬%

বিদ্যুৎ উৎপাদন ও প্রাপ্তি সম্পর্কিত তথ্য

বিষয়	বিদ্যুৎ উৎপাদন (মেগাওয়াট)
জাতীয় সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন	১৫,৬৪৮
বাপবিবো হতে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা	৯,৮০১
বাপবিবো'র সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ প্রাপ্তি	৮,৮৬৩

পূর্ববর্তী ৩০ বছর বনাম বর্তমান সরকারের ১৫ বছরের সাফল্যের তুলনামূলক চিত্র (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

বিবরণ	১৯৭৮-২০০৮ (৩০ বছর)		২০০৯-২০২৩ (১৫ বছর)		বছরভিত্তিক তুলনা
	মোট	প্রতি বছরের গড়	মোট	প্রতি বছরের গড়	
গ্রাহক সংযোগ	৭৪ লক্ষ	২ লক্ষ ৪৬ হাজার	২ কোটি ৭৪ লক্ষ	১৯.৫ লক্ষ	৭.৯৩ গুণ বৃদ্ধি
লাইন নির্মাণ (কি.মি.)	২ লক্ষ ১৭ হাজার	৭ হাজার ৩ শত	৩ লক্ষ ১৭ হাজার	২২.৬৯ হাজার	৩.১৪ গুণ বৃদ্ধি
উপকেন্দ্র নির্মাণ (এমভিএ)	৪৬৫০	১৫৫	১২৮২০	৯১৬	৫.৯১ গুণ বৃদ্ধি
উপকেন্দ্র নির্মাণ (টি)	৪৯৭	১৭	৮০২	৫৭	৩.৪৬ গুণ বৃদ্ধি
বিদ্যুৎ সরবরাহ (মে.ও.)	২০০০	-	৯৮০১	-	৪.৯০ গুণ বৃদ্ধি
সিস্টেম লস (%)	১৮%	-	৮.৫৬%	-	৯.৪৪% হ্রাস

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাপবিবো'র এপিএ বাস্তবায়নের চিত্র (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
নতুন গ্রাহক সংযোগ (আবাসিক)	৮ লক্ষ	১০.৬৫০৭ লক্ষ
প্রিপেইড মিটার স্থাপন	২ লক্ষ	২ লক্ষ
বিতরণ লাইন নির্মাণ/আপগ্রেডেশন (কি.মি.)	৮,০০০	৯,৫৬৫ কি.মি
উপকেন্দ্র নির্মাণ/আপগ্রেডেশন (টি)	১০	২১
এডিপি ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	৭০,৩৯৭.০০	৬৮,০২৪.৬২, ৯৬.৬৩%
সিস্টেম লস	৯.৬৫%	৮.৫৬%
বকেয়া (মাস)	১.১৫	০.৯৮
বিল কালেকশন রেশিও	৯৮%	৯৯.২৬%
গড় প্রশিক্ষণ (জনঘন্টা)	৭০	১২৩

এডিপি বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক বিগত ৭ (সাত) বছরে এডিপি বাস্তবায়নের হার ছিল প্রায় ১০০%। সমাপ্ত অর্থবছরসহ বিগত ৬ (ছয়) অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ এবং বাস্তবায়নের অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপ:

অর্থ বছর	এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়ন
২০২২-২০২৩	৭০৩৯৭.০০	৯৬.৬৩%
২০২১-২০২২	২৩০৯.৮২	৯৯.৯৭%
২০২০-২০২১	৪১৯৬.৮৭	৯৭.৫৭%
২০১৯-২০২০	৬৮৩৪.৯০	৯৮.০১%
২০১৮-২০১৯	৯৩৮২.২৭	১০০%
২০১৭-২০১৮	৮৩৩০.৯৪	১০০%
২০১৬-২০১৭	৫৫৫৫.৭৮	১০০%

বাপবিবোর্ডের সিস্টেম লসের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

ক্রমিক	লক্ষ্যমাত্রা (%)	অর্জন (%)	পরবর্তী ৫ বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা (%)				
			২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮
০১	৯.৬৫	৮.৫৬	৮.৮৫	৯.০০	৯.০০	৮.৯৫	৮.৯০

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাপবিবোর্ডের সিস্টেম লস হ্রাসকরণের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ

- রাইট অব-ওয়ে ক্লিয়ারিং যথাযথকরণ;
- বিদ্যমান এলটি লাইন এইচটি লাইনে রূপান্তরকরণ;
- এইচটি গ্রাহককে মানসম্মত ভোল্টেজে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থাকরণ;
- ব্যাকফিড পরিহার করা;
- নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ সচল রাখা;
- লুজ কানেকশন নিরসনকরণ;
- নিউট্রাল কনটিনিউটি বজায় রাখা;
- পিটি আর্থিং যথাযথকরণ;
- এনালগ মিটারকে ডিজিটাল মিটার/ প্রি-পেইড মিটার দ্বারা প্রতিস্থাপনকরণ;
- ফিডার/ ফেজ ব্যালেন্সকরণ;
- মিটারের ফেজ মিসিং প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ;
- একাধিক সোর্স/ রিং ডিস্ট্রিবিউশন এর সংস্থানকরণ;
- পাওয়ার ফ্যাক্টর পর্যবেক্ষণ ও উন্নয়নকরণ;
- পিক লোড ম্যানেজমেন্ট করে লোড ফ্যাক্টর বৃদ্ধিকরণ;
- নিয়মিত এইচটি মিটার এর সিটি/ পিটির সংযোগ পরীক্ষাকরণ এবং
- বিতরণ লাইনে ফস্ট লোকেটর স্থাপন।

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাপবিবোর্ড

২০২২-২৩ অর্থবছরের সকল ধরনের নিয়োগের তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক	পদের নাম	নিয়োগের সংখ্যা
০১	১ম গ্রেড হতে ১০ম গ্রেড পর্যন্ত	১৮ জন
০২	১১তম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত	৩৯ জন
		মোট : ৫৭ জন

জুন ২০২৩ পর্যন্ত বাপবিবোর্ডের জনবল সংক্রান্ত তথ্যাবলী:

ক্রমিক	বিবরণ	সংখ্যা
০১	বাপবিবোর্ডের মোট দপ্তর/পরিদপ্তর	১১০
০২	মোট অনুমোদিত জনবল	১৬৮৫
০৩	কর্মরত মোট জনবল	১৩৯০
০৪	কর্মরত পুরুষ জনবল (কর্মকর্তা)	৬৭৭
০৫	কর্মরত নারী জনবল (কর্মকর্তা)	৮১
০৬	কর্মরত পুরুষ জনবল (কর্মচারী)	৫৮৯
০৭	কর্মরত নারী জনবল (কর্মচারী)	৪৩

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

ক্রমিক	বিবরণ
০১	৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত নিয়োজিত মোট জনবল: ২৯৯২৪ জন (ক) কর্মকর্তা: ১৬১৭ জন (খ) কর্মচারী: ২৮৩০৭ জন
০২	মোট অফিস সংখ্যা: (ক) সদর দপ্তর: ৮০টি (খ) জোনাল অফিস: ৩৩১টি (গ) সাব-জোনাল অফিস: ২০০টি (ঘ) এরিয়া অফিস: ১০৫টি (ঙ) অভিযোগ কেন্দ্র: ১২৩৩টি
০৩	৮০ টি পবিস-এ নিয়োজিত মোট কর্মকর্তা: ১৬১৭ জন কর্মকর্তা (পুরুষ): ১৫৬৩ জন কর্মকর্তা (মহিলা): ৫৪ জন
০৪	৮০ টি পবিস-এ নিয়োজিত মোট কর্মচারী: ২৮৩০৭ জন কর্মচারী (পুরুষ): ২৩৪২৮ জন কর্মচারী (মহিলা): ৪৮৭৯ জন
০৫	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিয়োগকৃত জনবল: ১৩৭৯ জন (ক) কর্মকর্তা: ৪৩ জন (খ) কর্মচারী: ১৩৩৬ জন

SDG ২০৩০, রূপকল্প ২০৪১, ডেলটা গ্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নে ও ৪র্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবিলায় দক্ষ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল

- আরই সিস্টেম-এ স্মার্ট গ্রিড, SCADA, GIS বাস্তবায়ন এবং সমিতির হেড অফিস, জোনাল, সাব জোনালসহ প্রতিটি অফিসে আইসিটি সেল গঠনের জন্য দক্ষ জনবল তৈরি;
- পদোন্নতিযোগ্য পদসমূহে যোগ্য প্রার্থীদের দ্রুত পদোন্নতি প্রদানের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকরণ;
- E/D-Nothi, ERP, GIS বাস্তবায়ন জোরদার করা;
- কাজের ক্ষেত্রে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আওতায় আনা এবং সঠিক পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং
- ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জনবলকে দক্ষ জনবল হিসেবে গড়ে তোলা।

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাপবিবো'র প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি

প্রতিষ্ঠানের নাম	মোট কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা	জনপ্রতি ৭০ ঘন্টা হিসেবে মোট প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা (জনঘন্টা = কর্মকর্তা-কর্মচারী x ৭০)	জুন ২০২৩ পর্যন্ত অর্জন (জনঘন্টা)
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	২৪,০৩৩	জনঘন্টা = ২৪,০৩৩ x ৭০ = ১৬,৮২,৩১০	২৭,৮৩,৮৮২

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবিলায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

ক্রমিক	কোর্সের নাম	প্রশিক্ষণ ঘণ্টা
০১	Artificial Intelligence in the Power Sector	২৬
০২	Big Data Analytics in Power Distribution System	২৬
০৩	The Internet of Things in the Power Sector	২৬
০৪	Robotics in Power Sector	২৬

SDG ২০৩০, রূপকল্প ২০৪১, ডেলটা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রশিক্ষণ পরিদপ্তরের কোর্সসমূহ

কোর্সের নাম	প্রশিক্ষণ ঘণ্টা
Sustainable Development Goals (SDGs)	১৮
Cyber Security	১৬
Cyber Security and Basic Ethical Hacking	৪১
Basic Training on Computer & Power Smart Distribution system for PBS Billing Assistant/Billing supervisor and re-mastering manpower	২৩
ই ফাইল ব্যবস্থাপনা	১৫
Computer Language and Programming (Using COBOL, FORTRAN, BASIC & Other Language)	৬০
Advanced Data Based Management	১২০
Basic Training on Pre-paid Metering System & Smart Grid	৫০
Sub-Station Automation SCADA (ASE, JE, AJE)	৩৮
Sub-Station Automation SCADA (LCI, LM)	৪৪
Application of Global Positioning System (GPS) and Introductory Geographic information system (GIS)	৪৫

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে চলমান প্রকল্প (৬টি)

ক্রমিক	প্রকল্পের শিরোনাম	মেয়াদ কাল
০১	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প	০১/০৭/২০১৮ হতে ৩১/১২/২০২৪
০২	বাপবিবোর্ বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (খুলনা বিভাগ)	০১/০৭/২০২১ হতে ৩০/০৬/২০২৫
০৩	বাপবিবোর্ বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (ঢাকা-ময়মনসিংহ বিভাগ)	০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৭
০৪	বাপবিবোর্ বিদ্যমান ৩৩/১১ কেভি পোল মাউন্টেড উপকেন্দ্রের নবায়ন ও আধুনিকায়ন (পর্যায়-১)	০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৬
০৫	বাপবিবোর্ বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (বরিশাল বিভাগ)	০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৬
০৬	পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় ৫ (পাঁচ) লক্ষ স্মার্ট গ্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন ও মিটার যোগাযোগের ব্যবস্থা স্থাপন	০১/০১/২০২৩ হতে ৩১/১২/২০২৫

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্প (২টি)

ক্রমিক	প্রকল্পের শিরোনাম	মেয়াদ কাল
০১	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ)	০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২২
০২	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ)	০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২২

গ্রাহক সন্তোষ্টি বৃদ্ধিতে বাপবিবো'র গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

- প্রতিটি ইউনিয়নে জিএম পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে গ্রাহক সমাবেশ করেন এবং তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধান করে থাকেন।
- সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির বিষয়ে সেবা গ্রহীতাদের/অংশীজনদের অবহিতকরণের জন্য প্রতিটি সমিতি প্রতি মাসে কমপক্ষে ৩টি সভার আয়োজন করে থাকে এবং তন্মধ্যে ১টি সভায় সংশ্লিষ্ট মনিটরিং পরিদপ্তরের ১ জন পরিচালক সভায় সভাপতিত্ব করেন।
- বাপবিবো ও সমিতিতে এতদবিষয়ক Focal Point নির্বাচন এবং Focal Point হিসেবে মনোনীত কর্মকর্তাগণের নাম Website এ প্রকাশ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে।
- খাদ্যশস্য এবং অর্থকরী ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে সেচ সুবিধার আওতা প্রসারের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন এবং কার্যকর সেচ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- গ্রাহকগণের জন্য বিদ্যুৎ সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রতিটি সমিতিতে One Point Service Centre চালু রয়েছে। এসকল One Point Service Centre এ গ্রাহকগণ হরানিমুক্ত বিদ্যুৎ সেবা গ্রহণ করে থাকেন।
- ভূমিহীন ও গৃহহীনদের পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ঘরে সমিতি নিজস্ব অর্থায়নে হাউজ ওয়্যারিং সম্পন্ন করে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হচ্ছে।
- শতভাগ বিদ্যুতায়নের জন্য অফগ্রিডভুক্ত এলাকায় বসবাসকারী অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সামাজিক দায়বদ্ধতা CSR দৃষ্টিকোণ থেকে সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে হাউজ ওয়্যারিং করে সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- গ্রাহক সংযোগ সহজীকরণ, দুর্নীতি ও হরানিমুক্ত গ্রাহক সেবা প্রদানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ' মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে ২৪/১২/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক উদ্ভাবনী উদ্যোগ 'আলোর ফেরিওয়ালা' কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতিটি সমিতিতে প্রতিদিন ন্যূনতম ১ (এক)টি করে 'আলোর ফেরিওয়ালা' টিম প্রস্তুত রাখা এবং উক্ত টিম সদর দপ্তর, জোনাল অফিস এবং সাব জোনাল অফিসসমূহের আওতাধীন বিদ্যুৎ সংযোগবিহীন গ্রাহকগণকে সংযোগ সেবা প্রদান করে থাকে।
- সেবা সহজীকরণ এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গত ১৫/০৯/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে উদ্ভাবনী উদ্যোগ পল্লী বিদ্যুতায়নের 'উঠান বৈঠক' কার্যক্রম শুরু হয় এবং 'উঠান বৈঠক' কার্যক্রম বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলা ব্যবস্থাপনায় বাপবিবো'র কার্যক্রম

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) 'ফণী', 'বুলবুল', 'আফান', 'ইয়াস' 'সিদ্দাহ' ও 'মোখা' এর মতো ৬ (ছয়)টি সুপার সাইক্লোন ঘূর্ণিঝড়ের মুখোমুখি হয়। এর আগে ২০০৭ সালে 'সিডর' ও ২০০৯ সালে 'আইলা' নামে আরো ২টি প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। এ সকল ঘূর্ণিঝড়ে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমূহের বিতরণ ব্যবস্থার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। তবে বাপবিবো'র পূর্ব প্রস্তুতিমূলক দিক নির্দেশনা, যথাসময়ে সঠিক প্রস্তুতি গ্রহণ এবং 'দুর্যোগে আলোর গেরিলা' কার্যক্রমের মাধ্যমে বাপবিবো'র নিয়ন্ত্রণাধীন পবিসসমূহের কঠোর পরিশ্রমের ফলে সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ অত্যন্ত সফলতার সাথে মোকাবিলা করে স্বল্প সময়ে বিশাল ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠে বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনর্বহাল করা সম্ভব হয়; যা প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়। দুর্যোগে বাপবিবো'র এ ধরনের কার্যক্রম সারাদেশে সর্বমহলে প্রশংসিত

গত ১৪ মে ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে সুপার সাইক্লোন ঘূর্ণিঝড় 'মোথা' বাংলাদেশের ওপর আঘাত হানে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে উপকূলীয় এলাকার ৩টি পবিসের (চট্টগ্রাম-১, কক্সবাজার ও মৌলভীবাজার) বিতরণ লাইন, পোল, বিতরণ ট্রান্সফরমার, ইন্সুলেটর ও মিটার এর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়; যার আর্থিক পরিমাণ প্রায় ৮৫ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা।

এছাড়া, গত ২৪ অক্টোবর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে ঘূর্ণিঝড় 'সিড্রাং' বাংলাদেশের ওপর আঘাত হানে। বয়ে যাওয়া ঝড়ে দেশব্যাপী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয় এবং সারাদেশের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা অনেকাংশে ভেঙ্গে পড়ে। এ ঝড়ে বাপবিবো'র নিয়ন্ত্রণাধীন ৪০টি পবিসের বিতরণ লাইন, পোল, ট্রান্সফরমার, মিটার ও কন্ডাক্টরসহ অন্যান্য মালামালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়; যার আর্থিক পরিমাণ প্রায় ১৮ কোটি ৫ লক্ষ টাকা।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় বাপবিবো'র গৃহীত পদক্ষেপ

দুর্যোগ পূর্ববর্তী সময়ে:

- (ক) এ বিষয়ে রেডিও/টেলিভিশনে প্রকাশিত সংবাদ সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা হয়;
- (খ) জনগণকে সতর্ক থাকার লক্ষ্যে মাইকিং, মোবাইল এসএমএস, স্থানীয় ডিস চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা চালানো হয়;
- (গ) হেঁড়া তার কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি থেকে দূরে থাকার জন্য জনসাধারণকে মোবাইল এসএমএস, স্থানীয় ডিস চ্যানেলের মাধ্যমে সতর্ক করা হয়। দুর্যোগ চলাকালীন সময়ে আতঙ্কগ্রস্ত না হয়ে ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে দুর্যোগ মোকাবিলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়;
- (ঘ) জানমালের নিরাপত্তা রক্ষার্থে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়;
- (ঙ) ২৪ ঘণ্টা ঝড়ের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে চলমান করোনা দুর্যোগ সম্পর্কিত 'নিয়ন্ত্রণ কক্ষ' সচল থাকে। সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখার জন্য সদর দপ্তর, জোনাল অফিস ও সাব-জোনাল অফিসভিত্তিক ফোকাল পয়েন্ট এবং বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করা হয়;
- (চ) উপকূলবর্তী এলাকায় অবস্থিত সমিতিসমূহ অতীতের সংঘটিত এ ধরনের দুর্যোগের ক্ষেত্রে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তা বিচার বিশ্লেষণপূর্বক কর্মপ্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়;
- (ছ) সকল প্রকার যানবাহন সচল রাখা হয় এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ জ্বালানি তেল সংগ্রহ করে রাখা হয়;
- (জ) জনগণকে আপদকালীন নিরাপদে অবস্থানের নির্দেশনা দেওয়া হয়;
- (ঝ) সমিতির জেনারেটরে প্রয়োজনীয় জ্বালানি মজুত করে রাখা হয়;
- (ঞ) মোবাইল ফোনের ব্যাটারি চার্জ করে রাখা হয় যাতে যোগাযোগে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়। মোবাইল অপারেটর টাওয়ার এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত রাখা হয় যাতে বাপবিবো'র সদর দপ্তর, স্থানীয় প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সামগ্রিক কাজের সমন্বয় সাধন করা সহজ হয়;
- (ট) হারিকেন, কুপি, হাজারক বাতি, চার্জার লাইট, দিয়াশলাই ইত্যাদি মজুত রাখা হয়;
- (ঠ) জরুরি ও অত্যাৱশ্যকীয় সার্ভিস বিবেচনায় সমিতির সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর ছুটি বাতিল করা হয়;
- (ড) সমিতির সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর সমন্বয়ে ফিডারভিত্তিক মনিটরিং টিম গঠন করে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। ইলেক্ট্রিশিয়ান, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি/ওভাকাঙ্ক্ষীদের সাথে আগেই বৈঠক/টেলিফোনিক যোগাযোগ করে ফিডারভিত্তিক দায়িত্ব দিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের পরপরই ঐ ফিডারের ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়;
- (ঢ) উপকূলবর্তী এলাকায় অবস্থিত সমিতিসমূহের ভৌগোলিক এলাকায় অবস্থিত ঠিকাদারের ক্যাম্পে যে সকল মালামাল মজুত থাকে, তা দ্রুততার সাথে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরপূর্বক সংরক্ষণ করা হয়;
- (ণ) কেন্দ্রীয় পণ্যাগারসমূহ এবং সকল পবিস স্টোর প্রয়োজনীয় জনবলসহ সার্বক্ষণিকভাবে খোলা রাখা হয় যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত মালামাল সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়;
- (ত) প্রতিটি সমিতি কর্তৃক ২০ জন করে দক্ষ লাইনক্রু (প্রয়োজনীয় লাইনম্যান টুলসসহ) এমনভাবে প্রস্তুত রাখা হয় যাতে ৩০ মিনিটের নোটিশে তারা দুর্যোগ আক্রান্ত সমিতিতে যাত্রা শুরু করতে পারেন। তাদের জন্য শুকনো খাবার, পানি ও নগদ অর্থ মজুত রাখা হয়;
- (থ) সমিতির কর্মকর্তাগণ কর্তৃক স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সার্বিক বিষয়ে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা হয় এবং সাইক্লোন সেন্টারসমূহ পরিদর্শন করে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে করণীয় নির্ধারণ করা হয়;
- (দ) ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস পাওয়ার সাথে সাথে সদর দপ্তরসহ সকল অফিসে অগ্রিম প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ মালামাল (বিভিন্ন সাইজের পোল ও ট্রান্সফরমার, মিটার, তার, ক্রসআর্ম, ফিউজ লিংক, ফিউজ কাটআউট, হার্ডওয়্যার ইত্যাদি) অগ্রিম মজুত করে রাখা হয়;

- (ধ) শুকনো খাবার (চিড়া, মুড়ি, গুড়, বিস্কুট) ক্রয় করে রাখা এবং চাল, ডালসহ রান্না করার আনুষঙ্গিক সামগ্রী ক্রয় করে রাখা হয়;
- (ন) সকল অফিসে ফাস্ট এইড বক্স প্রস্তুত রাখা হয়;
- (প) সকল অফিসভিত্তিক ঘূর্ণিঝড়ে ভেঙ্গে পড়া গাছপালা অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় দা, কুড়াল, ইলেকট্রিক অটো কেরাত, হ্যান্ড লাইন ও রশি সংগ্রহ করে রাখা হয়;
- (ফ) কারিগরি লোকের পাশাপাশি মিটার রিডার/পিসিএম/ম্যাসেস্জারসহ কারিগরি/অকারিগরি বিভাগে সকল লোকবলকে দুর্ভোগ পরবর্তী কাজের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয় যাতে নির্দেশনা পাওয়া মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যে দুর্ভোগপ্রবণ এলাকায় গমন করতে পারে;
- (ব) সর্বোচ্চ ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনীয় যানবাহন (ট্রাক, মিনি ট্রাক, ক্রেন, নসিমন, ভ্যান, মোটরসাইকেল, পিকআপ ইত্যাদি) বুকিং দিয়ে রাখা হয় যাতে ঘূর্ণিঝড়ের পরপরই বিদ্যুৎ পুনর্বাসন কাজে নিয়োজিত করা সম্ভব হয়।

দুর্ভোগকালীন:

- (ক) বাপবিবোর করোনো দুর্ভোগ মোকাবিলা সংক্রান্ত চলমান কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মাধ্যমে পবিসের বিদ্যুৎ সরবরাহসহ সামগ্রিক বিষয়ে সার্বক্ষণিকভাবে পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ করা হয় এবং সমিতিসমূহ নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করতঃ তথ্যাদি প্রেরণ করে;
- (খ) সমিতির সকল জনবলকে সার্বক্ষণিকভাবে সতর্ক রাখা হয়। তাদের করণীয় সম্পর্কে সময়ে সময়ে ব্রিফিং প্রদান করা হয়;
- (গ) সমিতির সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে সার্বক্ষণিকভাবে অফিসে কিংবা নিরাপদ স্থানে অবস্থান করে সকল জনবলকে সাহসিকতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলাসহ দ্রুত বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা সচল রাখার যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়;
- (ঘ) দুর্ভোগকালীন কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং অন্যান্য লোকবলের জন্য প্রয়োজনীয় শুকনো খাবার, পানি ও নগদ অর্থ প্রস্তুত থাকে।

দুর্ভোগ পরবর্তী সময়ে:

- (ক) দুর্ভোগ পরবর্তী সময়ে বিতরণ ব্যবস্থার দ্রুত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করার জন্য ফিডারভিত্তিক গঠিত মনিটরিং কমিটি, ইলেকট্রিশিয়ান, পূর্বনির্ধারিত স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত পরিমাণ নিরূপণ করা হয় এবং বাপবিবোর্ডে ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবেদন প্রেরণ করে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা পুনর্বহালের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মালামাল সমিতির স্টোর এবং কেন্দ্রীয় পণ্যাগার হতে সরবরাহ করা হয়;
- (খ) বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা পুনর্বহালের জন্য ফিডারভিত্তিক নির্ধিত ক্ষয়ক্ষতির ধরন, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় লাইনক্রু, ঠিকাদারের লোকবল নিয়োজিতকরণ, মালামাল পরিবহণ করার জন্য দ্রুত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়;
- (গ) প্রতিটি সমিতিতে প্রস্তুতকৃত ২০ জন দক্ষ লাইনক্রুকে (প্রয়োজনীয় লাইনম্যান টুলসসহ) বাপবিবোর নির্দেশনা পাওয়া মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যে দুর্ভোগপ্রবণ সমিতিতে প্রেরণ করা হয়;
- (ঘ) ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সময়ে যতদ্রুত সম্ভব বিটিএস, হাসপাতাল, উপজেলা সদর ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় অগ্রাধিকারভিত্তিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা পুনর্বহাল করা হয়; এবং
- (ঙ) সমিতির কর্মকর্তাগণ দুর্ভোগ পরবর্তীকালে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ এবং সাইক্লোন স্টোরসমূহ পরিদর্শন করে করণীয় নির্ধারণ করেন।

যোগাযোগ এবং নিয়ন্ত্রণ:

- (ক) বাপবিবোর সদর দপ্তরে স্থাপিত 'কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সেল' সার্বক্ষণিক চালু থাকে এবং একইভাবে প্রতিটি পবিসের সদর দপ্তরে স্থাপিত 'কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সেল' সার্বক্ষণিক চালু থাকে;
- (খ) প্রতিটি পবিস কর্তৃক এসএমএস, স্থানীয় ডিস চ্যানেলের মাধ্যমে পবিসের হটলাইন নম্বর, অভিযোগ কেন্দ্রের মোবাইল নম্বর গ্রাহকদের জানানো হয়।

দুর্ভোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রে পবিস নির্দেশিকা ১০০-৩০ অনুযায়ী দুর্ভোগের পূর্বে, দুর্ভোগের সময়ে এবং দুর্ভোগের পরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।



সোলার সেচ পাম্পের মাধ্যমে কৃষিতে অবদান রাখছে পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্পে পবিসসমূহ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ‘আশ্রয়ণ’ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন, অসহায় জনগণকে পুনর্বাসিত করার জন্য ১,১৯২টি প্রকল্প গ্রামে ৮৫,৫৭০টি পরিবারকে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি বাড়িকে কৃষিভিত্তিক উৎপাদনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভূমিহীন এবং অতিদরিদ্র জনসাধারণের জন্য সরকার ‘একটি বাড়ি একটি খামার’ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। সরকারি খরচে নির্মিত উক্ত বাড়িসমূহে বাপবিবো’র আওতাধীন পবিসসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে এ সকল দরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রায় আধুনিকায়ন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাড়িগুলোতে যথাযথভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করে পরিবারসমূহকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপনের সুযোগ করে দিতে পবিসসমূহকে তাদের করণীয় সম্পর্কে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাপবিবো’র গৃহীত আইসিটি কর্মপরিকল্পনা ও কার্যব্যবস্থা

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাপবিবো নিম্নের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে:

- স্ক্যাডা সিস্টেম বাস্তবায়ন করা;
- ৮০টি পবিসের জন্য জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম বাস্তবায়ন করা;
- স্মার্ট মিটারিং সিস্টেম বাস্তবায়ন করা;
- স্মার্ট গ্রিড বাস্তবায়ন করা;
- স্মার্ট বিলিং সিস্টেম বাস্তবায়ন করা;
- দক্ষ জনবল গড়ে তোলা; এবং
- আধুনিক বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আগামী ২০২৮-২৯ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৪,৩৪,৮৪২ কি.মি. জিআইএস কাজ সম্পন্ন করা।

প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর

প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর বিদ্যুৎ বিভাগের সংযুক্ত একটি সরকারি দপ্তর। ১৯১০ সালের ইলেকট্রিসিটি এ্যাক্টের ৩৬ ধারা ও ১৯৩৭ সালের ইলেকট্রিসিটি রুলস এর বিধি ৪-১০ অনুসরণে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ এবং ব্যবহারের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ, জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক এর দপ্তরটি সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত দপ্তরের কার্যাবলি গুরুত্ব বিবেচনায় বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ এর ৩১ ধারা অনুসরণে দপ্তরের নাম সংশোধনপূর্বক প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর নামকরণ করা হয়। শিল্প, কল-কারখানাসহ সকল অতি উচ্চ, উচ্চ ও মধ্যম চাপের নতুন বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও স্থাপনা পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে বিদ্যুৎ সংযোগের অনুমোদন প্রদান করা এ দপ্তরের অন্যতম কাজ। অপরদিকে বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ডের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ করতঃ বৈদ্যুতিক কাজে পেশাজ্ঞান সম্পন্ন উপযুক্ত ঠিকাদার, প্রকৌশলী ও ইলেকট্রিশিয়ানগণকে চিহ্নিতপূর্বক তাদেরকে বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স, সুপারভাইজার লাইসেন্স ও ইলেকট্রিশিয়ান লাইসেন্স প্রদান করা হয়ে থাকে। পাশাপাশি এ দপ্তর পরিদর্শন ও লাইসেন্সিং কার্যক্রম সম্পন্ন করে সরকারের কর ব্যতীত রাজস্ব (Non-tax Revenue) আদায় করে থাকে।

রূপকল্প

বিদ্যুৎ সঞ্চালন, বিতরণ, সরবরাহ ও ব্যবহারের প্রতিটি ক্ষেত্রে জনজীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

অভিলক্ষ্য

জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৫০ কিলোওয়াট বা তদুর্ধ্ব ক্ষমতা সম্পন্ন সকল উচ্চ ও মধ্যম চাপের নতুন বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও স্থাপনা পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে বিদ্যুৎ সংযোগের অনুমোদন প্রদানের পাশাপাশি বৈদ্যুতিক কাজে পেশাগত সম্পন্ন উপযুক্ত ঠিকাদার, প্রকৌশলী ও ইলেকট্রিশিয়ানগণকে চিহ্নিতকরণপূর্বক তাদের অনুকূলে বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স, সুপারভাইজার সার্টিফিকেট ও ইলেকট্রিশিয়ান লাইসেন্স ইস্যুকরণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- ক) নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- খ) দক্ষ কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনশক্তি চিহ্নিতকরণ ও লাইসেন্স প্রদান।
- গ) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

দপ্তরের প্রধান কার্যাবলি

- ক) গ্রাহকের ৫০ কিলোওয়াট বা তদুর্ধ্ব বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মধ্যম, উচ্চ ও অতি উচ্চ চাপের নতুন বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও স্থাপনাসমূহ পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতঃ উপকেন্দ্র চালুর অনুমোদন প্রদান করা এবং প্রতি ২ (দুই) বছর অন্তর অন্তর পরিদর্শনপূর্বক অনুমোদন নবায়ন করা;
- খ) এ দপ্তরের অধীনে বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ডের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ করতঃ বৈদ্যুতিক কাজে পেশাজ্ঞান সম্পন্ন উপযুক্ত ঠিকাদার, প্রকৌশলী ও ইলেকট্রিশিয়ানগণকে চিহ্নিতকরণপূর্বক তাদেরকে যথাক্রমে বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স, সুপারভাইজার লাইসেন্স কম্পিটেন্সি ও ইলেকট্রিশিয়ান লাইসেন্স প্রদান করা হয়ে থাকে এবং উক্ত লাইসেন্সসমূহ প্রতিবছরে নবায়নপূর্বক তথ্যসমূহ সংরক্ষণ করা;
- গ) বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ এর ২৯ ধারা মোতাবেক বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার বিষয়ে বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থার রিপোর্টের ওপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- ঘ) গ্রাহকের ৫০ কিলোওয়াট বা তদুর্ধ্ব ক্ষমতার বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভবন নির্মাণের পূর্বে ভবনের অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং ডায়গ্রামসহ সেফটি প্ল্যান পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক অনুমোদন প্রদান করা;
- ঙ) বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র সরঞ্জামাদি ট্রান্সফরমার, এইচটি সুইচগিয়ার, এলটি সুইচগিয়ার, পিএফআই প্ল্যান্ট) প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক অনুমোদন প্রদান করা;

- চ) ট্রান্সফরমার তৈল পরীক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক অনুমোদন প্রদান করা; এবং
ছ) উল্লিখিত কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যমে সরকারের কর ব্যতীত রাজস্ব আয় করা।

সাংগঠনিক কাঠামো

১৯৪৭ সালে ১১ (এগার) টি পদ সৃষ্ণনের মাধ্যমে এ দপ্তরের কার্যক্রম শুরু হয়। এনাম কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ও অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় অত্র দপ্তরে ৮ জন কর্মকর্তা ও ২৫ জন কর্মচারীসহ মোট ৩৩টি পদ রয়েছে। সেবার মান অধিকতর উন্নয়ন ও দ্রুতকরণের লক্ষ্যে ও সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির স্বার্থে নতুন আরও ১২ (বার)টি পদ মে, ২০১৪ সালে চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া ২০২১ সালে নবসৃষ্ট ৬৯টি পদসহ বর্তমানে অত্র দপ্তরে নতুন অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবল বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে মোট ১১৪ (একশত চৌদ্দ) জন। তন্মধ্যে ৫৪ জন কর্মকর্তা এবং ৬০ জন কর্মচারী অন্তর্ভুক্ত আছেন। আশা করা যায়, নিয়োগ বিধিসহ পদ সৃষ্ণনের সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের মধ্যে ১১৪ জনবলের একটি শক্তিশালী আধুনিক অফিস স্থাপন করা সম্ভব হবে। অত্র দপ্তরের সংশোধিত জনবল কাঠামো সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে দেওয়া হলো:

১ম শ্রেণির কর্মকর্তা (গ্রেড ৩-৯)	২৭ জন
২য় শ্রেণির কর্মকর্তা (গ্রেড ১০)	২৭ জন
৩য় শ্রেণির কর্মচারী (গ্রেড ১২-১৬)	৪৪ জন
৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী (গ্রেড ২০)	১৬ জন
মোট	১১৪ জন

বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ড

প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ড বিধিমালা, ২০২২ মোতাবেক ১২ (বার) জন সদস্য নিয়ে বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ড গঠিত হয়। উক্ত বোর্ড কর্তৃক প্রকৌশলী, বৈদ্যুতিক ঠিকাদার ও ইলেকট্রিশিয়ানদেরকে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে যথাক্রমে বৈদ্যুতিক সুপারভাইজার লাইসেন্স, বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স ও ইলেকট্রিশিয়ানদের লাইসেন্স প্রদান করা হয়। উক্ত লাইসেন্সসমূহ প্রতি বছর প্রদান ও নবায়ন করে বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ড কর্তৃক সরকারের কর ব্যতীত রাজস্ব আয় (Non-Tax Revenue) করে থাকে।



প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক কর্তৃক গাজীপুরস্থ ট্রান্সফরমার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান টিএস ট্রান্সফরমারস লি. পরিদর্শন। তারিখ: ২৭ জানুয়ারি ২০২৩

সেবাভিত্তিক সাফল্য

প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর কর্তৃক রেগুলেটরি কার্যক্রম সম্পন্ন করে গত ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০, ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে সেবা প্রদানের অগ্রগতি নিম্নবর্ণিত ছকে দেখানো হলো:

ক্রমিক	কার্যক্রম	২০১৯-২০ অর্থবছর	২০২০-২১ অর্থবছর	২০২১-২২ অর্থবছর	২০২২-২৩ অর্থবছর
০১	বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র চালুর অনুমোদন জারি	৩১৬৪	৩৩৪০	৩১৬৪	৩৭৭১
০২	বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স জারি	৮৮৩	৬২৮	১০০৪	১৪৫৮
০৩	বৈদ্যুতিক সুপারভাইজার সার্টিফিকেট জারি	১৮৪৮	১৪৩৯	২৩২৮	৩৬০৮
০৪	বৈদ্যুতিক কারিগরি পারমিট জারি	৮৫১১	৮৫২৬	১০০৩৭	১২৪৬১
০৫	বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স নবায়ন	৪৫০২	৫০৪১	৫৩৫৩	৬২২৬
০৬	বৈদ্যুতিক সুপারভাইজার সার্টিফিকেট নবায়ন	৫৩১১	৬৫৯২	৬৯৯৪	৭৬৯৬
০৭	বৈদ্যুতিক ইলেকট্রিশিয়ান লাইসেন্স নবায়ন	৭৮২০	১১৬৯১	১০১১৯	১২২৬৪

আর্থিক সাফল্য

প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রতিবছরই কর ব্যতীত রাজস্ব (Non-tax Revenue) আয় করে আসছে। বিগত ৪ অর্থবছরে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত রাজস্ব আয়ের বিবরণী নীচের ছকে দেওয়া হলো:

অর্থবছর	অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত রাজস্ব আয়	লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা কম/বেশী আয়ের পরিমাণ	লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা অর্জনের হার (কম/বেশী)
২০১৯-২০	১১,০০,০০০০০.০০	১০,০৫,৩৩,০০০.০০	(-) ৯৪,৬৭,০০০.০০	(-) ৮.৬০%
২০২০-২১	১১,০০,০০০০০.০০	১১,১৬,৭০,০০০.০০	(+) ১৬,৭০,০০০.০০	(+) ১.৫২%
২০২১-২২	১১,০০,০০০০০.০০	১৩,৩৭,১৬,০০০.০০	(+) ২,৩৬,১৬,০০০.০০	(+) ১৮.৭৪%
২০২২-২৩	১২,০০,০০০০০.০০	১৩,৩৯,১৭,০০০.০০	(+) ১,৩৯,১৭,০০০.০০	(+) ১১.৬০%

প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক দপ্তরের ডিজিটাইজেশন

২০২০-২১ অর্থবছরে প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক দপ্তরের সকল কার্যক্রম ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে এর ফলে অনলাইন ও অফলাইন ডিজিটাল সিস্টেম ব্যবহার করে ন্যূনতম জনবলের মাধ্যমে এ দপ্তরের কাজসমূহ দক্ষতার সাথে সম্পাদন, গ্রাহকদেরকে উত্তম সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

ডিজিটাল সেবার মাধ্যমে নিচের সুফলসমূহ পাওয়া যাচ্ছে

- উপকেন্দ্র পরিদর্শন কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য আধুনিক ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ, পরিদর্শন রিপোর্ট এবং অনুমোদন প্রদান করা হচ্ছে;
- বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং এবং পরিদর্শন কার্যক্রম দ্রুত ও দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে গুয়েভিত্তিক সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট পরিচালনা করছে প্রতিষ্ঠানটি;
- লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রকৌশলী এবং ইলেকট্রিশিয়ানদের আধুনিক চিপ সংবলিত স্মার্ট কার্ড দেওয়া সম্ভব হচ্ছে;
- প্রতিষ্ঠানের পুরনো সব নথি বা ডকুমেন্ট ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে;



প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর এর পরিদর্শন কর্মকর্তা কর্তৃক ঢাকাস্থ মতিঝিল মেট্রোরেল স্টেশন ১৬ এর জন্য স্থাপিত ৪.৪ এমভিএ দুইটি ও ৬৩০ কেভিএ দুইটি ৩৩/০.৪১৫ কেভি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র পরিদর্শন। তারিখ: ২৫ মে ২০২৩

- লাইসেন্স নবায়ন কার্যক্রম অটোমেশনের ফলে গ্রাহক ঘরে বসেই অনলাইনের মাধ্যমে লাইসেন্স নবায়ন করে হাতে পেয়ে যাচ্ছেন;
- প্রশাসনিক PMIS এবং আর্থিক সব ধরনের কার্যক্রমকে একটি সুরক্ষিত ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করা হচ্ছে;
- ডিজিটালাইজেশন বা ওয়েবভিত্তিক ডাটাবেইজের এর মাধ্যমে গ্রাহকদের দ্রুত সেবা প্রদান নিশ্চিত করার ফলে সরকারের নন-ট্যাক্স রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছে;
- ইলেকট্রিশিয়ান অ্যাপস তৈরির ফলে জনগণ অ্যাপস ব্যবহার করে নিকটস্থ ইলেকট্রিশিয়ান এর তাৎক্ষণিক সেবা পেয়ে থাকেন;
- লাইসেন্স ফি ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে সেবা প্রত্যাশীগণ অতি সহজেই বিভিন্ন শ্রেণির লাইসেন্সের আবেদন ও নবায়ন ফি সম্পর্কে অবগত হচ্ছেন; এবং
- সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের অনুমোদনপত্র ও বিভিন্ন প্রকারের লাইসেন্স অনলাইনের মাধ্যমে যাচাই করে সঠিকতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।



প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক কর্তৃক গাজীপুরের তালতলীতে অবস্থিত ইন্ডিগো মার্বেল এন্ড গ্রানাইট লি. প্রতিষ্ঠানের ৪ এমভিএ ৩৩/১১ কেভি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র পরিদর্শন। তারিখ: ২৭ জানুয়ারি ২০২৩

চ্যালেঞ্জ

- ১। এ দপ্তরকে শক্তিশালীকরণ ও জনবল বৃদ্ধি;
- ২। সকল বিভাগীয় শহরে এ দপ্তরের অফিস স্থাপন;
- ৩। দাপ্তরিক সমস্ত কার্যক্রম অনলাইন ডিজিটিক করা;
- ৪। পেপারলেস অফিস স্থাপন কার্যক্রম চলমান রাখা; এবং
- ৫। প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক দপ্তরের পরিসর বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান ভবনটি বহুতল ভবনে রূপান্তর করা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

২০২৫ সালের মধ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে অফিস স্থাপন করা; এ দপ্তরের জনবল বৃদ্ধিকরণ; পরিদর্শন যানবাহন ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ; সমস্ত সেবা কার্যক্রম ডিজিটলাইজেশনের মাধ্যমে দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া; বিদ্যুৎ খাতে দক্ষ জনশক্তি চিহ্নিত করে লাইসেন্স প্রদান; হাই ভোল্টেজ টেস্টিং ল্যাব স্থাপনসহ দপ্তরের সকল কার্যক্রম ডাটাবেইজে রূপান্তর করে স্থায়ীভাবে ডাটা/রেকর্ড সংরক্ষণ করা, রাজস্ব অর্জন ২৫ কোটিতে উন্নীত করা; প্রত্যেক ইলেকট্রিশিয়ান এবং বৈদ্যুতিক সুপারভাইজার লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রকৌশলীদের চিপ সম্বলিত স্মার্ট কার্ড লাইসেন্স প্রদান করা।

বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিপিএমআই)

জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে সামনে রেখে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন নতুন প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটানো হচ্ছে। গ্যাস নির্ভর বিদ্যুৎ খাতে জ্বালানি বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রযুক্তি ও জ্বালানি বৈচিত্র্যের সুফল দ্রুততম সময়ে সকলের নিকট পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আধুনিক ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। নব প্রযুক্তি ও আধুনিক ব্যবস্থাপনার হাত ধরে টেকসই বিদ্যুৎ খাত সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ জনবল।

বিদ্যুৎ খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্ণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে (বিদ্যুৎ বিভাগ পরিদর্শনকালে প্রদত্ত) ২০১৭ সালে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক 'বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট' (BPMI) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

বিপিএমআই-এর মূল কার্যাবলি

- পাওয়ার সেক্টর প্রশিক্ষণ নীতিমালা বা পিএসটিপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ বিভাগকে সহায়তা করা;
- দক্ষ জনবল গঠনে যুগোপযোগী ও মানসম্মত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা;
- বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারকে বিদ্যুৎ বিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা;
- প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিদ্যুৎ খাতে পরামর্শক ও উপদেষ্টা সেবা প্রদান;
- সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম মাধ্যমে অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- সহস্রাধিক প্রশিক্ষার্থীর সমন্বয়ে ভারুয়াল ক্লাসরুমে একযোগে প্রশিক্ষণ প্রদান করা; এবং
- বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন গবেষণামূলক কার্যক্রম সম্পাদন করা।

প্রশিক্ষণ প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ

- বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ
- বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ
- কোল সোর্সিং ও হ্যান্ডলিং
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন
- পরিবেশ ব্যবস্থাপনা
- মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা
- উন্নত গ্রাহক সেবা
- বিদ্যুৎ খাতে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার
- প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ (টিওটি)
- বুনীয়াদী প্রশিক্ষণ
- আইসিটি ও
- সাইবার সিকিউরিটি



বিপিএমআই-এর পূর্বাচলস্থ অস্থায়ী ভবন

২০২২-২৩ অর্থবছরে বিপিএমআই এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

ক্রমিক	বিষয়	জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত	প্রশিক্ষণপত্রি (মে ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত)
০১	প্রশিক্ষণ কোর্স	৩৯টি	১২৯টি
০২	কর্মশালা	২টি	১১টি
০৩	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা	৯৯৬ জন	৯৫৪২ জন
০৪	প্রশিক্ষণ দিবস	৫৭১ দিন	২৬২২.৫ দিন
০৫	প্রশিক্ষণ জনদিবস	১২,৯৯৬ জনদিবস	১,১১,১৯৩ জনদিবস
০৬	প্রশিক্ষণ জনঘন্টা	১,০৩,৯৬৮ জনঘন্টা	৭,৮৭,৯৮০ জনঘন্টা
০৭	জনপ্রতি প্রশিক্ষণ জনঘন্টা	১০৪.৩৯ ঘন্টা	১৯০.০৮ ঘন্টা
০৮	জনপ্রতি জনঘন্টা (প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা)	৯৫.২৩ ঘন্টা	১৭৫.৬০ ঘন্টা



Integrated Management System (IMS) ISO 9001:2015, ISO14001:2015
ISO 45001:2018-Internal Auditor প্রশিক্ষণের ক্লাসরুমে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ।

তারিখ: ১৭ মে ২০২৩

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

১. এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের স্বার্থে বিদ্যুৎ খাতে উন্নত তথ্য-প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ, পেশাদার কর্মী তৈরির জন্য বিপিএমআই কাজ করবে।
২. বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতে কর্মরত জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
৩. প্রশিক্ষণের একটি মান নির্ধারণেও বিপিএমআই কাজ করবে।
৪. বিপিএমআই ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ খাতের সংস্থা/কোম্পানিসমূহকে কনসালট্যান্সি সেবা প্রদান করবে। কনসালট্যান্সি সার্ভিসের জন্য বিদেশ-নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থা/কোম্পানিতে কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত দক্ষ জনবলকে এক ছাতার নিচে আনয়ন করা হবে এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মেটানোর জন্য নতুনদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
৫. কারিগরি সহায়তার জন্য দেশের সরকারি/বেসরকারি খাত এবং বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। বিপিএমআই ভারতের এনটিপিসি/এনপিটিআই, জাপানের টেকোসহ অস্ট্রেলিয়ার কয়েকটি শিক্ষা/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করার জন্য সমঝোতা স্মারক (MoU) সম্পাদনের জন্য আলোচনা চলছে।
৬. কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, পরিচালনা ও মেইনটেন্যান্স বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে উপযুক্ত জনবল গড়ে তোলা হবে।
৭. বিদ্যুৎ বিভাগ তথা সরকারকে বিদ্যুৎ বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক সেবা প্রদান করবে।
৮. স্থায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য কেরানীগঞ্জে ২৫ একর জমি নেওয়া হয়েছে। ঐ স্থানে বিপিডিবি'র সহায়তায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে।
৯. সামগ্রিকভাবে বিদ্যুৎ খাত তথা বাংলাদেশের প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে বিপিএমআই-কে একটি আন্তর্জাতিক মানের ইনস্টিটিউট বা 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স' হিসেবে গড়ে তোলা হবে।



বিপিএমআই এর ৩য় ও ৪র্থ বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করছেন বিপিএমআই গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ও বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, বিপিএএ। তারিখ: ১১ জানুয়ারি ২০২৩

নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড [এনডব্লিউপিজিসিএল]

বিদ্যুৎ খাত সংস্কারের আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থায় কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ অনুসারে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গত ২৮ আগস্ট ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড (NWPGL) গঠিত হয়। সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেগাওয়াট ও খুলনা ১৫০ মেগাওয়াট পিকিং পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ প্রকল্প এবং ভেড়ামারা ৩৬০ মেগাওয়াট কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে কোম্পানির প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে ৯ (নয়)টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে কোম্পানি জাতীয় গ্রিডে ৩০৬৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে।

এনডব্লিউপিজিসিএল এর চলমান বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ

ক্রমিক	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	জ্বালানি	নেট উৎপাদন ক্ষমতা (মে.ও.)	বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের তারিখ
০১	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মে.ও. কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম ইউনিট)	প্রাকৃতিক গ্যাস/ এইচএসডি	২১৪	সিম্পল সাইকেল: ২২ নভেম্বর ২০১২ কন্সট্রাক্ট সাইকেল: ১৪ জুলাই ২০১৪
০২	খুলনা ২২৫ মে.ও. কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	প্রাকৃতিক গ্যাস/ এইচএসডি	২৩০	সিম্পল সাইকেল: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ কন্সট্রাক্ট সাইকেল: ২৫ জুন ২০১৬
০৩	ভেড়ামারা ৪১০ মে.ও. কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	প্রাকৃতিক গ্যাস/ এইচএসডি	৪১০	সিম্পল সাইকেল: ৯ মে ২০১৭ কন্সট্রাক্ট সাইকেল: ১৪ ডিসেম্বর ২০১৭
০৪	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মে.ও. কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় ইউনিট)	প্রাকৃতিক গ্যাস/ এইচএসডি	২২০	৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
০৫	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মে.ও. কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় ইউনিট)	প্রাকৃতিক গ্যাস/ এইচএসডি	২২০	৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
০৬	মধুমতি ১০০ মে.ও. এইএফও চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র	এইচএফও	১০৫	১৭ এপ্রিল ২০১৯
০৭	সিরাজগঞ্জ ৪০০ মে.ও. কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৪র্থ ইউনিট) (যৌথ মালিকানা)	প্রাকৃতিক গ্যাস/ এইচএসডি	৪১৪	সিম্পল সাইকেল: ১০ অক্টোবর ২০১৮ কন্সট্রাক্ট সাইকেল: ৮ এপ্রিল ২০১৯
০৮	পায়রা ১৩২০ মে.ও. তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম পর্যায়) (যৌথ মালিকানা)	আমদানিকৃত কয়লা	১২৪৪	১ম ইউনিট: ১৫ মে ২০২০ ২য় ইউনিট: ৮ ডিসেম্বর ২০২০
০৯	সিরাজগঞ্জ ৬.৫৫ মে.ও. (এসি) গ্রিড কানেক্টেড ফটোভোল্টায়িক সোলার বিদ্যুৎ কেন্দ্র	---	৬	৩০ মার্চ ২০২১
বর্তমানে মোট উৎপাদন ক্ষমতা:			৩০৬৩ মে.ও.	

নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি. এর বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

সরকার সকল জনগণের জন্য নির্ভরযোগ্য ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই মোতাবেক বিদ্যুৎ বিভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদনের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি. উক্ত পরিকল্পনার অংশীদার হয়ে একটি সুযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত মাস্টার প্র্যানের আওতায় পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাস্থ ধানখালি ইউনিয়নে ২টি ফেইজে মোট ২৬৪০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি. এবং চায়না ন্যাশনাল মেশিনারি ইম্পোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট করপোরেশনে (CMC)- এর যৌথ উদ্যোগে গত ১ অক্টোবর ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি (প্রা.) লি. কোম্পানি গঠিত হয়। যৌথ মালিকানাধীন উক্ত কোম্পানির আওতায় ২০২০ সালের মে মাসে পায়রা ১৩২০ মেগাওয়াট থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট প্রজেক্টের ১ম ইউনিট এবং ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে ২য় ইউনিটের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়। বিশ্বব্যাপী কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেও উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করতে সক্ষম হওয়ায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। ২০২২ সালের মার্চ মাসে বৈশ্বিক কোভিড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্ব-শরীরে উপস্থিত হয়ে উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন। একই ক্ষমতা ও প্রযুক্তির পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় ফেইজ) বর্তমানে নির্মাণাধীন রয়েছে, ইতোমধ্যে প্রকল্পের কাজ ২২% সম্পন্ন হয়েছে। প্রত্যাশা করা যাচ্ছে যে এপ্রিল ২০২৫ নাগাদ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাবে।



পায়রা ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পটুয়াখালী

নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

কোম্পানির উদ্যোগে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করে বিভিন্ন ক্যাপাসিটির গ্রিড কানেকটেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। সিরাজগঞ্জে ৬.৫৫ মেগাওয়াট (এসি) গ্রিড কানেক্টেড সোলার ফটোভোল্টাইক বিদ্যুৎ কেন্দ্র গত ২৯ মার্চ ২০২১ তারিখ থেকে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে। নওপাজেকো ও সিএমসি, চায়না-এর যৌথ উদ্যোগে গঠিত বাংলাদেশ চায়না রিনিউএবল এনার্জি কো. (প্রা.) লি. (BCRECL)-এর আওতায় বর্তমানে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছে, যা বাস্তবায়নের নিমিত্ত ইতোমধ্যেই সিরাজগঞ্জ ৬৮ মেগাওয়াট সোলার পার্ক প্রকল্প ও পাবনা ৬০ মেগাওয়াট সোলার পার্ক প্রকল্প-এর ইপিসি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্প দুটির বাস্তবায়ন কাজ চলমান। আলোচ্য প্রকল্প দুটি হতে ২০২৪ সাল নাগাদ বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে বলে প্রত্যাশা করা যাচ্ছে। আরো উল্লেখ্য যে, বিসিআরইসিএল-এর আওতায় পায়রা ২০ মেগাওয়াট বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প বাস্তবায়নকল্পে EPC ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে গত ২৭ মার্চ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে দরপত্র আহ্বান করা হয় এবং শীঘ্রই উক্ত দরপত্রটি উন্মুক্ত করা হবে। এছাড়াও 'ফুলবাড়ি ৪০ মেগাওয়াট সোলার পার্ক প্রকল্প' ও 'হেমায়েতপুর ৩৫ মেগাওয়াট সোলার পার্ক প্রকল্প' শীর্ষক আরো দুটি প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাথমিক কাজ চলমান রয়েছে।

এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

পায়রা পাওয়ার জেনারেশন হবে ৩৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন এলএনজি-টু-পাওয়ার প্রকল্প নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের ১ম ফেইজ (১২০০ মেগাওয়াট) নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকার ভূমি উন্নয়ন, প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি, এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট এসেসমেন্ট (ইআইএ), পাওয়ার ইন্ডাক্যুয়েশন ও গ্রিড স্টাবিলিটি স্টাডি, ইত্যাদি প্রাথমিক কার্যাবলি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। আলোচ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পসহ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০ (২০২১ সালে সর্বশেষ সংশোধিত)'-এর আওতায় পেট্রোবাংলা কর্তৃক পায়রা গভীর সমুদ্রে ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে Excelerate Energy-এর সাথে টার্মিনাল স্থাপন সংক্রান্ত Term Sheet চুক্তি চূড়ান্ত করা হয়েছে, যা সরকার কর্তৃক অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল থেকে সরবরাহকৃত গ্যাস ব্যবহার করে আলোচ্য প্রকল্প থেকে ২০২৭ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে মর্মে আশা করা হচ্ছে।

এনডব্লিউপিজিসিএল এর চলমান বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	জ্বালানি	উৎপাদন ক্ষমতা (মে.ও.)	প্রত্যাশিত বাণিজ্যিক উৎপাদন সময়
০১	রূপসা ৮০০ মে.ও. কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট প্রকল্প	প্রাকৃতিক গ্যাস/ এলএনজি	৮৮০	১ম ইউনিট: সেপ্টেম্বর ২০২৪ ২য় ইউনিট: মার্চ ২০২৫
০২	পায়রা ১৩২০ মে.ও. থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট প্রকল্প (২য় ফেইজ) (যৌথ মালিকানাধীন)	আমদানিকৃত কয়লা	১২৪৪	৩য় ইউনিট: নভেম্বর ২০২৫ ৪র্থ ইউনিট: এপ্রিল ২০২৬
০৩	পাবনা ৬৪ মে.ও. সোলার পার্ক প্রকল্প (যৌথ মালিকানাধীন)	সৌর	৬৪	ডিসেম্বর ২০২৪
০৪	সিরাজগঞ্জ ৬৮ মে.ও. সোলার পার্ক প্রকল্প (যৌথ মালিকানাধীন)	সৌর	৬৮	জুন ২০২৪
০৫	পায়রা ২০ মে.ও. বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প	বায়ু	২০	ডিসেম্বর ২০২৫
০৬	পায়রা এলএনজি-টু-পাওয়ার প্রকল্প (১২০০ মে.ও.) (১ম ফেইজ)	এলএনজি	১২০০	জুন ২০২৭
০৭	ফুলবাড়ি ৪০ মে.ও. সোলার পার্ক প্রকল্প [যৌথ মালিকানাধীন]	সৌর	৪০	জুন ২০২৬
মোট:			৩,৫১৬ মে.ও.	

এনডব্লিউপিজিসিএল এর পরিকল্পনাধীন উৎপাদন প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	জ্বালানি	উৎপাদন ক্ষমতা (মে.ও.)	প্রত্যাশিত বাণিজ্যিক উৎপাদন সময়
০১	হেমায়েতপুর ৩৫ মে.ও. সোলার পার্ক প্রকল্প [যৌথ মালিকানাধীন]	সোলার	৩৫	ডিসেম্বর ২০২৬
০২	পায়রা ৩০ মে.ও. বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প (২য় ফেইজ) [যৌথ মালিকানাধীন]	বায়ু	৩০	জুন ২০২৭

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	জ্বালানি	উৎপাদন ক্ষমতা (মে.ও.)	প্রত্যাশিত বাণিজ্যিক উৎপাদন সময়
০৩	পায়রা এলএনজি-টু-পাওয়ার প্রকল্প (১২০০ মে.ও.) (২য় ফেইজ)	এলএনজি	১২০০	জুন ২০৩০
০৪	পায়রা এলএনজি-টু-পাওয়ার প্রকল্প (১২০০ মে.ও.) (৩য় ফেইজ)	এলএনজি	১২০০	জুন ২০৩৩
০৫	ভবিষ্যৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প (নওপাজেকো ও যৌথ মালিকানাধীন)	সোলার/বায়ু	৪৫৬	-
		মোট:	২,৯২১ মে.ও.	



NWPGL এবং CMC, China এর যৌথ মালিকানাধীন BCRECL-এর আওতায় বাস্তবায়নধীন সিরাজগঞ্জ ৬৮ মে.ও. সোলার পার্ক প্রকল্পের IA স্বাক্ষর অনুষ্ঠান। তারিখ: ৯ জানুয়ারি ২০২৩

এক নজরে এনডব্লিউপিজিসিএল এর বিদ্যুৎ খাতে অর্জন

দেশে, বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটানোর জন্য NWPGL প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। ২০০৭ সালের আগস্ট মাসে কোম্পানিটি নিবন্ধিত হয়। শূন্য থেকে শুরু করা NWPGL এর বর্তমানে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৩০৬৩ মে.ও.। প্রাকৃতিক গ্যাস, আমদানিকৃত কয়লা, তরল জ্বালানি ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির সমন্বয়ে নির্ভরযোগ্য জ্বালানি মিশ্রণ অর্জনে কোম্পানিটি সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে NWPGL এর আওতাধীন মোট ৯ (নয়)টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। NWPGL ও CMC, China-এর যৌথ মালিকানায় নির্মাণ করা হয়েছে দেশের সর্ববৃহৎ আমদানিকৃত কয়লা ভিত্তিক আক্ট্রা-সুপারক্রিটিক্যাল প্রযুক্তির বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা ১৩২০ মে.ও. তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম ফেইজ)। ২০২২ সালের মার্চ মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন। একই অনুষ্ঠানে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের শতভাগ বিদ্যুতায়নের ঘোষণাও প্রদান করেন। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের জন্য এটি ছিল একটি বিরট মাইলফলক।

বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০২২-২৩

NWPGCL এর সাফল্যের মূলে রয়েছে এর সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা। বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, বিপিএএ-এর নেতৃত্বে ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানি পরিচালনায় অনবদ্য ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।



পায়রা ১৩২০ মে.ও. তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত NWPGCL-এর ২০২৩ সালের ২য় বোর্ড সভা। তারিখ: ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

২০২২-২৩ অর্থবছরে এনডব্লিউপিজিসিএল এর উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

ক্রমিক	বিবরণ	তারিখ
০১	জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উপলক্ষে ত্রাণ বিতরণ	১৫ আগস্ট ২০২২
০২	বিদ্যুৎ খাতে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা বিপিএমআই কর্তৃক আয়োজিত সাম্প্রতিক প্রশিক্ষণসমূহে কোম্পানির ০৩ জন কর্মকর্তা প্রথম স্থান অধিকার	১৭ আগস্ট ২০২২
০৩	নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড-এর ১৫-তম বার্ষিক সাধারণ সভা সফলভাবে সম্পন্ন	১২ ডিসেম্বর ২০২২
০৪	নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড-এর যৌথ উদ্যোগে গঠিত কোম্পানি বাংলাদেশ-চায়না রিনিউয়েবল এনার্জি পাওয়ার কোম্পানি (প্রা.) লিমিটেড (BCRECL)-এর PPA & IA স্বাক্ষর সফলভাবে সম্পন্ন	০৯ জানুয়ারি ২০২৩
০৫	খুলনা ২২৫ মে.ও. কন্ট্রোল স্টেশন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের গ্যাস কমিশনিং সফলভাবে সম্পন্ন	১৭ মার্চ ২০২৩
০৬	নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ	এপ্রিল ২০২৩
০৭	মাহে রমজান ২০২৩ উপলক্ষে দুঃস্থ ও অসহায়দের মাঝে ত্রাণ বিতরণ	মার্চ-এপ্রিল ২০২৩
০৮	পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক পুনর্বাসন কেন্দ্রের বাড়ির চাবি হস্তান্তর	৯ জুন ২০২৩

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড (এপিএসসিএল)

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লি. একটি সরকারি মালিকানাধীন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। এর ৬টি ইউনিটের বর্তমান মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৫৮৪ মেগাওয়াট। বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন ও সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড (এপিএসসিএল) ২৮ জুন ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানি আইন ১৯৯৪-এর অধীনে নিবন্ধিত হয়। এপিএসসিএল এর নিবন্ধন নং ৪০৬৩০ (২৩২৮)/২০০০। ২২ মে ২০০৩ তারিখে বিপিডিবি এবং এপিএসসিএল এর মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি সাময়িক বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কমপ্লেক্সকে (সম্পদ ও দায়সহ) এপিএসসিএল-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়। ১ জুন ২০০৩ তারিখ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোম্পানির সকল কার্যক্রম শুরু হয় এবং পাওয়ার স্টেশনের অপারেশন ও সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন কার্যক্রমসহ কোম্পানির সামগ্রিক কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নির্বাহী পরিচালক (পরিচালন ও সংরক্ষণ), নির্বাহী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ও নির্বাহী পরিচালক (অর্থ) এর সমন্বয়ে গঠিত ম্যানেজমেন্ট টিমের ওপর ন্যস্ত করা হয়। কোম্পানির আর্টিক্যালস্ অব এসোসিয়েশন অনুযায়ী মোট শেয়ারের ৯১.০১০% বিপিডিবি, ৮.৯৮৯% বিদ্যুৎ বিভাগ এবং অবশিষ্ট শেয়ার অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ-এর মধ্যে বিতরণ করা হয়।

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লি. কর্তৃক উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হয় এবং জাতীয় গ্রিডের মাধ্যমে পুরো দেশ জুড়ে ভোক্তাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এই পাওয়ার স্টেশন দেশের মোট চাহিদার ৭.০০% -এরও বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করে জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রতিবেদনাবধি বছর (২০২২-২৩) এ এপিএসসিএল এর সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ২৩ জুন ২০২৩ এ ১২৭৬ মেগাওয়াট।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের প্রধান জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। স্টীম তৈরি এবং শীতলীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পানি মেঘনা নদী থেকে নেওয়া হয়। শীতলীকরণের জন্য ব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ডিসচার্জ চ্যানেল দিয়ে নদীতে ছাড়া হয়। উল্লেখ্য যে, শুষ্ক মৌসুমে ডিসচার্জ চ্যানেলের বিপুল পরিমাণ পানি ব্যবহারযোগ্য তাপমাত্রায় পুনঃ নামিয়ে এনে আশুগঞ্জ, সরাইল ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রায় ৩৬,০০০ একর জমি সেচের জন্য ব্যবহার করা হয়।

রূপকল্প

দেশের সর্ববৃহৎ ও আদর্শ বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থারূপে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে সরকারের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন।

অভিলক্ষ্য

অবকাঠামো ও সম্পদের সুষ্ঠু ও ফলপ্রসূ ব্যবহারের মাধ্যমে ধারাবাহিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গুণগতমান ও দক্ষতায় ক্রমাগত উৎকর্ষতা অর্জনের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ করে দেশের সমৃদ্ধিতে অবদান রাখা।

উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি

- ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমান ১,৫৮৪ মেগাওয়াট থেকে ৩,৩০২ মেগাওয়াটে উন্নীতকরণ;
- অক্সিলাই কনজাম্পশন ৪.৫% এ নামিয়ে আনা;
- যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের প্রাপ্যতা ৯০% এ বজায় রাখা;
- দুর্ঘটনা শূন্য মাত্রায় নামিয়ে আনা;
- কয়লা ও সৌরভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে জ্বালানি বহুমুখীকরণ নীতি বাস্তবায়ন; এবং
- মানবসম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

এপিএ-তে অর্জন

আগুগল পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লি. একটি সরকারি মালিকানাধীন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে সরকারের নীতি, পরিকল্পনা, অগ্রাধিকার ও অর্থবছরে বরাদ্দকৃত বাজেট অনুযায়ী বার্ষিক কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতঃ চুক্তি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার, উৎপাদন, সেবা ও সেবার মান বৃদ্ধি, আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক তথা দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। এতদলক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এপিএসিএল তার এপিএ-তে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯৯.০৪% অর্জন করতে সক্ষম হয়।

ইনোভেশন এবং আইসিটি কার্যক্রম ২০২২-২৩

এপিএসিএল বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোম্পানির অভ্যন্তরে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সৃষ্টি, নিরাপদ, কর্মবান্ধব পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অপারেশন ও মেইনটেনেন্স কাজের পাশাপাশি দাপ্তরিক কাজে কর্মীদের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিষেবা এবং সুবিধা চালু রয়েছে। অপারেশন ও মেইনটেনেন্স সার্ভিসের ক্ষেত্রে TR-CR Management System, O&M Knowledge Base ইত্যাদি ওয়েব ভিত্তিক এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন; যানবাহন ব্যবস্থাপনায় Vehicle Management System সফটওয়্যার; এইচআরএম, প্রকিউরমেন্ট, ফাইন্যান্স ও Fixed Asset ইত্যাদির কৃচ্ছতা এবং সমন্বয়ের জন্য রয়েছে ERP সিস্টেম। পাশাপাশি ERP-তে Plant Management, Inventory Management শীর্ষক দুইটি মডিউল এবং Performance Management, Tender Management শীর্ষক দুইটি সাব-মডিউল বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান। এছাড়া হিউম্যান রিসোর্স ইনফরমেশন সিস্টেম (HRIS), অপারেশনাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (OIMS), বিভিন্ন ডিজিটাল সার্ভিস/ই-সেবা (পুর সংক্রান্ত, বৈদ্যুতিক, টেলিফোন বিষয়ক, যানবাহন রিকুইজিশন ম্যানেজমেন্ট ও কারখানা প্রদত্ত সেবাসমূহ), Zimbra e-mail পরিষেবা, ডিজিটাল ডিসপ্রে সিস্টেম, স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, অ্যাটেনডেন্স রিপোর্টিং সিস্টেম, ইন্টারনাল মেইলিং সিস্টেম, ই-লাইব্রেরি (EDMS: Engineering Document Management System), প্যাট্রোল গার্ড মনিটরিং সিস্টেম, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN), ইন্টারনেট এবং ওয়াইফাই জোন, ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম, সিসি ক্যামেরা/আইপি ক্যামেরা প্রভৃতি আইসিটি কার্যক্রম চলমান আছে। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কর্মচারীদের দক্ষ করে গড়ে তোলার স্বার্থে ইতোমধ্যে দুইটি বিষয়ভিত্তিক (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিক্স, মেশিন লার্নিং ইত্যাদি) প্রশিক্ষণ এবং সাইবার সিকিউরিটি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য আরো দুইটি আলাদা প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

দক্ষতা উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধি করে। প্রশিক্ষণ পরিমাপের জন্য বিভিন্ন প্রকার মানদণ্ড ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এপিএসিএল এর কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে মানবসম্পদের উন্নয়ন। আর মানবসম্পদ উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার হল কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করা। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার প্রতিবছর বিদ্যুৎ বিভাগকে গড়-জনঘন্টা হারে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেয়। সেই মোতাবেক এপিএসিএল এর সকল বিভাগ দক্ষ ও সূচাঙ্করূপে পরিচালনার জন্য স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ৬০ গড় জনঘন্টা হারে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে নিজস্ব ট্রেনিং সেন্টার, ডিভিশনগুলিতে অন দ্য জব প্রশিক্ষণ, দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যেমন: বিপিএমআই, বিদ্যুৎ বিভাগ, স্রেডাসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। সরকার কর্তৃক এপিএ-এর আওতায় সকল প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপসমূহ সফলভাবে আয়োজন ও কার্যক্ষেত্রে বাস্তবায়নে শতভাগ সফল হয়েছে। বৈশ্বিক প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়ন এবং পরিবর্তনের সাথে সাথে বিদ্যুৎ খাতের প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিচালনা ও সংরক্ষণ কাজের জন্য স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০২০-২১, ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরগুলোতে যথাক্রমে ৫৩০৪৯, ৪৮৩২৫ ও ৪৭৫৫৪ জনঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে শতভাগ গড় জনঘন্টা অর্জিত হয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক দেওয়া প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এপিএসিএল বদ্ধপরিকর।

এপিএসসিএল এর মূলধন কাঠামো

এপিএসসিএল এর অনুমোদিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৫০০০ কোটি টাকা, যা ১০ টাকা মূল্যের ৫০০ কোটি শেয়ারে বিভক্ত। বর্তমানে কোম্পানির পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১,৩৭২.৬০ কোটি টাকা। প্রাথমিকভাবে কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ছিল দশ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো) এর অনুকূলে Vendor's Agreement এর মাধ্যমে মোট ১,২৪৯.২০ কোটি টাকার সাধারণ শেয়ার বরাদ্দ করা হয়। সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের বিপরীতে Govt. Equity হিসেবে রক্ষিত অর্থকে পরিশোধিত মূলধনে রূপান্তরের লক্ষ্যে সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ এর অনুকূলে ১২৩.৩৯ কোটি টাকার সাধারণ শেয়ার বরাদ্দ করা হয়। বর্তমানে কোম্পানির মোট পরিশোধিত মূলধনের ৯১.০১০% বিপিডিবি, ৮.৯৮৯% বিদ্যুৎ বিভাগ এবং অবশিষ্ট মূলধন অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ-এর মালিকানায় রয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের কর পরবর্তী ব্যবসায়িক লাভের পরিমাণ ২৫৮.৩২ কোটি টাকা। উক্ত অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগের মাননীয় সচিব মহোদয়ের অনুকূলে প্রতিটি শেয়ার ১০ টাকা মূল্য মানের ৩,৩৬৮,৮৩৬টি সাধারণ শেয়ার ইস্যু করা হয়েছে। এছাড়াও ২০২২-২৩ অর্থবছরে উৎসে কর কর্তনপূর্বক ৩০.৪০ কোটি টাকা এবং ভ্যাট বাবদ ২০.১২ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।



এপিএসসিএল এর ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত বিদ্যুৎ বিভাগ এর সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, বিপিএএ এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। তারিখ: ২১ ডিসেম্বর ২০২২

এপিএসসিএল এর বন্ড ইস্যু সংক্রান্ত তথ্যাবলি

বিদ্যুৎ খাতের কোম্পানিসমূহের সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা কমানো এবং ভবিষ্যৎ বিকল্প অর্থায়নের উৎস হিসেবে পুঁজিবাজার থেকে অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে এপিএসসিএল কর্তৃক বন্ড ছাড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে ৭ বছর মেয়াদী 'Non-convertible fully redeemable coupon bearing' বন্ড ছাড়া হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ৬০০ কোটি টাকার বন্ড ছাড়া হয়, যার মধ্যে ৫০০ কোটি টাকা Private Placement এর মাধ্যমে এবং ১০০ কোটি টাকা Public Placement এর মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। Public Placement এর মাধ্যমে সংগৃহীত বন্ড বর্তমানে DSE & CSE তে APSCLBOND নামে লেনদেন হচ্ছে। আলোচ্য ৬০০ কোটি টাকার বন্ডের ওপর ট্রাস্টি কর্তৃক নির্ধারিত হারে সুদ প্রদান করা হচ্ছে।

শতভাগ বিদ্যুতায়নে এপিএসসিএল এর ভূমিকা

সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী জরুরিভিত্তিতে দেশের বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ২০০৯ হতে ২০২৩ পর্যন্ত এপিএসসিএল ৬ (ছয়)টি প্রকল্প সফলতার সাথে বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে শতভাগ বিদ্যুতায়নে অবদান রেখে চলেছে। বর্তমানে এপিএসসিএল এর ৬ (ছয়)টি পাওয়ার প্ল্যান্টের স্থাপিত ক্ষমতা ১৫৮৪ মেগাওয়াট।

বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ

ক্রমিক	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	জ্বালানি	মোট স্থাপিত ক্ষমতা
০১	আশুগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (ইষ্ট)	প্রাকৃতিক গ্যাস	৪০০.১৬ মে.ও.
০২	আশুগঞ্জ ৫০ মেগাওয়াট গ্যাস ইঞ্জিন পাওয়ার প্ল্যান্ট	প্রাকৃতিক গ্যাস	৫১.৪০ মে.ও.
০৩	আশুগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি	প্রাকৃতিক গ্যাস	২১৭.১৭ মে.ও.
০৪	ইউনাইটেড আশুগঞ্জ ২০০ মেগাওয়াট মডুলার পাওয়ার প্ল্যান্ট	প্রাকৃতিক গ্যাস	১৯৫ মে.ও.
০৫	আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (সাউথ)	প্রাকৃতিক গ্যাস	৩৬০.২০ মে.ও.
০৬	আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (নর্থ)	প্রাকৃতিক গ্যাস	৩৬০ মে.ও.
			মোট স্থাপিত ক্ষমতা: ১৫৮৪ মে.ও.

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

পাওয়ার প্ল্যান্টসমূহের কালের পরিক্রমায় Economic Life অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়া এবং সক্ষমতা হ্রাস পাওয়া একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। দেশে ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ, সক্ষমতাকে ধরে রাখা এবং সর্বোপরি জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য উক্ত প্ল্যান্টসমূহ প্রতিস্থাপন ও অধিক ক্ষমতা ও দক্ষতাসম্পন্ন প্ল্যান্ট নির্মাণের প্রয়োজন হয়। উক্ত প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পুরানো প্ল্যান্টসমূহ যেমন GT-1, GT-2 & ST প্রতিস্থাপন করে সেখানে আশুগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (পূর্ব) নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া ইউনিট ১, ২, ৩, ৪ এবং ৫-কে অবসর প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ইউনিটসমূহকে প্রতিস্থাপিত করে সেখানে অধিক ক্ষমতা ও দক্ষতাসম্পন্ন কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট দ্বারা প্রতিস্থাপিত করার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ইউনিট ১ ও ২-কে অবসর প্রদান করে সেখানে আশুগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (রিপ্রেসমেন্ট প্রজেক্ট) হাতে নেওয়া হয়েছে। ইউনিট ৩-৫ এর স্থলে দুইটি ৬০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া বি টাইপ আবাসিক এলাকা স্থানান্তরিত করে তদস্থলে ৩x৬০০ মেগাওয়াট উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ চলমান রয়েছে।



আওগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (পূর্ব)

পটুয়াখালী ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক সুপার থার্মাল পাওয়ার প্র্যান্টের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতাধীন সর্বমোট ৯২৫.৫০ একর ভূমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ অনুসারে ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৩ কোটি ৮২ লাখ টাকা অনুদান জমির মালিককে বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন, বাঁধ নির্মাণ (ভূমি সুরক্ষা বাঁধ নির্মাণ) ও ভূমি রোধ (ভূমি সংরক্ষণ ঢাল নির্মাণ) কাজ ৩টি সম্পাদনের জন্য গত ২৩ মার্চ ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে এপিএসসিএল ও বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট লি. (বিডিপি) এর মধ্যে পৃথক ৩টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে কাজ সম্পাদন চলমান রয়েছে। এছাড়াও পুনর্বাসন অবকাঠামো নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ মূল্যায়ন ও অনুমোদন শেষে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে গত ২৯ মে ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে এপিএসসিএল এর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের কাজ চলমান আছে। ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত অত্র প্রকল্পের আওতাধীন অধিগ্রহণকৃত জায়গায় ৪৭,৮১,৫৩৬.০০ ঘনমিটার ভূমি উন্নয়ন সম্পন্নকরণ (৫১.৮৮%), ১৩.৮০২ কি.মি. বাঁধ (ভূমি সুরক্ষা বাঁধ) নির্মাণ কাজের ৬০.৭৯% সম্পন্নকরণ, ১.৮৬৫ কি.মি. ভূমি রোধ (ভূমি সংরক্ষণ ঢাল নির্মাণ) কাজের ৪৩.৭৪% সম্পন্নকরণ, ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ১৮০টি পরিবারের পুনর্বাসন অবকাঠামো নির্মাণ কাজের ২৬.৯৮% সম্পন্নকরণ এবং ১৩.৮০২ কি.মি. সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজের ৬.৬১% সম্পন্ন হয়েছে। ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি ৬০.৭৫% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৫৫.৪৯%।

এছাড়া আসন্ন প্রকল্প হিসেবে এপিএসসিএল এর দুটি প্রকল্প পাইপ লাইনে রয়েছে-

১. আওগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (রিপ্রেসমেন্ট) প্রকল্প-যার পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশন শ্রেণিত হয়েছে। ফুয়েল বরাদ্দের জন্য পেট্রোবাংলা বরাবর আবেদন করা হয়েছে, যা জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ দ্বারা গঠিত কমিটি কর্তৃক বিবেচনাধীন রয়েছে।

২. রায়পুরা ১২০ মেগাওয়াট গ্রিডটাইড সোলার পাওয়ার প্র্যান্ট প্রকল্প যার পিডিপিপি বিদ্যুৎ বিভাগে শ্রেণিত হয়েছে এবং ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত নিজস্ব অর্থ ব্যবহারের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে এবং প্রস্তুতকৃত ডিপিপির ওপর মতামতের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় পাঠানো হয়েছে।

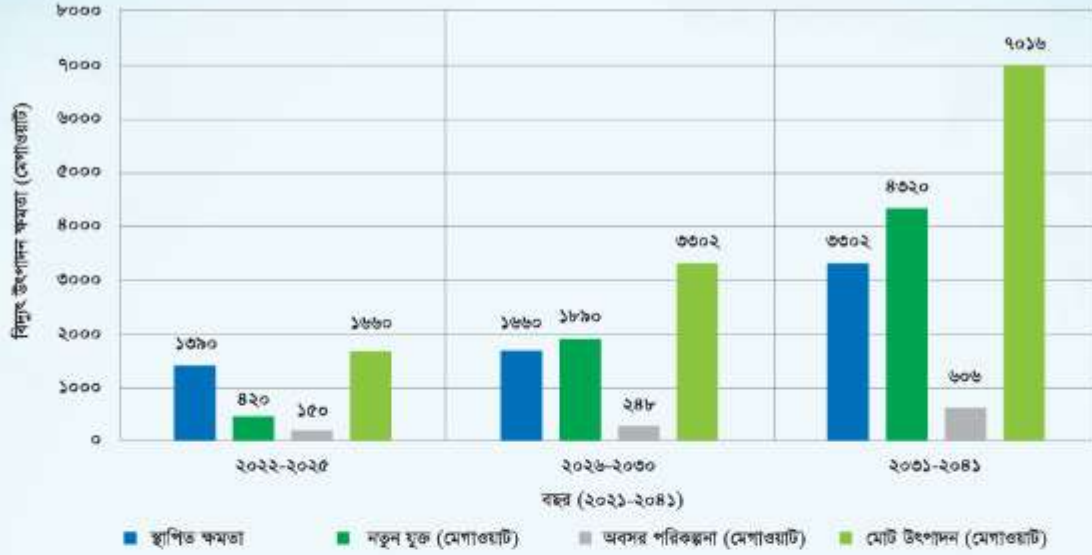
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

২০৪১ সাল নাগাদ এপিএসসিএল জাতীয় স্বার্থে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বর্ধিত করার পরিকল্পনা করেছে:

২০৪১ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকল্পে প্রকল্প

Year	Installed Capacity (MW)	New Addition (MW) Through Project	Retirement Plan (MW)	Additional Increase (MW)	Total Generation (MW)
1	2	3	4	5=3-4	6= 2+5
2022-2025	1390	420	150	270	1660
		Ashuganj 400 MW CCPP (East)	Ashuganj Unit-5		
2026-2030	1660	120+450+1200+120=1890	53+195=248	1642	3302
		Raipura 120 MW Grid Tied Solar Power Plant (Phase-1), Ashuganj 450 MW CCPP (Replacement Project), Patuakhali 1200 (2x600) MW CCPP (Phase-1), Raipura 120 MW Grid Tied Solar Power Plant (Phase-2)	Ashuganj 50 MW GEPP United Ashuganj 200 MW Modular Power Plant		
2031-2041	3302	600+1200+600+100+600+1200+20=4320	223+383=606	3714	7016
		Ashuganj 600 MW CCPP (Replacement Project), Patuakhali 1200 (2x600) MW CCPP (Phase-2), Ashuganj 600 MW CCPP (Phase-1) at B-type Area, Patuakhali 100 MWp Grid Tied Solar Power Plant, Ashuganj 600 MW CCPP (Phase-2) at B-type Area, Patuakhali 1200 (2x600) MW CCPP (Phase-3), Patuakhali 20 MWp Grid Tied Wind Power Plant	Ashuganj 225 MW CCPP, Ashuganj 450 MW CCPP South		

এপিএসসিএল এর ২০৪১ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা



এপিএসসিএল এর CSR প্রেছাম

এপিএসসিএল সমাজের দায়বদ্ধতার স্থান থেকে CSR নীতি গ্রহণ করে আসছে। ২০২২-২৩ সময়কালে এপিএসসিএল CSR কার্যক্রমের জন্য ০.৩৩ কোটি টাকা (১.৫৬ কোটি টাকা বাজেটের ২১.২৬%) ব্যয় করেছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রেও এপিএসসিএল গত বছর বেশ কিছু বড় ভূমিকা পালন করেছে।

এখন পর্যন্ত প্রায় ১.০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে আশুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে এসএসসি ভোকেশনাল শিক্ষাক্রম পরিচালনা করা হয়।

এপিএসসিএল কর্তৃক বাস্তবায়িত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর জন্য শীতলীকরণের জন্য ও প্রসেস ওয়াটার হিসেবে মেঘনা নদীর পানি ব্যবহার করা হয়। ব্যবহার শেষে Effluent Treatment Plant দ্বারা বিশোধন ও ডিসচার্জ চ্যানেল দ্বারা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এনে নদীতে ছাড়া হয়। গুরু মৌসুমে সেচ কাজে সহায়তা প্রদানের জন্য উক্ত ডিসচার্জ চ্যানেলের পানি একটি সুইস গেট এর সাহায্যে আশুগঞ্জ-সরাইল এর বিশাল কৃষি জমিতে (প্রায় ৩৬,০০০ একর) ব্যবহার করা হয়।

এপিএসসিএল এর উদ্ভাবনী কার্যক্রম

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসন আয়োজিত, ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২ গত ২২-২৩ নভেম্বর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা স্টেডিয়াম প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মেলায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সকল সরকারি দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি অংশগ্রহণ করে। মেলায় প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ডিজিটাল উদ্ভাবনী আইডিয়াসমূহ উপস্থাপন করে। আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড ডিজিটালাইজড তেহিকেল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আইডিয়াটির জন্য মেলায় ২য় স্থান অর্জন করে।

ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (ইজিসিবি)

বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ সেক্টর রিফর্ম এর আওতায় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ তারিখ হতে ইজিসিবি লিমিটেড কার্যক্রম শুরু করে। প্রাথমিক পর্যায়ে তিনটি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করার মাধ্যমে ইজিসিবি লি. এর কার্যক্রম শুরু হয়। প্রকল্প তিনটির মধ্যে সিদ্ধিরগঞ্জ ২x১২০ মে.ও. পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট (পিপিপি) ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখ হতে, হরিপুর ৪১২ মে.ও. কন্ডাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট (সিসিপিপি) ০৬ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ হতে এবং সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মে.ও. সিসিপিপি এর সিম্পল সাইকেল (গ্যাস টারবাইন) ০১ মে ২০১৮ তারিখ হতে ও কন্ডাইন্ড সাইকেল ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ হতে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করে।

বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস থেকে ১০% বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে ফেনী জেলার সোনাগাজীতে ইজিসিবি লি. এর আওতায় সোনাগাজী ৭৫ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নধীন রয়েছে। উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি থেকে আগামী অক্টোবর নাগাদ বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হবে। এছাড়াও ফেনী জেলার সোনাগাজীতে জয়েন্ট ভেঞ্চারের মাধ্যমে/উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে পর্যায়ক্রমে আরও ৩০০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে ফেনী জেলার সোনাগাজীতে ইতোমধ্যে ৯৯৯.৬৫ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং আরও ৩৮৬.৪৪ একর ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে। চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলার পারকী বীচ এলাকায় ১০০ মে.ও. বায়ুচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প পরিকল্পনাধীন আছে।

ভবিষ্যৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের অংশ হিসেবে ফেনী জেলার সোনাগাজীতে পর্যায়ক্রমে ০৪টি ৫৫০ মে.ও. ক্ষমতাবিশিষ্ট কন্ডাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং মুন্সীগঞ্জে পর্যায়ক্রমে ০৫টি ৬৬০ মে.ও. ক্ষমতাবিশিষ্ট কন্ডাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মুন্সীগঞ্জ জেলায় ১৯৩.৯৮৫ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে যেখানে গ্যাসভিত্তিক কন্ডাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের নিমিত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে আছে।

দেশের সার্বিক বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ করা এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থার গুণগত মান উন্নয়ন, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, জ্বালানি বহুমুখীকরণ এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রতিরোধে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, কারিগরী লস কমানো, সকল জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার আওতায় আনা, দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়ন এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে উপরিউক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

ভিশন

জাতীয় উন্নয়নে মানসম্মত বিদ্যুৎ উৎপাদন।

মিশন

দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাণিজ্যিক উপায়ে পরিবেশ বান্ধব, সাশ্রয়ী ও মানসম্মত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা।

জনবল কাঠামো

অনুমোদিত পদ ও কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংখ্যা

ক্রম	পদের নাম	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত	শূন্যপদ
০১	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	১	১	০
০২	নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ/ওএসএম/পিএন্ডডি)	৩	২	১
০৩	প্রধান প্রকৌশলী/মহাব্যবস্থাপক	৬	৬	০

ক্রম	পদের নাম	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত	শূন্যপদ
০৪	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/উপ-মহাব্যবস্থাপক/কোম্পানি সচিব	১৬	১৪	২
০৫	নির্বাহী প্রকৌশলী/ব্যবস্থাপক	৪৩	৩৬	৭
০৬	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী/উপ-ব্যবস্থাপক	৬০	৫৫	৫
০৭	সহকারী প্রকৌশলী/সহকারী ব্যবস্থাপক/কেমিস্ট/স্টোর অফিসার	৭৮	৭২	৬
০৮	উপ-সহকারী প্রকৌশলী/জুনিয়র সহকারী ব্যবস্থাপক	৬০	৫৪	৬
০৯	৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী	৩০৫	২৫৮	৪৭
মোট:		৫৭২	৪৯৮	৭৪

** ০৪ (চার) জন কর্মচারী দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে নিয়োজিত আছে।

প্রশিক্ষণ

২০২২-২৩ অর্থবছরে ইজিসিবি লি. এর ৪৪৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ৩৭,০২০.৪ ঘন্টা স্থানীয় প্রশিক্ষণে এবং ১৫ জন কর্মকর্তা ১,০৮৮ ঘন্টা বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি

১. উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে স্থানীয় দরপত্র ১০০ কোটি টাকার নীচে সকল দরপত্র e-Gp এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে।
২. ইজিসিবি লি. এর আওতাধীন দপ্তরসমূহে এই অর্থবছরে ই-নথি থেকে ডি-নথিতে কার্যক্রম চালু হয়েছে।
৩. ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ইজিসিবি লি. এর আওতায় ERP এবং EAM এর সাতটি মডিউল এর go-live হয়। বর্তমানে ERP এবং EAM এ live কার্যক্রম চলমান আছে।

এপিএ-তে অর্জন

২০২২-২৩ অর্থবছরে ইজিসিবি লি. এর সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কর্মসম্পাদন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন:

কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২২-২৩)	বার্ষিক অর্জন (২০২২-২৩)
[১.১.১] অর্জিত আভেলিবিবিলিটি ফ্যাক্টর	%	৮০	৮৭.২৯
[১.১.২] অর্জিত অক্সিলাস কনজামশন	%	৪.২	৩.৭
[১.১.৩] অর্জিত হিট রেট (নেট)	কি.জু./কি.ও. ঘন্টা	৮,৬০০	৭৮৯৪.৫৯
[১.১.৪] অর্জিত প্র্যান্ট ফ্যাক্টর	%	৪৫	৫২.৮২
[২.১.১] ডিএসএল পেমেন্ট টু দি গর্ভনমেন্ট	%	১০০ (৬৪১ কোটি)	৬৬.১৫ (৪২৪.০১ কোটি)
[২.১.২] অর্জিত কারেন্ট রেশিও	রেশিও	১.২০ঃ১	১.২১ঃ১
[২.১.৩] অর্জিত কুইক রেশিও	রেশিও	১.১৫ঃ১	১.০৬ঃ১
[২.১.৪] অর্জিত ডেট সার্ভিস কভারেজ রেশিও (ডিএসসিআর)	রেশিও	১.২০ঃ১	১.২০ঃ১
[২.১.৫] অর্জিত পার্সেন্টেজ অব টেন্ডারস রি-টেন্ডার	%	৫.০০	০.৫৫
[২.১.৬] ইজিসিবি লি. এর ERAP তথ্যাদি হালনাগাদকরণ	%	১০০	১০০
[২.১.৭] লভ্যাংশ পরিশোধিত	তারিখ	০১.০৩.২০২৩	২০.০২.২০২৩
[৩.১.১] সোনাগাজী ৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের যন্ত্রাংশ (Support Structure) প্রকল্প এলাকায় পৌছানো	তারিখ	০১.০৩.২০২৩	৩০.০১.২০২৩

কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২২-২৩)	বার্ষিক অর্জন (২০২২-২৩)
[৩.১.২] সোনাগাজী ৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ডাইক নির্মাণ কাজের মাটি ভরাট সম্পাদিত	তারিখ	১৫.০৫.২০২৩	১০.০৫.২০২৩
[৩.১.৩] সোনাগাজী ৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ট্রান্সমিশন লাইনে টাওয়ার স্থাপনের বেইজ নির্মাণ সম্পাদিত	তারিখ	১৫.০৩.২০২৩	১২.০৩.২০২৩
[৩.১.৪] সোনাগাজী ৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ ওএন্ডএম প্রশিক্ষণ সম্পন্নকরণ	তারিখ	০১.০৪.২০২৩	৩০.০৩.২০২৩
[৩.১.৫] যৌথ উদ্যোগে ১০০ মেঃ ওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে খসড়া Tariff চূড়ান্তকরণ	তারিখ	৩০.০৩.২০২৩	০৭.০৭.২০২৩
[৩.২.১] কর্পোরেট দপ্তর, সিদ্ধিরগঞ্জ ২x১২০ মে.ও. পিপিপি, হরিপুর ৪১২ মে.ও. সিসিপিপি এবং সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মে.ও. সিসিপিপি এর আইএমএস (IMS) সনদ নবায়ন	তারিখ	৩১.১২.২০২২	১০.১১.২০২২
[৩.৩.১] ই-জিপি টেন্ডারিং সম্পাদিত (উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে সকল স্থানীয় টেন্ডার- ১০০ কোটি টাকার নিচে)	%	১০০	১০০
[৩.৩.২] পুনঃদরপত্র সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর থেকে পরবর্তীতে পুনঃদরপত্র আহবানের সময়সীমা	কার্যদিবস	৩০	৯
[৩.৪.১] কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অর্জিত প্রশিক্ষণ	জনঘন্টা	৬০	৬৩.৮৩

২০২২-২৩ অর্থবছরে ইজিসিবি লি. এর উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

- ইজিসিবি কর্তৃক ফেনী জেলার সোনাগাজীতে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে সোনাগাজী ৫০ মে.ও. (সংশোধিত ৭৫ মে.ও.) সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পে বিশ্ব ব্যাংকের ঋণের উদ্ধৃত অর্থ ব্যবহার করে নির্মিতব্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষমতা ২৫ মে.ও. বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের পূর্বানুমোদন প্রাপ্তি এবং বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক Loan Restructuring সম্পন্নের পর ১৮ অক্টোবর ২০২২ তারিখে ইপিপি ঠিকাদারকে Variation Order/Change Order ইস্যু করা হয়েছে। ইজিসিবি লি. এর কর্মতৎপরতায় একই ঋণচুক্তির আওতায় নির্মিতব্য এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষমতা ২৫ মে.ও. বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। নির্মিতব্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষমতা ২৫ মে.ও. বৃদ্ধিকরতঃ ৫০ মে.ও. হতে ৭৫ মে.ও. এ উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বর্তমানে প্রকল্পের কার্যক্রম পূর্ণগতিতে চলমান রয়েছে। আগামী অক্টোবর নাগাদ নির্মিতব্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।



সোলার পিভি মডিউল স্থাপনের কাজ



পিভি পোল ড্রাইভিং কাজের একাংশ

২. ইজিসিবি কর্তৃক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা অবস্থায় Loss Reduction and Profit Maximization সংক্রান্ত Extra Ordinary উদ্যোগের ফলে ইজিসিবি লি. এর আওতাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর দক্ষতা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় গত ১৮ জুন ২৩ তারিখে ইজিসিবির সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্র একসাথে সর্বোচ্চ ১০০১ মে.ও. বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে যা ইজিসিবির ইতিহাসে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন। চলমান বিদ্যুৎ সমস্যা নিরসনে ইজিসিবি লি. এর সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্র বর্তমানে পূর্ণ ক্ষমতায় জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে।
৩. ৪ অক্টোবর ২০২২ তারিখের Blackout এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত সিঙ্কিগঞ্জ ৩৩৫ মে.ও. সিসিপিপি এর স্টীম টার্বাইনের মেরামত কাজ ইজিসিবির নিজস্ব জনবল দ্বারা সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে যা বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সেক্টরের ইতিহাসে একটি নতুন মাইলফলকের সূচনা করেছে। গত ৯ জুন ২০২৩ তারিখে গ্রিডের সাথে সিনক্রোনাইজেশনের ফলে অত্র বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে বিদ্যুতের সংকটময় পরিস্থিতিতে পূর্ণ ক্ষমতায় বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব হয়েছে।

চলমান বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানি	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	মন্তব্য
০১	সোনাগাজী ৫০ মে.ও. (সংশোধিত ৭৫ মে.ও.) সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, ফেনী	৭৫	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৩	<ul style="list-style-type: none"> ১৫/০৬/২০২১ তারিখে JV of Trina-HYDC এর সাথে ইপি সি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা ১৫/০৯/২০২১ তারিখে কার্যকর হয়। বিশ্ব ব্যাংকের ঋণের উদ্ধৃত অর্থ ব্যবহার করে নির্মিতব্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষমতা ২৫ মে.ও. বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের পূর্বানুমোদন প্রাপ্তি এবং বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক Loan Restructuring সম্পন্নের পর ১৮/১০/২০২২ তারিখে ইপি সি ঠিকাদারকে Variation Order/Change Order ইস্যু করা হয়েছে। নির্মিতব্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষমতা ২৫ মে.ও. বৃদ্ধি করতঃ ৫০ মে.ও. হতে ৭৫ মে.ও. এ উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৮৫%।
০২	সোনাগাজী ১০০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প-২, ফেনী	১০০	সৌর	২০২৫	<ul style="list-style-type: none"> ইজিসিবি ও Marubeni Corporation, Japan এর মধ্যে চূড়ান্তকৃত JVA এবং সে আলোকে গঠিতব্য JVC এর Memorandum of Association (MoA) এবং Articles of Association (AoA) ০৯/০৫/২০২৩ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগে দাখিল করা হয় এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ইতোমধ্যে গৃহীত হয়েছে।

ক্রমিক	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানি	চালুর সন্ধ্যা তারিখ	মন্তব্য
০৩	সোনাগাজী ১০০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প-১, ফেনী	১০০	সৌর	২০২৫	<ul style="list-style-type: none"> প্রকল্পের Tariff Proposal ৭ জুলাই ২০২২ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগে দাখিল করা হয়। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (সংশোধিত ২০২১) এর আওতায় গঠিত প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ কমিটির সাথে ১ম নেগোসিয়েশন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং নেগোসিয়েশন চলমান আছে। ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকল্পটির সন্ধ্যাব্যতা যাচাই কার্যক্রম শেষ হয়েছে। প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৬ জুন ২০২৩ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগে দাখিল করা হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের বিষয়ে এডিবি প্রাথমিক সম্মতি প্রদান করেছে এবং প্রকল্পে অর্থায়নের বিষয়ে আলোচনা চলমান আছে।
০৪	পারকী বীচ ১০০ মে.ও. বায়ুচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম	১০০	বায়ু	২০২৬	<ul style="list-style-type: none"> বাংলাদেশের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত উচ্চতায় প্রকল্পের পুনঃসন্ধ্যাব্যতা সমীক্ষা করার জন্য ৭ মার্চ ২০২৩ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়।
০৫	সোনাগাজী ১০০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প-৩, ফেনী	১০০	সৌর	২০২৬	<ul style="list-style-type: none"> ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পটি জয়েন্ট ভেঞ্চারের মাধ্যমে/উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে বাস্তবায়নের বিষয়ে কার্যক্রম চলমান আছে।

পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানি	চালুর সন্ধ্যা তারিখ	মন্তব্য
০১	মুন্সীগঞ্জ ৬৬০ মে.ও. কদাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প (১ম পর্যায়)	৬৬০	প্রাকৃতিক গ্যাস/এলএনজি	২০৩০	<ul style="list-style-type: none"> ভূমি দখল হস্তান্তর চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সন্ধ্যাব্যতা যাচাই এর কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে আছে
০২	মুন্সীগঞ্জ ৬৬০ মে.ও. কদাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৬৬০	প্রাকৃতিক গ্যাস/এলএনজি	২০৩২	<ul style="list-style-type: none"> ভূমি দখল হস্তান্তর চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সন্ধ্যাব্যতা যাচাই এর কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে আছে
০৩	মুন্সীগঞ্জ ৬৬০ মে.ও. কদাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	৬৬০	প্রাকৃতিক গ্যাস/এলএনজি	২০৩৪	<ul style="list-style-type: none"> ভূমি দখল হস্তান্তর চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে

ক্রমিক	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানি	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	মন্তব্য
০৪	মুলীগঞ্জ ৬৬০ মে.ও. কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়)	৬৬০	প্রাকৃতিক গ্যাস/ এলএনজি	২০৩৬	● ভূমি দখল হস্তান্তর চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে
০৫	মুলীগঞ্জ ৬৬০ মে.ও. কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প (৫ম পর্যায়)	৬৬০	প্রাকৃতিক গ্যাস/ এলএনজি	২০৩৮	● ভূমি দখল হস্তান্তর চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে
০৬	সোনাগাজী, ফেনী ৫০০-৬০০ মে.ও. কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (১ম ইউনিট)	৫৫০	প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তরল জ্বালানি	২০২৮	● ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ● প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম শেষ হয়েছে
০৭	সোনাগাজী, ফেনী ৫০০-৬০০ মে.ও. কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় ইউনিট)	৫৫০	প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তরল জ্বালানি	২০৩২	● ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ● প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম শেষ হয়েছে
০৮	সোনাগাজী, ফেনী ৫০০-৬০০ মে.ও. কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় ইউনিট)	৫৫০	প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তরল জ্বালানি	২০৩৪	● ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
০৯	সোনাগাজী, ফেনী ৫০০-৬০০ মে.ও. কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৪র্থ ইউনিট)	৫৫০	প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তরল জ্বালানি	২০৩৬	● ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে

বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক	বিদ্যুৎ কেন্দ্র	মোট উৎপাদন (মিলিয়ন কি.ও.ঘন্টা)	অপ্লিয়োরি কনজাম্পশন (%)	প্র্যাক্ট ফ্যাক্টর (%)	অর্জিত আভেনিবিবিলিটি ফ্যাক্টর (%)
০১	সিদ্ধিরগঞ্জ ২x১২০ মে.ও. পিকিং পাওয়ার প্লান্ট	৩১৩.০২২	২.৯০%	১৭.০৬%	৯৬.০১%
০২	হরিপুর ৪১২ মে.ও. কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট	৩০৬৯.১৫	৩.৬৯%	৮৯.৩৪%	৯৫.৩৯%
০৩	সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মে.ও. কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট	৯৪৪.৮২৫	৩.৯৯%	৩২.৩৪%	৭২.৩২%
	ইজিসিবি লি. এর সর্বমোট:	৪৩২৬.৯৯৭	৩.৭০%	৫২.৮২%	৮৭.২৯%

রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড [আরপিসিএল]

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে সাথে বিদ্যুতের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ২৩ নভেম্বর ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (আরপিসিএল)-কে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাইলট প্রকল্প হিসেবে অনুমোদন দেওয়া হয়। সরকারের অনুমোদন প্রাপ্তির পর আরপিসিএল সরকারি খাতে দেশের প্রথম পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি হিসেবে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস হতে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধন লাভ করে।

বর্তমানে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) এবং ১৭টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি আরপিসিএল এর শেয়ারহোল্ডার।

কোম্পানির চালু পাওয়ার প্ল্যান্টসমূহ

ক্রমিক	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানি	বাণিজ্যিক উৎপাদনের তারিখ
০১	ময়মনসিংহ ২১০ মে.ও. কয়লাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট, ময়মনসিংহ	২১০	গ্যাস	জুলাই ২০০০
০২	গাজীপুর ৫২ মে.ও. ডুয়েল-ফুয়েল পাওয়ার প্ল্যান্ট, কভা, গাজীপুর	৫২	এইচএফও/ গ্যাস	জুলাই ২০১২
০৩	রাউজান ২৬ মে.ও. ডুয়েল-ফুয়েল পাওয়ার প্ল্যান্ট, চট্টগ্রাম	২৬	এইচএফও/ গ্যাস	মে ২০১৩
০৪	গাজীপুর ১০৫ মে.ও. এইচএফও পাওয়ার প্ল্যান্ট, কভা, গাজীপুর	১০৫	এইচএফও	মে ২০১৯

আরপিসিএল এর জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানিসমূহ

বি-আর পাওয়ারজেন লিমিটেড

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো) ও রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (আরপিসিএল) এর যৌথ উদ্যোগে সমঅংশীদারিত্বের (৫০:৫০) ভিত্তিতে ২০১০ সালের ১০ নভেম্বর RJSC হতে বি-আর পাওয়ারজেন লি. নামে নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে কোম্পানিটির ২টি পাওয়ার প্ল্যান্ট বাণিজ্যিক উৎপাদনে রয়েছে যার মধ্যে কভা ১৫০ মে.ও. ক্ষমতা সম্পন্ন এবং বাণিজ্যিক উৎপাদনের তারিখ ১৬ আগস্ট ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ, অন্যটি মিরসরাই ১৫০ মে.ও. ক্ষমতা সম্পন্ন এবং বাণিজ্যিক উৎপাদনের তারিখ ১ মে ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ। এছাড়াও আরো ২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

আরপিসিএল-নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার লিমিটেড

রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড এবং নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশন লি. (নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল), চায়না এর যৌথ উদ্যোগে সমঅংশীদারিত্বের (৫০:৫০) আরপিসিএল-নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার লিমিটেড (আরএনপিএল) নামে বিগত ২১ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে RJSC হতে নিবন্ধিত হয়। কোম্পানিটির অধীনে 'পটুয়াখালী ১৩২০ (২x৬৬০) মে.ও. কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প' বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ পাওয়ার ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লি.

৩১ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড এবং শেনজেন স্টার ইন্সট্রুমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (স্টার ইন্সট্রুমেন্ট), চায়না এর যৌথ উদ্যোগে যথাক্রমে ৫১:৪৯ অংশীদারিত্ব বাংলাদেশ পাওয়ার ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লি. (বিপিইএমসি) গঠিত হয়।

উক্ত কোম্পানির অধীনে গাজীপুর এর টঙ্গীতে একটি স্মার্ট প্রিপেইড মিটার অ্যাসেম্বলিং এন্ড ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। কোম্পানিটি ক্রয় আদেশের ভিত্তিতে বিভিন্ন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে Smart Pre-payment Meter সরবরাহ এবং মিটার স্থাপন কাজ করছে। এছাড়াও ট্রান্সফরমার ফ্যাক্টরী স্থাপন ও ডেসকোর আওতায় উত্তরা এলাকায় Underground প্রকল্প বাস্তবায়নে TBEA, China এর সাথে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে।

আরপিসিএল এর বাস্তবায়নাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম এবং অবস্থান	কাজের অগ্রগতি (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)	চালুর সম্ভাব্য তারিখ
০১	ময়মনসিংহ ৩৬০ (± ১০%) মে.ও. ডুয়েল-ফুয়েল (গ্যাস/এইচএসডি) কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	ভৌত অগ্রগতি ২০% আর্থিক অগ্রগতি ৩০.৫৯%	৩০ জুন ২০২৫
০২	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে ১০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	ভৌত অগ্রগতি ১৩.৮০% আর্থিক অগ্রগতি ৯.৮৭%	৩১ ডিসেম্বর ২০২৪
০৩		ভৌত অগ্রগতি ৭৫.৮৩% আর্থিক অগ্রগতি ৫৭.১৭%	১ম ইউনিট: জুন ২০২৪ ২য় ইউনিট: অক্টোবর ২০২৪



পটুয়াখালী ১৩২০ (২x৬৬০) মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, পটুয়াখালী

আরপিসিএল কর্তৃক ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	অবস্থান	ক্যাপাসিটি (মে.ও.)	জ্বালানির ধরণ	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	অগ্রগতি
০১	পঞ্চগড় ৩০ মে.ও. সোলার পিভি পাওয়ার প্র্যান্ট নির্মাণ প্রকল্প	বোদা, পঞ্চগড়	৩০	সোলার	ডিসেম্বর ২০২৫	প্রকল্পটি AGPCL এর সাথে Joint Venture গঠন করে বাস্তবায়িত হবে। MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে।
০২	গাজীপুর ৪৫০ মে.ও. কন্সট্রাক্ট সাইকেল পাওয়ার প্র্যান্ট নির্মাণ প্রকল্প	কড্ডা, গাজীপুর	৪৫০	গ্যাস/এলএনজি	জুন ২০৩০	ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সম্ভাব্যতা যাচাই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গ্যাস সরবরাহের সম্মতি পেলে ECA Financing এর আওতায় EPC নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।
০৩	গজারিয়া ৬০০ মে.ও. এলএনজি ভিত্তিক কন্সট্রাক্ট সাইকেল পাওয়ার প্র্যান্ট প্রকল্প	গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ	৬০০	এলএনজি/গ্যাস	জুন ২০৩৪	ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সম্ভাব্যতা যাচাই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পেরোবাংলা থেকে গ্যাস সরবরাহের সম্মতির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।
০৪	৫০ মে.ও. বায়ুভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	কলাপাড়া, পটুয়াখালী	৫০	সোলার	জুন ২০২৮	ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। সম্ভাব্যতা যাচাই কাজ চলমান। EIB এই প্রকল্পে অর্থায়নের আয়ত্ব ব্যক্ত করেছে।
০৫	গজারিয়া ৫০ মে.ও. সোলার পিভি পাওয়ার প্র্যান্ট	গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ	৫০	বায়ু	ডিসেম্বর ২০২৫	ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সম্ভাব্যতা যাচাই কাজ চলমান। প্রকল্পটি GoB ও RPCL এর শেয়ারহোল্ডারগণের অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে।
০৬	জাজিরা-মাওয়া ১০০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	জাজিরা, শরীয়তপুর	১০০	সোলার	ডিসেম্বর ২০২৬	ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। প্রকল্পটি Powerchina-Convergence-TEL Consortium এবং RPCL এর সমন্বয়ে গঠিত JV কোম্পানির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বি-আর পাওয়ারজেন লি.

বি-আর পাওয়ারজেন লিমিটেড (বিআরপিএল) দেশের একটি সরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানি। বাংলাদেশ সরকারের পাওয়ার সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট এবং সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর অধীনে ২০১০ সালে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে রেজিস্ট্রার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্মস (RJSC) কর্তৃক বিআরপিএল নিবন্ধিত হয়। কোম্পানির নিবন্ধন নং হলো C-88100। বর্তমানে বিআরপিএল এর মোট শেয়ারের ৬৩.২০% গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মালিকানাধীন, ১৮.৪০% মালিকানা বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (BPDB) এবং অবশিষ্ট ১৮.৪০% রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (RPCL) এর মালিকানাধীন।

দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ উৎপাদন কর্মসূচির সাথে সংগতি রেখে বিআরপিএল বিদ্যুৎ উৎপাদন করে যাচ্ছে এবং নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে কোম্পানিটি গাজীপুরের কডডায় একটি ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনা করছে। বিআরপিএল উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ভিশন

নির্ভরযোগ্য ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ।

মিশন

দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন।

উদ্দেশ্য

কোম্পানির ভিশন ও মিশন এর আলোকে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন করতঃ চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

কোম্পানি গঠনের তারিখ	১০ নভেম্বর ২০১০ খ্রিস্টাব্দ
কার্যক্রম শুরুর তারিখ	১৬ আগস্ট ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
অনুমোদিত মূলধন	২,০০০ কোটি টাকা
পরিশোধিত মূলধন	৮৫৯,৯৩,৬৬,১৩০.০০ টাকা
বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা	১৫০ মে.ও.
জনবল	১৭৪ জন

বি-আর পাওয়ারজেন লি. এর চলমান প্রকল্পসমূহ

০১. মিরসরাই ১৫০ মেগাওয়াট ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্পটির টার্ন-কী ঠিকাদার: Sinohydro Corporation Ltd., China; চুক্তি কার্যকরের তারিখ: ৬ জুন ২০১৮; আর্থিক অগ্রগতি: ৯৬.১৮% এবং ভৌত অগ্রগতি: ৯৮.৮৫%।



মিরসরাই ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের প্ল্যান্ট ভিউ

০২. শ্রীপুর ১৫০ মেগাওয়াট ($\pm 10\%$) HFO ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্পটির টার্ন-কী ঠিকাদার: Max Infrastructure Ltd.; সম্ভাব্য COD: মার্চ ২০২৩; আর্থিক অগ্রগতি: ১৪.৭৫% এবং ভৌত অগ্রগতি: ৮.৩০%।

০৩. মাদারগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট গ্রিড টাইড সোলার পিভি পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প

গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে জনসংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে মাদারগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট সোলার পিভি পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ প্রকল্পের ট্যারিফ অনুমোদিত হয়। ২৭ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে বিপিভিবি হতে প্রকল্পের LoI প্রদান করা হয় এবং ১৫ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকল্পের ৩৪৮.৩৪৮০ একর ভূমি সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়, মাদারগঞ্জ, জামালপুর এর নিকট থেকে বি-আর পাওয়ারজেন লি. দখল গ্রহণ করে। বর্তমানে PPA ও IA স্বাক্ষরের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং JVA ও JVC গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সম্ভাব্য COD ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠান যা ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে ৫ সেপ্টেম্বর ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে নিবন্ধিত হয়।

দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো ও প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ওপর নির্ভরতা কমানো এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ২০১১ সালে কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড গঠন করা হয়। বিদ্যুৎ খাতে সরকারের মহাপরিকল্পনা PSMP বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সিপিজিসিবিএল সর্বাধুনিক আক্টোসুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, এলএনজি ভিত্তিক কয়লাইভ সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

রূপকল্প

আলোকিত দেশ, যত্নে পরিবেশ।

অভিলক্ষ্য

উদ্ভাবনী ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির দ্বারা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বৃহত্তম এবং নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানিতে পরিণত করে সর্বসাধারণের জন্য বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা।

সিপিজিসিবিএল এর চলমান প্রকল্প

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	উৎপাদন ক্ষমতা (মে.ও.)	জ্বালানির ধরন	সম্ভাব্য চালুর তারিখ
০১	মাতারবাড়ি ২x৬০০ মেগাওয়াট আক্টো সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)	১২০০	আমদানিকৃত কয়লা	১ম ইউনিট জানুয়ারি ২০২৪ ২য় ইউনিট জুলাই ২০২৪ (Warranty Period: Upto July 2026)

মাতারবাড়ি ২x৬০০ মে.ও. আক্টো সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য

১. প্রকল্পের নাম: মাতারবাড়ি ২ x ৬০০ মে.ও. আক্টো সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)।
২. বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০২৬।
৩. উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা: জাইকা, জাপান।

৪. প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫১,৮৫৪.৮৮ কোটি টাকা (জিওবি: ৬,৪০৬.১৬ কোটি টাকা, প্রকল্প সাহায্য: ৪৩,৯২১.০৩ কোটি টাকা, নিজস্ব: ১,৫২৭.৬৯ কোটি টাকা)।
৫. ২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ (আরএডিপি): মোট ৭,৮১৬.২৬ কোটি টাকা (জিওবি: ১,০৪০.০০ কোটি টাকা, প্রকল্প সাহায্য: ৬,৫১১.২৬ কোটি টাকা, নিজস্ব: ২৬৫.০০ কোটি টাকা)।
৬. ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুন ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি মোট ৮,০৩৯.৮৯ কোটি টাকা (জিওবি: ১,০৪০.০০ কোটি টাকা, প্রকল্প সাহায্য: ৬,৭৪৭.১৯ কোটি টাকা, নিজস্ব: ২৫২.৭০ কোটি টাকা অর্থাৎ বরাদ্দের ১০২.৮৬%)।
৭. জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি: আর্থিক: মোট ৩৩,২৪৯.০২ কোটি টাকা (জিওবি: ৪,১১৩.৭৯ কোটি টাকা, প্রকল্প সাহায্য: ২৮,৩৬০.১৪ কোটি টাকা ও নিজস্ব: ৭৭৫.০৯ কোটি টাকা)। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৭৬.৮০% এবং আর্থিক অগ্রগতি জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৬৪.১২%।



মাতারবাড়িতে নির্মিত পোর্ট ও পাওয়ার প্ল্যান্ট

প্রকল্পের আওতায় বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কয়লা ও তেল আনলোডিং জেটিসহ ১৪.৩ কি.মি. দীর্ঘ, ৩৫০ মিটার প্রশস্ত এবং ১৮.৫ মিটার গভীরতার পোর্টসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২৭৫ মিটার উঁচু চিমনি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কমিশনিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্পের ১ম ইউনিট জানুয়ারি ২০২৪ এবং ২য় ইউনিট জুলাই ২০২৪ সালে বাণিজ্যিক উৎপাদনে আসবে।



মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কয়লা ও তেল আনলোডিং জেটি, গেট ও চ্যানেল

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন পরবর্তী সম্ভাব্য অর্জন

- আট্টা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ১২০০ মে.ও. ক্ষমতার জ্বালানী সাশ্রয়ী, উচ্চ দক্ষতা এবং নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত হবে;
- প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় পল্লী বিদ্যুতায়নের ফলে স্থানীয় জনগণের ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে;
- প্রকল্প এলাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির জন্য পোল্ট্রি ফার্মিং, মাছ চাষ, কম্পিউটার, ইলেকট্রিক, এসি/ফ্রিজ মেরামত, সেলাই মেশিন চালনা, ওয়েল্ডিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং স্থানীয়দের কারিগরি উন্নয়নের জন্য টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে;
- প্রকল্পের আওতায় নির্মিত পোর্ট অবকাঠামো দেশের একমাত্র গভীর সমুদ্র বন্দর যা দেশের আমদানি-রপ্তানিতে যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করবে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে;
- এছাড়াও এই প্রকল্পের চ্যানেল অবকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে কোল ট্রান্শিপমেন্ট টার্মিনাল (CTT) নির্মাণের মাধ্যমে অন্যান্য কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কয়লা সরবরাহ করা যাবে যা জ্বালানী মূল্য সাশ্রয়ে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে;
- মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ MIDI এলাকার অন্যান্য প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে; এবং
- মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প মাতারবাড়ি-মহেশখালী এলাকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের MIDI সেলের আওতায় বিভিন্ন জ্বালানী ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কোল ট্রান্শিপমেন্ট টার্মিনাল, এলপিগিজ-এলএনজি টার্মিনাল, মাতারবাড়ি পোর্ট, ইকোনমিক জোন, রেলওয়ে নেটওয়ার্ক এবং মাতারবাড়ি বন্দরের সাথে যোগাযোগ সড়ক নির্মাণসহ ৩৭টি জাতীয় উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের দ্বার খুলে দিয়েছে, যা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য এক মাইলফলক।

সিপিজিসিবিএল এর পরিকল্পনাধীন প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	উৎপাদন ক্ষমতা (মে.ও.)	জ্বালানির ধরন	সম্ভাব্য চালুর তারিখ
০১	সিপিজিসিবিএল-Sembcorp ৪০০ (±১০%) মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, মাতারবাড়ি, কক্সবাজার	৪০০ (±১০%)	নবায়নযোগ্য জ্বালানি	মার্চ ২০২৫
০২	সিপিজিসিবিএল- Mitsui ৫০০-৬০০ মেগাওয়াট এলএনজি বেইজড্ কনসাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট (JV of CPCGBL & Mitsui, Japan)	৫০০-৬৩০	এলএনজি	জুন ২০২৮
০৩	৫০ মেগাওয়াট গ্রিড-টাইড সোলার পাওয়ার প্রজেক্ট, মাতারবাড়ি, কক্সবাজার	৫০	নবায়নযোগ্য জ্বালানি (সোলার)	ডিসেম্বর ২০২৮
০৪	৫০ মেগাওয়াট গ্রিড-টাইড উইন্ড পাওয়ার প্রজেক্ট, মাতারবাড়ি, কক্সবাজার	৫০	নবায়নযোগ্য জ্বালানি (উইন্ড)	ডিসেম্বর ২০২৮
০৫	কোল ট্রান্শিপমেন্ট টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প, মাতারবাড়ি, কক্সবাজার	-	-	ডিসেম্বর ২০২৮
০৬	মাতারবাড়ি ২x৬০০ মেগাওয়াট আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট (২য় পর্যায়)	১২০০	আমদানিকৃত কয়লা	ডিসেম্বর ২০৩১



পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি. (পিজিসিবি)

দেশের বিদ্যুৎ খাতের পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি. এর কার্যক্রম শুরু করা হয়। যার উদ্দেশ্য হলো বিদ্যুৎ সঞ্চালনে বাণিজ্যিক পরিবেশ আনয়নের লক্ষ্যে দক্ষতা বৃদ্ধি, গতিশীলতা এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা। এই কোম্পানি ১৯৯৬ সালের নভেম্বর মাসে অনুমোদিত মূলধন টাকা ১,০০০ কোটি নিয়ে গঠিত হয়। বর্তমানে এ কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন টাকা ১০,০০০ কোটি-তে উন্নীত করা হয়েছে। বিদ্যুতের জাতীয় গ্রিড দক্ষতার সাথে পরিচালনা এবং সম্প্রসারণ করার জন্য এই কোম্পানিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই অথরিটি এর সঞ্চালন অবকাঠামো/সম্পদ হস্তান্তর-গ্রহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পিজিসিবি কার্যক্রম শুরু করে। পিজিসিবি বিগত ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে সঞ্চালন সম্পত্তি বুঝে নেওয়ার পর থেকে দক্ষ ও কার্যকরভাবে সেগুলো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে সারাদেশে হাইভোল্টেজ বিদ্যুৎ সঞ্চালন চালিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ সঞ্চালন সংশ্লিষ্ট কাজের পরিধি ও ব্যাপ্তি আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। বিগত ১০ বছরে দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে সঞ্চালন সুবিধা।

ভিশন

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সবার নিকট বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য নির্ভরযোগ্য সঞ্চালন করা।

মিশন

জাতীয় পাওয়ার গ্রিডের দক্ষ ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশব্যাপী মানসম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সঞ্চালন নিশ্চিত করা।

কোম্পানির মূল লক্ষ্য হচ্ছে ন্যাশনাল গ্রিডকে ক্রমোন্নয়নের মাধ্যমে আরও দক্ষ ও কার্যকর করে গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যে পিজিসিবি প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রাথমিক সম্ভাব্যতা যাচাই, অনুসন্ধান, গবেষণা, প্রকৌশল ডিজাইন প্রস্তুতের মাধ্যমে নতুন সঞ্চালন লাইন এবং গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ করে যাচ্ছে। একইসঙ্গে সঞ্চালন লাইন, গ্রিড উপকেন্দ্র, লোড ডিসপ্যাচ সেন্টার ও যোগাযোগ সুবিধাসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করাও এর লক্ষ্য।



রহনপুর-বগুড়া ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন

এ কোম্পানি গঠনের উদ্দেশ্যের মধ্যে আঞ্চলিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উচ্চ ভোল্টেজের নেটওয়ার্ক সিস্টেমের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং পরিচালন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিদ্যুৎ সেটরে পরামর্শ সেবা প্রদান, ইউটিলিটি প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ বিষয়ক সামগ্রিক নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন, বিদ্যুৎ ক্রয়-বিক্রয়ও পিজিসিবি'র মোমোরোভাম-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

পিজিসিবি'র দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মীগণ পুরো সিস্টেমের সুষ্ঠু পরিচালন, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের কাজে নিয়োজিত। ২০২২-২৩ অর্থবছর শেষ প্রান্তে পিজিসিবিতে মোট ৩,৩৮২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত ছিলেন।

দেশ জুড়ে সঞ্চালন ব্যবস্থা সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি বিদ্যুৎ আমদানি-রপ্তানির জন্য ভারতের সঙ্গে দু'টি আন্তঃদেশীয় বিদ্যুতের গ্রিড সিস্টেম গড়ে তোলা হয়েছে। বর্তমানে প্রতিদিন ভারত হতে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা হয়ে ১,০০০ মেগাওয়াট এবং কুমিল্লা হয়ে ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও ভারতের ঝাড়খণ্ডে নির্মিত আদানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ বাংলাদেশের জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করতে চাঁপাইনবাবগঞ্জের রহনপুর-মনাক্ষা সীমান্তে আন্তঃদেশীয় গ্রিড লাইন নির্মাণ করে চালু করা হয়েছে। স্থানীয়ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি আমদানি চলমান থাকায় দেশে বিদ্যুৎ ঘাটতি না থাকলেও কোন কোন স্থানে কিছুটা সঞ্চালন সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যা দূর করতে বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে পিজিসিবি উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছে।

কোম্পানি আইন অনুযায়ী, পিজিসিবি'র নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ তথা কোম্পানি পরিচালনার গুরু দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন ১২ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালক পর্ষদ। পরিচালক পর্ষদের সহায়ক হিসেবে রয়েছেন বেশ কয়েকটি সাব-কমিটি। এছাড়াও চারজন নির্বাহী পরিচালকসহ কোম্পানিতে একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক রয়েছেন।



১২ মার্চ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত পিজিসিবি'র ৫৬৭/২০২৩ তম বোর্ড সভা।

পিজিসিবি'র প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। আফতাবনগর, বাড্ডা, ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় পিজিসিবি'র পরিচালনাধীন ন্যাশনাল লোড ডেসপ্যাচ সেন্টার সংলগ্ন ১.৭৩ একর ভূমিতে দু'টি বেজমেন্টসহ ২০ তলা বিশিষ্ট কোম্পানির প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ কাজ চলছে, যার সর্বমোট ফ্লোর এরিয়ার পরিমাণ ৫৫,০০০ বর্গমিটার। এছাড়াও সারাদেশে মাঠপর্যায়ে ২৫টি গ্রিড সংরক্ষণ বিভাগ (জিএমডি) এর মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডের দৈনন্দিন পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষন কার্যক্রম চলছে।

ঢাকা পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. [ডিপিডিসি]

বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রমের আওতায় ১৯৯০ সালের ৩৬ নম্বর আইন এর মাধ্যমে বৃহত্তর ঢাকা জেলায় বিদ্যুৎ বিতরণের লক্ষ্যে ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই অথরিটি (ডেসা) গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ৩ নভেম্বর ১৯৯৬ সালে কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে ডেসার আওতাধীন মিরপুর এলাকা নিয়ে ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিমিটেড যাত্রা শুরু করে। অতঃপর ডেসার আওতাধীন গুলশান, উত্তরা, বনানী, বারিধারা ও টঙ্গী এলাকা পর্যায়ক্রমে ডেসকো-কে হস্তান্তর করা হয়। অপরদিকে, বৃহত্তর ঢাকা যথা: সাভার, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ঘোড়াশাল, কেরানীগঞ্জ প্রভৃতি এলাকা বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর নিকট পর্যায়ক্রমে হস্তান্তর করা হয়।

ডিপিডিসি'র আওতাধীন এলাকা

উত্তর: শ্যামলী, শেরেবাংলা নগর, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, রামপুরা ব্রিজ থেকে বালু নদী; দক্ষিণ: বুড়িগঙ্গা নদী; পূর্ব: বুড়িগঙ্গা নদী; পশ্চিম: গাবতলী বাস টার্মিনাল থেকে তুরাগ নদী ও বুড়িগঙ্গা নদী পর্যন্ত এবং নারায়ণগঞ্জ শহর। প্রায় ২৫০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ডিপিডিসি বিদ্যুৎ বিতরণ করে।

রূপকল্প

তথ্যপ্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমের মাধ্যমে ডাটা-কেন্দ্রিক অবকাঠামো নির্মাণ, বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও সক্ষমতা এবং নির্ভরযোগ্য, প্রতিযোগিতামূলক বিদ্যুৎ সরবরাহ করে গ্রাহকগণের সন্তুষ্টি অর্জন ও দেশের সেরা বিদ্যুৎ সংস্থা হওয়া।

অভিলক্ষ্য

- নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ডিপিডিসি'র সর্বস্তরের পরিচালনা পদ্ধতি ডাটা-কেন্দ্রিক বিগ ডাটা মানসিকতায় বিবর্তন করা।
- উপকেন্দ্র ও বিতরণ লাইন এর প্রতিটি ডিভাইস এবং মিটারিং এর সর্বক্ষেত্রে টু-ওয়ে কমিউনিকেশনসহ ডাটা-কেন্দ্রিক অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রি-ট্রেনিং ও ফ্রেশ রিক্রুটমেন্ট করা।
- দেশের ও কোম্পানির প্রচলিত আইন ও বিধি প্রতিপালন এবং নির্দেশনা যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে সকল অংশীজনদের কাছে ডিপিডিসি-কে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

মূল্যবোধ

- গ্রাহককে ডিপিডিসি'র অস্তিত্বের মূল ভিত্তি বিবেচনা করে দ্রুত, সাশ্রয়ী ও কামেলামুক্ত সেবা প্রদানের নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করা;
- স্বল্পতম সময়ে, সহজে ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় গ্রাহক সংযোগ প্রদান করা;
- ব্যয় যৌক্তিককরণ ও আয় বৃদ্ধির নতুন ক্ষেত্র অন্বেষণের মাধ্যমে ডিপিডিসিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা;
- সম্পদের পুনর্মূল্যায়ন, সরকার ও অন্যান্য পাওনাদারগণের দায় পরিশোধ এবং বকেয়ার পরিমাণ যৌক্তিক পর্যায়ে নামিয়ে আনার মাধ্যমে কোম্পানির ব্যালেন্স শীটকে বিনিয়োগকারীদের নিকট আস্থাভাজন করা; এবং
- নতুন ও উদ্ভাবনী কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ডিপিডিসি'র সকল কার্যক্রমে গতিশীলতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

কৌশল

- গ্রাহক সন্তুষ্টিই কোম্পানির অস্তিত্বের মূলভিত্তি
- সর্বক্ষেত্রে সততা ও শুদ্ধাচার অনুসরণ
- সেবাকে সর্বোচ্চ মানে উন্নীতকরণ
- ডিপিডিসি'র প্রতিটি কর্মীই পরিবর্তনের হাতিয়ার

ডিপিডিসি'র প্রধান কার্যক্রম

- ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে নতুন বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ এবং বিদ্যমান উপকেন্দ্রসমূহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা সচল রাখার জন্য বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্রসমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;
- নির্ভুল SAIDI পরিমাপের জন্য সকল ১১ কেভি ফিডারে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু করা;
- গ্রাহকগণকে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ প্রদানের লক্ষ্যে বিতরণ ট্রান্সফরমারগুলোর ওভারলোড হ্রাস করা;
- দ্রুততম সময়ের মধ্যে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা;



'Smart Grid Pilot Project Under DPDC' শীর্ষক ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও বনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এমপি এবং বিশেষ অতিথি বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও অন্যান্য অংশগ্রহণকারীবৃন্দ।
তারিখ: ১ জানুয়ারি ২০২৩

- পোস্ট-পেইড গ্রাহকগণের মিটার রিডিং যথাযথভাবে গ্রহণ, সময়মতো বিদ্যুৎ বিল প্রস্তুত ও প্রেরণ এবং তা আদায় করা;
- সকল গ্রাহককে পর্যায়ক্রমে প্রি-প্রেমেন্ট মিটারিং সিস্টেমের আওতায় আনয়ন করা;
- বিকাশ, নগদ প্রভৃতি নন-ব্যাংকিং মাধ্যম ও গ্রামীণফোন, রবি আজিয়াটা প্রভৃতি মোবাইল কোম্পানি এবং অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সহজে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ব্যবস্থা করা;
- প্রি-পেইড মিটার অনলাইন রিচার্জ ও ব্যালেন্স চেক এর ব্যবস্থা করা;
- কল সেন্টারের (১৬১১৬) মাধ্যমে গ্রাহক অভিযোগ দ্রুততম সময়ে গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা;
- গ্রাহকগণের বিদ্যুৎ সংক্রান্ত যে কোনো অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ৩৬টি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ (Control Room) থেকে সার্বক্ষণিক সেবা প্রদান করা।

ডিপিডিসি'র কারিগরি সক্ষমতার তথ্য

বিগত ১৫ বছরে গ্রাহকের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবিলায় বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন, উপকেন্দ্র নির্মাণ, ট্রান্সফরমার স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্নে তা সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করা হলো:

বিবরণ	সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন (কি.মি.)	১৩২/৩৩ ও ১৩২/১১ কেভি উপকেন্দ্র		৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র		সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা	বিতরণ ট্রান্সফরমার (সংখ্যা)
		সংখ্যা	সক্ষমতা (এমভিএ)	সংখ্যা	সক্ষমতা (এমভিএ)		
২০০৮-০৯	৩৯৩৩	১২	১৫৯৫	৩৪	১৪৬১	১১৩৮	৯২১০
২০০৯-১০	৪০০৩	১২	১৫৯৫	৩৪	১৭৫০	১১৭০	৯৬১৩
২০১০-১১	৪০৫৩	১২	১৫৯৫	৩৪	১৭৫০	১২১৬	৯৫৫৭
২০১১-১২	৪০৭৩	১২	১৮২০	৩৪	২০৩০	১২৮০	৯৮৩৬
২০১২-১৩	৪০৮৫	১২	১৮২০	৩৮	২১৪২	১২১৭	১০৪৩৮
২০১৩-১৪	৪২৬৬	১২	১৮৪৮	৪২	২২৮২	১২৮৬	১১১৭১
২০১৪-১৫	৪৮৩১	১৪	২১৪৮	৪৩	২৩৬২	১৩২৮	১০১৬২
২০১৫-১৬	৪৯৩৮	১৪	২১৪৮	৪৩	২৪৯২	১৪৯২	১০৭২৭
২০১৬-১৭	৫০৪৯	১৪	২২৯৮	৪৪	২৫৯০	১৫৩১	১১৩০৭
২০১৭-১৮	৫৩৭১	১৪	২৩৭৩	৪৪	২৬৪৬	১৪৭৯	১২২২৬
২০১৮-১৯	৫৬৬০	১৪	২৪১৮	৫১	৩১৫০	১৬৭২	১২৬১৪
২০১৯-২০	৫৭৪১	১৬	২৯৪৩	৫৭	৩৬৫৪	১৬৩৫	১২৭৭৭
২০২০-২১	৫৮৩৫	১৮	৩৫৫৮	৬০	৩৯১৩	১৬৩৭	১২৯৭৭
২০২১-২২	৫৯১৬	২০	৪১৭৮	৬৪	৪৩৬১	১৮০৬	১৩২৪১
২০২২-২৩	৬০০৩	২০	৪১২৮	৮	৪৪৬৮	২১৩৫	১৩৫৯৬

ডিপিডিসিতে জিআইএস ভিত্তিক ম্যাপিং

ডিপিডিসি বোর্ডে ১৮১তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিডিসি'র পরিকল্পনা, সিস্টেম পরিচালনা এবং বস্টন ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জিআইএস ভিত্তিক ম্যাপিং চালু করার জন্য ২০১৫ সালে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। উক্ত প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো কাস্টমার, পোল, ট্রান্সফরমার, ১১ কেভি ফিডার, ১৩২/৩৩ কেভি এবং ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন, ১১ কেভি সুইচিং স্টেশন ইত্যাদির তথ্যের সমন্বয়ে একটি ডাটাবেইজ তৈরি করা এবং ডিপিডিসির জিআইএস মানচিত্র ও আইসিটি'র বিদ্যমান ডাটাবেইজগুলিকে সমন্বিত করা। বর্তমানে ডিপিডিসি'র সকল উপকেন্দ্র (৮৮টি), ৩৩ কেভি ও ১১ কেভি লাইন এর জিআইএস ম্যাপিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকল্প সংক্রান্ত

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় ডিপিডিসিতে বর্তমানে ৬টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে যা নিম্নরূপ:

- প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রজেক্ট ফর ০৬ এনওসিএস আন্ডার ডিপিডিসি
- ডিপিডিসি'র আওতাধীন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ
- ডিপিডিসি'র আওতাধীন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প
- ডিপিডিসি'র আওতাধীন এলাকায় আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন প্রকল্প
- ডিপিডিসি'র আওতায় ঢাকার কাওরানবাজারে ভূ-গর্ভস্থ উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প এবং
- ডিপিডিসি'র আওতাধীন এলাকায় উপকেন্দ্র নির্মাণ ও পুনর্বাসন, বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় ক্যাপাসিটর ব্যাংক স্থাপন এবং স্মার্ট গ্রিড ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রকল্প।

বাণিজ্যিক কার্যক্রম

ডিপিডিসি'র প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড নিম্নরূপ:

- ডিপিডিসি'র আওতাধীন সকল গ্রাহককে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা;
- পোস্ট-পেইড গ্রাহকগণের আঙ্গিনায় গিয়ে মিটার রিডিং সংগ্রহ, বিদ্যুৎ বিল প্রস্তুত ও প্রেরণ এবং আদায় করা;
- নষ্ট/খারাপ মিটার পরিবর্তন করা;
- খেলাপি গ্রাহকদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা ও বকেয়া পরিশোধের পর পুনঃসংযোগ প্রদান করা;
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী চিহ্নিত করে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা;
- নতুন (গ্রাহক) সংযোগ প্রদান করা;
- গ্রাহক অভিযোগ নিষ্পত্তি করা প্রভৃতি।

২০২২-২৩ অর্থবছরে ডিপিডিসি'র ট্যারিফওয়ারী গ্রাহক সংখ্যা এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারের হার

গ্রাহক শ্রেণি	গ্রাহক সংখ্যা	গ্রাহক সংখ্যার হার (%)	বিদ্যুৎ ব্যবহার (মি.কি.ও.ঘ)	গ্রাহক সংখ্যার হার (%)
আবাসিক	১৫০৭৯৯৭	৯০.৩৭	৪২২.৯৫৩	৪৫.২৪৫
কৃষি	২০	০.০০	০.০০৭	০.০০১
শিল্প	২৭০৬৩	১.৬২	২৭৭.৮২২	২৯.৭২০
শিক্ষা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল	৫১৪৫	০.৩১	১০.০৩৯	১.০৭৪
রাস্তার বাতি, পানির পাম্প, ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন	১২৩১	০.০৭	১.৩৫৯	০.১৪৫
বাণিজ্যিক	১০৮৬৯০	৬.৫১	১৬১.১৮৮	১৭.২৪৩
নির্মাণ	১৬০৮৬	০.৯৬	৫.৫৮৪	০.৫৯৭
ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন	১৬০২	০.১০	৬০৪০২	০.৬৮৫
সাধারণ	৮১১	০.০৫	৪৯.৪০০	৫.২৮৫
অস্থায়ী	৪৯	০.০০	০.০৫৪	০.০০৬
মোট:	১৬৬৮৬৯৪	১০০.০০	৯৩৪.৮০৯	১০০.০০

বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনাস্বাস

UN's Habitat data অনুযায়ী ঢাকা পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ শহর। এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ৪৪,৫০০ জন মানুষ বসবাস করে। এরূপ জনবহুল ও অপরিবর্তনীয়ভাবে গড়ে ওঠা নগরীতে বিদ্যুৎ বিতরণ সবসময় ঝুঁকিপূর্ণ। ঝড়-বৃষ্টি, প্রচণ্ড খরতাপ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও ডিপিডিসি'র সুদক্ষ কর্মীগণ বিদ্যুৎ সেবা অব্যাহত রাখতে ঝুঁকি নিয়ে দিনরাত কাজ করে। ফলে কখনও কখনও তারা দুর্ঘটনার শিকার হয়, এমনকি প্রাণহানিও ঘটে। ঝুঁকি এড়ানোর কৌশল হিসেবে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে লিফলেট বিতরণ, মাইকিং ও পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদানের ফলে বৈদ্যুতিক ঝুঁকি ন্যূনতম পর্যায়ে নেমে এসেছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

দক্ষ ও কর্মক্ষম মানবসম্পদ একটি প্রতিষ্ঠানের মূল চালিকাশক্তি। প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, উৎপাদনশীলতা, মুনাফা, প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অবস্থান ও সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নির্ভর করে মানবসম্পদের ওপর। প্রতিষ্ঠানের উপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব বিবেচনায় দক্ষ, যোগ্য, উৎপাদনশীল জনশক্তিসহ জনবলের optimum ব্যবহার ডিপিডিসি'র মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য।

কাঠামো ও জনবল

অনুমোদিত পদ	: ৫,৭১৮ জন
নিজস্ব লোকবল	: ৩,৪৫৮ জন
আউটসোর্সড ভিত্তিতে নিয়োজিত	: ১,৯৬৮ জন
শূন্য পদ	: ২৯২ জন

নিয়োগ কার্যক্রম চলমান ও মামলা ব্যতীত প্রকৃত শূন্য পদ ৯৭টি।

প্রশিক্ষণ

ডিপিডিসি'র জনবলকে আরো দক্ষ ও উৎপাদনশীল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণের সুবিধা রয়েছে। ডিপিডিসি'র প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন দপ্তর সারা বছর নিজ স্থাপনায় বিভিন্ন পদের লোকবলকে কারিগরি ও অকারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। এছাড়াও বিদ্যুৎ বিভাগের সক্রিয় সহযোগিতায় মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ দ্বারা ডিপিডিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারী ও প্রকৌশলীদের এপিএ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ সফলভাবে আয়োজন করা হয়েছে। ফলে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মনোবল ও নৈতিকতা দৃঢ় করে সেবার মান আরো উন্নত করা সম্ভব হচ্ছে।

বিগত পাঁচ বছরের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী:

অর্থবছর	মোট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা (জনঘণ্টা)	মোট অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা (জনঘণ্টা)	অর্জন
২০১৭-২০১৮	৩,৫৫১	২,৪৮,৯২০	২,৬৮,৫৭৮	১০৭.৯০%
২০১৮-২০১৯	৩,৫৯২	২,৫১,৪৪০	২,৮২,৯৩২	১১২.৫২%
২০১৯-২০২০	৩,৫১৮	২,১১,০৮০	২,৩২,২৬৩	১১০.০৩%
২০২০-২০২১	৩,৪৮৮	১,৭৪,৪০০	১,৯৪,৩৭৫	১১১.৪৫%
২০২১-২০২২	৩,৪৯৭	১,৭৪,৮৫০	১,৯৫,৫১৬	১১১.৮২%
২০২২-২০২৩	৩,৪৮২	২,০৮,৯২০	২,২৬,৪২০	১০৮.৩৭%

আর্থিক কর্মকাণ্ড

ডিপিডিসি একটি সেবামূলক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। সারা বছর ডিপিডিসিতে অর্থের আদান-প্রদান কার্যক্রম চলমান থাকে। তাই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে নিম্নলিখিত আর্থিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে:

- বাজেট প্রণয়ন;
- আর্থিক হিসাব বিবরণী প্রণয়ন;
- তহবিল ব্যবস্থাপনা;
- ব্যয় ব্যবস্থাপনা ও
- সম্পদ ব্যবস্থাপনা।

বাজেট প্রণয়ন

প্রতি আর্থিক বছর শুরু পূর্বে অনুমোদিত বাজেট কমিটি দপ্তর প্রধানদের সাথে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করে ঐ বছরের খসড়া সংশোধিত বাজেট ও পরবর্তী বছরের প্রাক্কলিত বাজেট প্রস্তুত করে থাকে। বিভিন্ন দপ্তরে চাহিদা ও বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় (এপিপি) অন্তর্ভুক্ত ব্যয় বিবেচনায় নিয়ে পরবর্তী অর্থবছরের খসড়া বাজেট প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তীতে ডিপিডিসি বোর্ড সভায় অনুমোদনক্রমে তা চূড়ান্ত করা হয়।

আর্থিক হিসাব বিবরণী প্রণয়ন

Accounting Software এর মাধ্যমে ডিপিডিসিতে প্রতি প্রান্তিকের জন্য আর্থিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তীতে অডিট কমিটির সুপারিশের আলোকে তা বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়ে থাকে। এছাড়াও, প্রতি আর্থিক বছর শেষে নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী অডিট কমিটির সুপারিশের আলোকে বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়।

সম্পদ ব্যবস্থাপনা

BAS 16, IFRS এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা ২০১১ এর অনুসরণে ডিপিডিসি'র সকল স্থায়ী সম্পদের মূল্যায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে এসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে এসেট সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদ করা হচ্ছে।

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসার

ডিপিডিসি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিমূলক গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। গ্রাহকের দোরগোড়ায় ডিপিডিসি'র বিভিন্ন সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে ডিপিডিসি বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তি (ICT) বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ডিপিডিসি কর্তৃক উল্লেখযোগ্য ডিজিটাল সার্ভিস এবং ই-সার্ভিস কার্যক্রমগুলো নিম্নরূপ:

ডিজিটাল সার্ভিস

- পোস্ট-পেইড গ্রাহকের অনলাইন বিল পরিশোধ;
- প্রি-পেইড মিটার অনলাইন রিচার্জ;
- পোস্ট-পেইড বিল ও লেজার;
- প্রি-পেমেন্ট মিটার সংক্রান্ত তথ্য; ও
- প্রি-পেইড ভেভিং লেজার।

ই-সার্ভিস

- অনলাইন নতুন সংযোগের আবেদন,
- অনলাইন নতুন সংযোগের আবেদন ট্র্যাকিং,
- ই-টেন্ডার ও
- ই-অকশন।

ডিপিডিসি'র উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

- আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ডিস্ট্রিবিউশন সাপোর্ট সার্ভিস ও কাস্টমার সাপোর্ট সার্ভিস চালু;
- কম্পিউটারাইজড বিলিং সিস্টেম ও ওয়ানস্টপ সার্ভিস প্রবর্তন;
- অন-লাইন বিল পেমেন্ট সিস্টেম প্রবর্তন;
- নতুন সংযোগের জন্য অন-লাইন আবেদন চালু ও ওয়েব-বেইজড একাউন্টিং সিস্টেম চালু;
- প্রি-পেমেন্ট মিটারিং সিস্টেম চালু;
- পণ্য ও সেবা ক্রয়ের জন্য ই-জিপি প্রবর্তন;
- মোবাইল এ্যাপস এর মাধ্যমে মিটার রিডিং কার্যক্রম চালু;
- আইএসও ৯০০১: ২০০৮ সনদ অর্জন;
- ওয়েব বেইজড ই-অকশন সিস্টেম চালু;
- প্রি-পেমেন্ট মিটার কার্ড রিচার্জের জন্য ভেভিং মেশিন স্থাপন;
- স্মার্ট মিটারিং ও এএমআই সিস্টেম প্রবর্তন;
- পুরাতন যন্ত্রাংশ দিয়ে নিজস্ব প্রকৌশলী দ্বারা ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ;
- মোবাইল সাবস্টেশন ও মনোপোল ট্রান্সফরমার স্থাপন;

ডিপিডিসি'র উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

- AMR/RMR, ওয়েব-বেইজড মিটারিং সিস্টেম চালু;
- ওয়েব বেইজড একাউন্টিং সিস্টেম চালু;
- সকল উপকেন্দ্র, ৩৩ কেভি ও ১১ কেভি বিতরণ লাইনের জিআইএস ম্যাপিং সম্পন্ন;
- ব্লকচেইন প্রযুক্তির মাধ্যমে ডিপিডিসিতে প্রি-পেইড মিটার রিচার্জ কার্যক্রম চালু;
- নিজস্ব ডাটা সেন্টার চালু;
- নিজস্ব জনবল ও কারিগরি প্রযুক্তি দ্বারা স্বয়ংসম্পূর্ণ কলসেন্টার চালু; ও
- ড্রোন ব্যবহার করে ১৩২/৩৩ কেভি ও ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের স্মার্ট সার্ভেইলেন্স ও থার্মাল প্রোফাইলিং বাস্তবায়ন।



ড্রোন ব্যবহার করে ডিপিডিসি'র আওতাধীন উপকেন্দ্রের স্মার্ট সার্ভেইলেন্স এবং থার্মাল প্রোফাইলিং এর উদ্বোধন।
তারিখ: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২

ডিপিডিসি'র সাম্প্রতিক পুরস্কার প্রাপ্তি

- ICMAB Best Corporate Award-২০১৪ প্রাপ্তি;
- বিদ্যুৎ মেলা ২০১৪ 'সেরা স্টল' এর পুরস্কার প্রাপ্তি;
- 'বেসিস ন্যাশনাল আইসিটি অ্যাওয়ার্ডস ২০১৮' পুরস্কার অর্জন;
- 'বেসিস ন্যাশনাল আইসিটি অ্যাওয়ার্ডস ২০২০' দুটিতে চ্যাম্পিয়নসহ মোট চারটি ক্যাটাগরিতে পদক লাভ ;
- ইনোভেশন শোকেশিং প্রোগ্রাম ২০১৮ এ প্রথম স্থান অর্জন;
- ইনোভেশন শোকেশিং প্রোগ্রাম ২০১৯ এ দ্বিতীয় স্থান অর্জন;
- বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত ইনোভেশন শোকেশিং ২০২১ এ 'সরু ও জনাকীর্ণ জায়গায় সিঙ্গেল পোল ট্রান্সফরমার স্থাপন' উদ্ভাবনী'র জন্য ১ম স্থান অর্জন;
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর ক্যাটাগরিতে ডিপিডিসি'র সম্মাননা অর্জন; ও
- এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি অ্যাওয়ার্ড (APICTA) ২০২০-২১ আসরে ডিপিডিসি'র 'উইনার' পদক অর্জন।

ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)

বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার বা পুনর্গঠন কার্যক্রমের অধীনে বিতরণ খাতকে দক্ষ এবং স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'কোম্পানি আইন ১৯৯৪' এর আওতায় ১৯৯৬ সালে সরকার পাবলিক কোম্পানি লিমিটেড হিসেবে ৫০০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন নিয়ে ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো) গঠন করে। ডেসা'র নিকট থেকে বৃহত্তর মিরপুর এলাকার বিতরণ ব্যবস্থা অধিগ্রহণের মাধ্যমে ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ সালে মাঠ পর্যায়ে ডেসকোর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। অগ্রগতি ও সাফল্যের ধারাবাহিকতায় সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০০৩ সালে গুলশান, বারিধারা, বাড্ডা, উত্তরা, দক্ষিণখান এবং ২০০৭ সালে গাজীপুর জেলার টঙ্গী পৌরসভার একাংশ ডেসকো কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা হয়। সর্বশেষ নতুন শহর 'পূর্বাচল মডেল টাউন' ডেসকো এলাকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জুন ২০২৩ পর্যন্ত ডেসকো'র ভৌগোলিক এলাকার পরিমাণ ২৪৪.১৪ বর্গ কিলোমিটার।

ভিশন

নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুৎ সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রগতিতে সহায়ক হওয়া।

মিশন

গ্রাহকগণের জীবনযাপনে স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য খাতে সহায়তা, গ্রাহকগণের নিকট উন্নততর সেবা প্রদান, কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনসহ শক্তিশালী জাতি গঠনে ভূমিকা রাখা এবং ডেসকো'র ওপর নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে গ্রাহকগণের আস্থা অর্জন।



গুলশান-১ এ পরিকল্পনাধীন ১৩২/৩৩/১১ কেভি আন্ডারগ্রাউন্ড উপকেন্দ্রের দ্বিমাত্রিক চিত্র

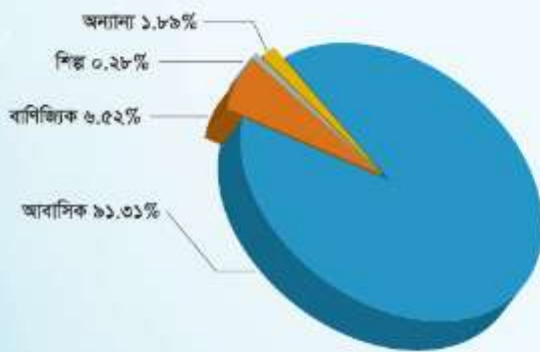
এক নজরে ডেসকোর বিতরণ অবকাঠামো (জুন ২০২৩) পর্যন্ত

বিবরণ	পরিমাণ/সংখ্যা	মন্তব্য
১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	১৪টি	১৪টি গ্রিড উপকেন্দ্র, এর মধ্যে ৭টি ডেসকোর এবং ৭টি পিজিসিবি'র
৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র	৫৩টি	-
৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র প্রাপ্তে স্থাপিত ক্ষমতা	২,৯২০/৪,০৮৮ MVA	৩৩ কেভি লেভেল
১৩২ কেভি আন্ডারগ্রাউন্ড লাইন	৫১.৩১ (সার্কিট কি.মি.)	-
৩৩ কেভি আন্ডারগ্রাউন্ড লাইন	৬২৯.৩৩ (সার্কিট কি.মি.)	৩৩ কেভি লেভেলে কোনও ওভারহেড লাইন ডেসকোতে নেই।
১১ কেভি আন্ডারগ্রাউন্ড লাইন	৭৩১.৭৭ (কি.মি.)	-
১১ কেভি এবং ১১/০.৪ কেভি লাইন	৪,২৮০.৫৪ (কি.মি.)	-
১১/০.৪ কেভি বিতরণ ট্রান্সফরমার	২৪,৯১৬টি	ডেসকোর নিজস্ব ৮,১৮২টি গ্রাহকের নিজস্ব ১৬,৭৩৪টি

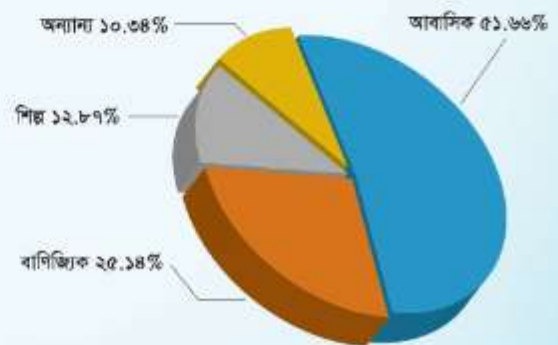
২০২২-২৩ অর্থবছরে ডেসকোর বাণিজ্যিক কার্যক্রমের তুলানামূলক চিত্র

বিবরণ	২০২১-২২	২০২২-২৩
গ্রাহক সংখ্যা	১১,৫৭,৪৯০	১২,৩১,৯৫৪
সর্বোচ্চ চাহিদা	১১৪৩ MW	১৪৭৫ MW
সিস্টেম লস	৫.৬২%	৫.৭২%
বিল কালেকশন রেশিও	৯৯.৯০%	৯৯.১৫%
বকেয়া সমমাস	১.৪৯	১.৪৬
SAIDI	৪৫৫.২৫	১,৩১২.৭৯
SAIFI	২২.০২	৬০.১৯

খাতভিত্তিক গ্রাহকের সংখ্যা ও বিদ্যুৎ ব্যবহারের চিত্র



ট্যারিফ ওয়ারী গ্রাহক সংখ্যা



বিদ্যুৎ ব্যবহারের হার

ডেসকো'র জনবল

দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানবসম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে সীমিত লোকবল এর মাধ্যমে ডেসকো সর্বোচ্চ গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করে যাচ্ছে। অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুসারে ডেসকোতে জনবলের সংখ্যা ২,২১১ জন, যার বিভাজন নিম্নরূপ:

পদবি	সংখ্যা (জন)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক	১
নির্বাহী পরিচালক	৫
প্রধান প্রকৌশলী/মহাব্যবস্থাপক	১০
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/উপ-মহাব্যবস্থাপক	২৪
নির্বাহী প্রকৌশলী/ব্যবস্থাপক	৬৬
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী/উপ-ব্যবস্থাপক	১১৯
সহকারী প্রকৌশলী/সহকারী ব্যবস্থাপক	২৬৯
উপ-সহকারী প্রকৌশলী/জুনিয়র সহকারী ব্যবস্থাপক	৩৮৭
মোট কর্মকর্তা	৮৮১
মোট কর্মচারী	১৩৩০
সর্বমোট	২২১১

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

ডেসকোর সকল পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, ফলাফলধর্মী কর্মকাণ্ডে উৎসাহ প্রদান এবং সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর পারফরম্যান্স মূল্যায়নে সরকার প্রবর্তিত 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি' বা এপিএ বাস্তবায়ন করেছে। বিদ্যুৎ বিভাগের নিবিড় পর্যবেক্ষণে ২০১৪-১৫ থেকে প্রতিটি অর্থবছরে বাস্তবতার নিরিখে এবং অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে Performance Target নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি' প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা অনুসরণ করে ডেসকোর অভ্যন্তরীণ অফিসসমূহের কর্মসম্পাদন চুক্তি APA টিম পরিবীক্ষণ করেন এবং বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন।

প্রতিবছরই ডেসকো বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রতিটি কর্মসম্পাদন সূচকে সফলভাবে উল্লীর্ণ হয়েছে। ফলস্বরূপ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ডেসকো এপিএ মূল্যায়নে বিদ্যুৎ বিভাগের অধীন বিতরণ কোম্পানির মধ্যে ১ম স্থান অর্জন করে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে ডেসকো'র অর্জনসমূহ

- ২০২৫-২৬ অর্থবছর পর্যন্ত সম্ভাব্য বিদ্যুৎ চাহিদার লক্ষ্য সামনে রেখে ডেসকো চলতি অর্থবছরে সকল ধরনের বৈদ্যুতিক অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন করেছে;
- নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করার লক্ষ্যে ডেসকো কর্তৃক গৃহীত SCADA নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে;
- ডেসকোর নিজস্ব অর্থায়নে মাঠ পর্যায়ে গ্রাহক মিটারিং পয়েন্ট থেকে ১৩২ কেভি পর্যন্ত ডেসকোর সকল অবকাঠামো হালানাগাদ তথ্য GIS এর আওতায় আনা হয়েছে। GIS এবং SCADA ইন্টিগ্রেশন এর কাজ শুরু করা হয়েছে এবং GIS এর সার্ভে ডাটা নিয়ে Distribution Analysis Software ব্যবহার করে মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের নিমিত্ত বিভিন্ন কারিগরি বিশ্লেষণ সম্পন্নকরণসহ স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী লোড চাহিদা নিরূপণ করা হচ্ছে;

- (ঘ) জানুয়ারি ২০২২ থেকে ডেসকোতে OCSMS ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, এই ব্যবস্থার আওতায় গ্রাহক ডেসকোতে না এসে যে কোনও অবস্থান থেকে সিটিজেন চার্টারে নির্দেশিত দলিলাদি আপলোড করে নতুন সংযোগের আবেদন করতে পারবে। গ্রাহক আবেদনের স্ট্যাটাস অনলাইনে জানতে পারবেন, নতুন সংযোগ সংক্রান্ত সকল আর্থিক বিল অনলাইনে পরিশোধ করতে পারবেন;
- (ঙ) শতভাগ স্মার্ট মিটারিং সিস্টেম চালু করার লক্ষ্যে সুরক্ষিত ডাটা ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতের জন্য MIC এবং RMIC নির্মাণের জন্য Oculin Tech BD Ltd. সাথে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে চুক্তি স্বাক্ষরের পর MIC এর Supply, Installation এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে ও Commissioning এর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। এছাড়াও RMIC এর Supply, Installation এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং Commissioning এর কাজ শীঘ্রই শুরু হবে;
- (চ) ডেসকো এলাকায় গ্রাহকদের নিরবচ্ছিন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ভূগর্ভস্থ কেবল স্থাপন করে আধুনিক বিতরণ ব্যবস্থা চালু করার জন্য উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান M/S Energytron এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। ফিজিবিলিটি স্টাডি চলমান আছে;
- (ছ) ৬টি বেজমেন্টসহ ১৮ (৬+১২) তলা ভবন নির্মাণের জন্য নির্মাণ প্রতিষ্ঠান M/S National Development Engineers (NDE) এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর এবং জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৩৫ ভাগ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- (জ) ২ মার্চ ২০২২ থেকে উন্নততর গ্রাহকসেবা নিশ্চিত এবং আধুনিক গ্রাহক অভিযোগ ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে, যেখানে গ্রাহক ১৬১২০ তে কল করে তার অভিযোগ অথবা অনুসন্ধান কল সেন্টারকে জানাবে এবং কল সেন্টার থেকে গ্রাহককে তথ্য দিয়ে সার্বক্ষণিক আপডেট রাখা হচ্ছে। গ্রাহক নিজেও মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন এর মাধ্যমে তার অভিযোগ/অনুসন্ধানের স্ট্যাটাস জানতে পারেন এবং সমস্যা সামাধানে যদি সাপোর্ট টিম পাঠানো হয় তাহলে গ্রাহক সাপোর্ট টিম এর লোকেশন রিয়েল টাইম ট্র্যাক করতে পারেন। বিদ্যুৎ বিভাগের কেন্দ্রীয় অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম এর সাথে ডেসকো'র কল সেন্টার এর ইন্টিগ্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও ডেসকো'র জিআইএস ডাটাবেইজ এর সাথে কল সেন্টার এর ইন্টিগ্রেশন সম্পন্ন হয়েছে।
- (ঝ) ডেসকো'র ১৩২ কেভি লেভেলে প্রথম গ্রাহক 'মেট্রো রেল' এর উত্তরা প্রান্তে নির্মিত গ্রিড উপকেন্দ্রে সংযোগ প্রদান করা হয়েছে; এবং
- (ঞ) পরিকল্পনা অনুযায়ী ডেসকো'র ৩৩ কেভি ওভারহেড লাইন ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবলের মাধ্যমে রূপান্তর করে ভৌগোলিক এলাকায় অবস্থিত শতভাগ ৩৩ কেভি ওভারহেড লাইন অপসারণ করা হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে ডেসকো'র কার্যক্রম

জনসেবা প্রদানে ও দেশের সার্বিক উন্নয়নে সরকার কর্তৃক ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ডেসকো তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধিসহ প্রাতিষ্ঠানিক দৃঢ়তা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ডেসকো তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন এ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে গ্রাহক সেবা এবং সেবা সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য গ্রাহকের একেবারে হাতের মুঠোয় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছে।

ডেসকো যে সমস্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর সেবা চালু করেছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(ক) ইআরপি বাস্তবায়ন: সরকারের পেপারলেস অফিস ব্যবস্থাপনা চালুর লক্ষ্যকে সামনে রেখে অক্টোবর ২০১৮ সালে সমন্বিত ইআরপি বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ডেসকোতে এইচআরএম, ফিন্যান্স এন্ড একাউন্টস, প্রকিউরমেন্ট-এই চারটি মডিউল এর তথ্য হালনাগাদপূর্বক সফটওয়্যারটি Go-Live করা হয়েছে।

(খ) স্মার্ট গ্রি-পেইড মিটার স্থাপন: ডেসকো ২০২৩ সালের মধ্যে শতভাগ স্মার্ট মিটার স্থাপনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, ইতোমধ্যে ছয় লক্ষ স্মার্ট মিটার স্থাপন করা হয়েছে। স্মার্ট মিটার ডেসকো এবং গ্রাহকের মধ্যে টু-ওয়ে কমিউনিকেশন বিদ্যমান থাকায় গ্রাহক যে কোন সময় যে কোন স্থান থেকে মিটার রিচার্জ এবং বিদ্যুৎ ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি জানতে পারে, একই সাথে ডেসকো গ্রি-পেমেন্ট সিস্টেম থেকে গ্রাহকের লোড ব্যবস্থাপনাসহ যাবতীয় তথ্যাদি অবহিত হতে পারে।

(গ) অনলাইন কাস্টমার সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম: জানুয়ারি ২০২২ সাল থেকে সেবাটি চালু করা হয়েছে, এর মাধ্যমে গ্রাহক অফিসে না এসে যে কোনও অবস্থান থেকে সকল দলিলাদি সিস্টেমে আপলোড করে নতুন সংযোগের আবেদন করতে পারেন এবং গ্রাহক অনলাইনে ট্র্যাকিং নম্বর দিয়ে তার ফাইলের স্ট্যাটাস জানতে পারেন এবং অনলাইনে নতুন সংযোগ সংশ্লিষ্ট সকল বিল পরিশোধ করতে পারেন।

(ঘ) SCADA ও GIS বাস্তবায়ন: মানসম্পন্ন ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ গ্রাহকগণকে সরবরাহের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ডেসকো উপকেন্দ্র পর্যায়ে ১১ কেভি পর্যন্ত SCADA চালু করেছে, একই সাথে ডেসকো বিতরণ নেটওয়ার্কের গ্রাহকদের মিটার থেকে ১৩২ কেভি লেভেল পর্যন্ত সকল স্থাপনাকে GIS এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শীঘ্রই GIS এবং SCADA ইন্টিগ্রেশন এর কাজ হাতে নেওয়া হবে।



ডেসকো এলাকায় সুপারভাইজিং কন্ট্রোল ও ডাটা একুইজিশন সিস্টেম (স্ক্যাডা) স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ডেসকোর স্ক্যাডা সিস্টেম উদ্বোধন করেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এমপি।

তারিখ: ২২ জানুয়ারি ২০২৩

(ঙ) Web Based Inventory Management: ডেসকো পেপারলেস ওয়েব বেজড আধুনিক স্টোর ব্যবস্থাপনা চালু করেছে ফলে মালামাল সংগ্রহ এবং গুদামজাতকরণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। মালামাল উত্তোলনে অনেক সহজ ও সময় কম প্রয়োজন হওয়ায় গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

(চ) অনলাইন বিলিং এবং পরিশোধ সেবা: ডেসকোর গ্রাহকগণ আনুমানিক ৫৭টি ব্যাংক এবং মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস এর মাধ্যমে পোস্ট-পেইড বিল অনলাইনে পরিশোধ এবং প্রি-পেইড ভেডিং করতে পারেন। যে সকল গ্রাহক MFS সেবা নিতে আহ্বান নন তাদের প্রয়োজনে যাতে তারা আবাসস্থলের কাছাকাছি কোনও অবস্থানে বিল পরিশোধ বা ভেডিং করতে পারে সে জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক এর মাধ্যমে ৬৯৫টি POS মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। গ্রাহক যে কোনও সময় পোস্ট পেইড বিল এর কপি ডেসকো ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে পরিশোধ করতে পারবেন, বৃহৎ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীগণকে বিল প্রসেস হওয়ার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয় উপায়ে ই-মেইলে বিদ্যুৎ বিল প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিল পরিশোধের সাথে সাথে গ্রাহক লেজার আপডেট হচ্ছে এবং বার্ষিক বিল পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র ডেসকোর ওয়েবসাইট থেকে গ্রাহক ডাউনলোড করতে পারছে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে e-mail এর মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

(ছ) অনলাইন কমপ্লেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম: ডেসকো আধুনিক কমপ্লেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করেছে। গ্রাহক সেবার জন্য ১৬১২০ হটলাইন চালু করা হয়েছে। কন্সট্রাক্ট সেন্টার সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স ডিজিটাল ২৪/৭/৩৬৫ কন্সট্রাক্ট সেন্টার এজেন্টসহ লজিস্টিক সাপোর্ট, প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সাপোর্ট প্রদান করছেন। সেবা গ্রহণকারীদেরও দ্রুত ও সর্বনিম্ন সময়ের মধ্যে সেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে। সাধারণ অনুসন্ধান ও অভিযোগসমূহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেকর্ড করা হয়ে থাকে যা বিশ্লেষণ করে মাঠ পর্যায়ে বিতরণ নেটওয়ার্কের দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত ও সংশোধন করা হচ্ছে। একজন কল সেন্টার সুপারভাইজরের অধীনে সর্বনিম্ন ছয় জন কল সেন্টার প্রতিনিধির মাধ্যমে কন্সট্রাক্ট সেন্টারের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে মোবাইল এ্যাপস উন্নয়ন এর কাজ চলছে, আগামী ৩/৪ মাসের মধ্যে মোবাইল এ্যাপস গ্রাহক পর্যায়ে দেওয়া হবে।

(জ) Mobile Applications: বিদ্যুৎ বিল গ্রহণের জন্য ডেসকো ২০১৬ সাল হতে গ্রাহকের নিকট মোবাইল Apps পৌঁছে দিয়েছে। বর্তমানে আবাসিক ও বাণিজ্যিকসহ বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহক তাদের প্রি-পেইড মিটার রিচার্জ ও পোস্ট পেইড বিল নিজ আবাসস্থলে বসে যে কোন সময় পরিশোধ করতে পারছে। এটি বর্তমান ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রতীক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মোবাইল Apps-টি চালুর বছর 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ' কর্তৃক আয়োজিত প্রতিযোগিতায় বিজনেস এবং ই-কমার্স ক্যাটাগরিতে ১ম হওয়ার গৌরব অর্জন করে। উল্লেখ্য, Apps সুবিধা Android ও IOS উভয় মোবাইল ব্যবহারকারী অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে পারেন।

বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে ডেসকো আরও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর গ্রাহকসেবা চালু করেছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

- **Online One Stop Service:** BIDA এর সাথে ডেসকো'র OCSMS সিস্টেমের সংযুক্তির মাধ্যমে আলাদাভাবে আবেদন ছাড়াই দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য সহজ বিদ্যুৎ সংযোগ;
- **কিউ ম্যানেজমেন্ট ও ফিডব্যাক সিস্টেম:** প্রতিটি বিওবি বিভাগে কিস্কের মাধ্যমে গ্রাহকগণের অভিযোগ গ্রহণ ও তার নিষ্পত্তির কার্যক্রম কেন্দ্রীয়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়;
- **অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার:** কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠানের অডিট কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন ও তদারকি করা হয়;
- **ই-টেভারিং:** প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় দরপত্র শতভাগ অনলাইনে বাস্তবায়ন করা হয়;
- **E-attendance:** প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর দৈনিক হাজিরা ডিজিটাল উপায়ে গ্রহণ করা হয়;
- **প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার:** এর মাধ্যমে ডেসকোর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়;
- **অনলাইন রিজুটমেন্ট ম্যানেজমেন্ট:** অনলাইনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন গ্রহণ, নোটিশ ও ফলাফল প্রকাশের কাজে ব্যবহৃত হয়;
- **SMS Notification** চালু: গ্রাহক সেবা ও অভ্যন্তরীণ দাপ্তরিক কাজে SMS প্রদান করা হয়;
- **Zoom মিটিং:** এর মাধ্যমে ডেসকো'র অভ্যন্তরীণ ও বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে মাসিক সমন্বয় সভাসহ অন্যান্য দাপ্তরিক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে;
- **Load Clearance Software:** অনলাইনে লোড ছাড়পত্রের আবেদন গ্রহণ ও ছাড়পত্র প্রদান করা হয়;
- **ডি-নথি:** প্রায় শতভাগ দাপ্তরিক নথি কার্যক্রম ডি-নথির মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে;
- **Smart Management Reporting System:** ৬৫টি রিপোর্ট যুক্ত Apps এর সাহায্যে পরিচালন সংক্রান্ত তথ্য দেখা যাবে; এবং
- **NID Verification:** OCSMS সফটওয়্যারের মাধ্যমে নতুন সংযোগ গ্রহণের জন্য গ্রাহক প্রদত্ত NID নির্বাচন কমিশনের থেকে API যোগে ভেরিফাই করা হচ্ছে।



চলতি অর্থবছরে সমাপ্ত ও চলমান এবং ডেসকোর ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (US\$ মিলিয়ন)	বাস্তবায়ন কাল	সমাপ্তির সময়	মন্তব্য
01	Design, Development & Installation of Multi-Platform GIS based Application for the Management of Distribution Network of DESCO	Total : 2.84 GoB : 0.00 PA : 0.00 Own : 2.84	1 May 2019 to 31 March 2023	31 March 2023	Completed
02	Master Information Center (MIC) of DESCO on Turnkey Basis	Total : 6.84 GoB : 0.00 PA : 0.00 Own : 6.84	15 September 2021 to 14 September 2023	14 September 2023	Ongoing
03	Construction of 132/33/11 KV Underground Grid Substation at Gulshan in Dhaka	Total:120.06 GOB:30.54 PA:77.78 Own:11.74	1 July 2018 to 31 December 2023	31 December 2023	Ongoing
04	Supply & Installation of 3,00,000 nos of Smart prepayment meter on Turnkey Basis in DESCO area	Total:23.51 GOB:22.20 PA:0.00 Own:1.31	1 July 2018 to 30 June 2024	30 June 2024	Ongoing
05	Dhaka Power System Expensation & Strenthening Project	Total:264.86 GoB : 52.04 PA : 143.54 Own : 69.28	1 April 2022 to 31 March 2026	31 March 2026	Ongoing
06	Enhancing Reliability and Operational efficiency of Power Distribution System (Distribution Management System (DMS)/ Data Acquisition System (DAS))	JICA	Feasibility Study: 6 Months, Execution: 24 Months	To be finalized	--

গত ২৬ বছরের পথ পরিক্রমায় ডেসকো তার ধারাবাহিক অগ্রযাত্রা এবং সফলতায় একটি আন্তর্জাতিক মানের বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থায় রূপান্তরের পথে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার অংশ হিসেবে টঙ্গী শিল্পাঞ্চলে বেশ কিছু শিল্প কারখানায় নির্ভরযোগ্য ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ সুবিধা প্রস্তুত করা হয়েছে। ডেসকো সম্মানিত গ্রাহকদের মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করে জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনমান আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে দেশের মানুষের কাছে আস্তা অর্জনে সদা সচেষ্ট আছে।

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ওজোপাডিকো) লি.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর আওতায় ০৪ নভেম্বর ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ওজোপাডিকো) লি. গঠিত হয়। কোম্পানি গঠনের পরে বাবিউবো'র সাথে ২৩ মার্চ ২০০৫ তারিখে ওজোপাডিকো'র PVA এবং PSA স্বাক্ষরিত হয়। এই দুইটি চুক্তির মাধ্যমে বাবিউবো'র বিতরণ পশ্চিমাঞ্চলের সকল সম্পত্তি ও দায় ওজোপাডিকো'র নিকট হস্তান্তরিত হয় এবং ০১ এপ্রিল ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দ হতে ওজোপাডিকো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে বাবিউবো'র নিকট হতে বিদ্যুৎ ক্রয় এবং সম্মানিত গ্রাহকদের কাছে বিদ্যুৎ বিক্রয় শুরু করে।

ওজোপাডিকো'র ভিশন

ওজোপাডিকো এলাকায় বিদ্যুৎ গ্রাহকদের গুণগত মানসম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সেবা প্রদানের মাধ্যমে কাজিক্ত আর্থিক, সামাজিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণ সাধন করে ওজোপাডিকো বাংলাদেশের একটি আদর্শ ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যুৎ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হওয়া।

ওজোপাডিকো'র মিশন

- পেশাগত সেবার উৎকর্ষতার মাধ্যমে যথাযথ ও সাশ্রয়ী মূল্যে গুণগত মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা।
- ওজোপাডিকো লি. এলাকার ২১টি জেলা ও ২০টি উপজেলা শহরের সকল জনগণকে মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সেবার আওতায় আনা।
- বিশেষ দক্ষ সেবা প্রদানের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ ইউনিটগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করা।
- পরিচালন ও সংরক্ষণ কাজে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাহকদের উন্নত, গুণগত মানসম্পন্ন ও সন্তোষজনক সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ।
- প্রয়োজন মার্কিন পেশাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনবলের উন্নতি সাধন করা।
- সকল বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সামঞ্জস্যপূর্ণ আয় বৃদ্ধি এবং ব্যয় ও সিস্টেম লস হ্রাস নিশ্চিতকরণ।

ভৌগোলিক এলাকা

ওজোপাডিকো বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা বিভাগ ও বরিশাল বিভাগ এবং বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলের সর্বমোট ২১টি জেলা শহর এবং ২০টি উপজেলা সদরে বিদ্যুৎ বিতরণ ও বিক্রয় কাজ পরিচালনা করে আসছে। ২০২২-২৩ অর্থবছর শেষে ওজোপাডিকো'র গ্রাহক সংখ্যা ১৫,০৯,৩৫৪ জন এবং ওজোপাডিকো'র সর্বোচ্চ চাহিদা ৭৪৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ।

প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য

ওজোপাডিকো সরাসরি বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর নিকট হতে বিদ্যুৎ ক্রয় করে আওতাধীন এলাকায় সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে। ওজোপাডিকো'র প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- গ্রাহক আঙ্গিনায় নিরবচ্ছিন্ন ও গুণগত মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা;
- বিদ্যুতের সিস্টেম লস যৌক্তিক পর্যায়ে হ্রাস করা এবং রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা;
- সকল শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;
- বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করা;
- নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান এবং সেবা প্রদানের মাধ্যমে গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জন করা;
- কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি করা; এবং
- আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন করা।

ওজোপাডিকোর উন্নয়ন পরিকল্পনা

সরকারি কোম্পানি হিসেবে ওজোপাডিকো সরকারের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কর্মকাণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং গ্রাহকগণের নিকট বিদ্যুৎ সেবা প্রদানের নিমিত্তে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো (১) নতুন ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ ও বিদ্যমান ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন; (২) সকল গ্রাহককে স্মার্ট প্রি-পেইড মিটারিং সিস্টেমের আওতায় আনয়ন; (৩) আধুনিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থার জন্য SCADA সিস্টেম বাস্তবায়ন এবং ওজোপাডিকোর পরিচালন কার্যক্রম জিআইএস ম্যাপিং এর আওতায় আনয়ন; (৪) খুলনা, বরিশাল এবং যশোর শহরে আধুনিক ডু-গর্ডহু বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা স্থাপন; (৫) মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; (৬) ই-ফাইলিং ব্যবস্থা বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনয়ন এবং (৭) গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সেবা কার্যক্রম সহজীকরণ এবং ডিজিটাল সেবা চালুকরণ।

২০২২-২৩ অর্থবছরে ওজোপাডিকোর আওতাধীন এলাকায় বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে নিম্নোক্ত ৫টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে:

১. ওয়েস্ট জোন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও আপগ্রেডেশন প্রকল্প;
২. ওয়েস্ট জোন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও পরিবর্তন প্রকল্প;
৩. ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ওজোপাডিকো) লি. এলাকার জন্য স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রকল্প;
৪. মডার্নাইজেশন অব পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন-স্মার্ট গ্রিডস ফেজ-১ প্রকল্প; এবং
৫. মনপুরা দ্বীপকূলে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার আপগ্রেডেশন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প।

প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হলে নিম্নোক্ত সুফল পাওয়া যাবে:

- বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্যতা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ এবং অপারেশনাল দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে;
- নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ ও বিদ্যমান উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সিস্টেম ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি পাবে ফলে চাহিদা মোতাবেক গ্রাহক আঙ্গিনায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে;
- দীর্ঘ বিতরণ লাইনের দূরত্ব কমিয়ে Standard লাইনে রূপান্তর করার ফলে বিদ্যুৎ বিচ্যুতি হ্রাস পাবে;
- Undersize Conductor পরিবর্তন করতঃ Standard Conductor স্থাপনের ফলে লো-ভোল্টেজ সমস্যা নিরসন হবে;
- ওভারলোড ও দীর্ঘ ১১ কেভি ফিডারকে বিভাজনের মাধ্যমে লোড কমানোর কারণে সিস্টেম লস হ্রাস পাবে;
- ওভারলোড ট্রান্সফরমারের লোড শেয়ারকল্পে নতুন ট্রান্সফরমার স্থাপনের ফলে সিস্টেম লস হ্রাসসহ নতুন সংযোগ প্রদান করা যাবে।
- জরাজীর্ণ বিতরণ লাইন পুনর্বাসন করার মাধ্যমে কারিগরী সিস্টেম লস হ্রাস পাবে;
- প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপনের ফলে রাজস্ব আদায় সহজ হবে;
- বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে নতুন গ্রাহক আঙ্গিনায় বিদ্যুতায়ন করা সম্ভব হবে; এবং
- সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।

প্রি-পেইড মিটার স্থাপন

বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাস, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়, লোড ম্যানেজমেন্ট এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ওজোপাডিকোর আওতাধীন এলাকায় ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৪,৯৭,২৭৪টি প্রি-পেইড/স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। আগামী ২০২৮ সালের মধ্যে সকল গ্রাহককে প্রি-পেইড মিটারের আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের ফলে জনগণের মধ্যে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী মনোভাব সৃষ্টি হবে এবং মিটার রিডিং এর নামে গ্রাহক ভোগান্তি কমে আসবে। এর ফলে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে এবং পরিচালন ব্যয় হ্রাস পাবে। বিগত ৫ বছরে প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের সংখ্যা নিম্নের সারণীতে দেখানো হলো:

অর্থবছর	প্রি- পেইড মিটার স্থাপনের সংখ্যা
২০১৮-১৯	৯৫,৪০১
২০১৯-২০	৪৮,৫৬৭
২০২০-২১	১,৫০,৭৩৮
২০২১-২২	১,০২,৭৯৯
২০২২-২৩	২৬,৫১৮

ওজোপাডিকো'র বিতরণ লাইন নির্মাণ

অর্থবছর	নতুন বিতরণ লাইন নির্মাণ (কি.মি.)			অর্থবছরে মোট নতুন বিতরণ লাইন নির্মাণ (কি.মি.)	মোট নির্মিত বিতরণ লাইন (কি.মি.)	মোট বিদ্যুতায়িত বিতরণ লাইন (কি.মি.)
	৩৩ কেভি লাইন	১১,১১/০.৪ কেভি লাইন	০.৪ কেভি লাইন			
২০১৮-১৯	২৪.৫০	১৫৬.৩২	১২৪.৩৮	৩০৫.২০	১১,৫৯৩.৭০	১১,৫৯৩.৭০
২০১৯-২০	২৩.০০	১২৫.০০	৮৮.০০	২৩৬.০০	১১,৮২৯.৭০	১১,৮২৯.৭০
২০২০-২১	১০৯.৬০	১৩৫.৪৭	৬৫.৫৩	৩১০.৬০	১২,১৪০.৩০	১২,১৪০.৩০
২০২১-২২	৬৪.১৫	১২২.৫০	১৪২.৬৩	৩২৯.২৮	১২,৪৬৯.৬০	১২,৪৬৯.৬০
২০২২-২৩	১০৬.২০	৭৬.৯০	৫৫.২০	২৩৮.৩০	১২,৭০৭.৯০	১২,৭০৭.৬০

উপকেন্দ্র নির্মাণ

৫টি নতুন ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ ও ২টি বিদ্যমান ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ওজোপাডিকো'র ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের সংখ্যা ৭৮টি এবং ক্ষমতা ২,১৬৬.৬০ এমভিএ-তে উন্নীত করা হয়েছে। ১১টি ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রকে SAS এর আওতায় আনা হয়েছে।

ওজোপাডিকো'র গ্রাহক সংখ্যা

নতুন সংযোগ প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণ করায় ওজোপাডিকো'র গ্রাহক সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রুত গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বিদ্যুতের চাহিদা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে চলেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ওজোপাডিকো'র গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৫,০৯,৩৫৪ জনে উন্নীত হয়েছে।

নিম্নে ২০১৮-১৯ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত ওজোপাডিকো'র গ্রাহক সংখ্যার পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

অর্থবছর	গ্রাহক সংখ্যা
২০১৮-১৯	১১,৬৯,৫৮৪
২০১৯-২০	১২,৪৭,৮০৭
২০২০-২১	১৩,৫০,৯৭০
২০২১-২২	১৪,৩৪,৬৬৮
২০২২-২৩	১৫,০৯,৩৫৪

সিস্টেম লস

বিদ্যুতের সিস্টেম লস গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাসকরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক সিস্টেম লসের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ওজোপাডিকো কর্তৃক তদারকিকরণের ফলে বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেম লস বর্তমানে ৭.৩৩% এ হ্রাস পেয়েছে। নিম্নে ২০১৮-১৯ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত ওজোপাডিকো'র সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান নিম্নে দেখানো হলো:

অর্থবছর	বিতরণ লস (%)
২০১৮-১৯	৮.৮৩
২০১৯-২০	৮.২৭
২০২০-২১	৭.৮৮
২০২১-২২	৭.৪৪
২০২২-২৩	৭.৩৩

বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া

ওজোপাডিকো'র আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুতের বকেয়া ন্যূনতম পর্যায়ে হ্রাসকরণের জন্য ওজোপাডিকো কর্তৃক প্রি-পেইড মিটার স্থাপনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি, আধা-সরকারি, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করায় বিপুল অংকের বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আছে। তবে প্রি-পেইড মিটার স্থাপনসহ তদারকি জোরদার করে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় বিগত কয়েক বছরের বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। নিম্নে ২০১৮-১৯ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত বকেয়ার পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

অর্থবছর	বকেয়া মাস
২০১৮-১৯	২.০৫
২০১৯-২০	১.৮৯
২০২০-২১	১.৪৪
২০২১-২২	১.৮৮
২০২২-২৩	১.৫১

গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধিকল্পে গৃহীত পদক্ষেপ

গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাকে আরও গ্রাহকবান্ধব করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিম্নোক্ত নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে:

ক) গ্রাহকগণ যাতে সহজে বিদ্যুৎ সেবা সংক্রান্ত অভিযোগ ও পরামর্শ জানাতে পারেন সে লক্ষ্যে একটি 'হট লাইন নম্বর' (১৬১১৭) প্রবর্তন করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে একটি 'কল সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে;

খ) দীর্ঘ বিতরণ লাইনে সংঘটিত ফল্ট দ্রুত শনাক্তকরণ এবং ফল্ট অপসারণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ওজোপাডিকো'র ৩৩ কেভি ফিডারে ২৩৯টি FPI স্থাপন করা হয়েছে;

গ) গ্রাহক আঙ্গিনায় বিদ্যুৎ বিচ্ছৃতি হ্রাসকল্পে পরীক্ষামূলকভাবে পাইলট প্রকল্প হিসেবে খুলনা শহরে ১০ সেট Feeder Pillar স্থাপন করা হয়েছে। পরবর্তীতে ওজোপাডিকো'র সমগ্র এলাকায় স্থাপনের পরিকল্পনা আছে;

ঘ) Time Based Complain Management System প্রবর্তন করা হয়েছে। ফলে গ্রাহকগণ দ্রুত ও সহজে প্রত্যাশিত সেবা পাচ্ছেন;



ওজোপাডিকো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও আপগ্রেডেশন প্রকল্প'-এর আওতায় খুলনার মহেশ্বরপাশায় নবনির্মিত ৩৩/১১ কেভি, ২X২০/২৬.৬৬ এমভিএ জিআইএস উপকেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করেন বিদ্যুৎ বিভাগের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান। তারিখ: ৭ অক্টোবর ২০২২

ঙ) নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন অনলাইনে গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণ করায় নির্ধারিত সময় থেকেও স্বল্প সময়ের মধ্যে সংযোগ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে;

চ) Bill On Web System চালু করায় গ্রাহকগণ ঘরে বসেই তাদের বিদ্যুৎ বিল দেখতে পারেন এবং বিল প্রিন্ট নিতে পারেন;

ছ) বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের মাধ্যমের সম্প্রসারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ গ্রাহকগণ এখন ব্যাংকে না গিয়ে ঘরে বসেই বিভিন্ন মোবাইল অপারেটর, মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন ব্যাংকিং, ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে বিল পরিশোধ করতে পারেন; এবং

জ) স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার ব্যবহারকারী গ্রাহকগণ অনলাইনের ভেটিং সুবিধা উপভোগ করতে পারছেন। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ও 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার কর্মযজ্ঞের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ওজোপাডিকো'র নিজস্ব ওয়েবসাইট, ফেইসবুক, মোবাইল অ্যাপস প্রভৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য আদান-প্রদান চলমান আছে।



নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো) লিমিটেড

বিদ্যুৎ খাতের পুনর্বিন্যাস, পুনর্গঠন ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে উৎপাদন, সংগলন ও বিতরণ ক্ষেত্রের জবাবদিহিতা ও উন্নততর সেবা নিশ্চিত করতে ১ অক্টোবর ২০১৬ সাল থেকে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড থেকে উত্তরাঞ্চলের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো) পিএলসি বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে নেসকো লি. তার গ্রাহকদের নির্ভরযোগ্য, গুণগতমানসম্পন্ন এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে চলেছে। প্রচলিত আইনী কাঠামোর মধ্যে নেসকো লি. এর সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হলো পরিচালনা পর্ষদ। সরকার কর্তৃক মনোনীত পরিচালকমণ্ডলী দ্বারা নেসকো বোর্ড গঠিত। পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুযায়ী নেসকো লি. এর পরিচালনা ও কৌশলগত কার্যক্রম একটি দক্ষ জনবল কাঠামো দ্বারা পরিচালিত হয় যার প্রধান হলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক। নেসকো পিএলসি বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর একটি প্রতিষ্ঠান। নেসকো লি. উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬টি জেলার আওতাধীন ৩৯টি উপজেলা শহর ও শহরাঞ্চলের প্রায় ১৯ লক্ষের অধিক গ্রাহককে ৫৫টি বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ/বিদ্যুৎ সরবরাহ ইউনিট এর মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রদান করে যাচ্ছে।



নেসকো পিএলসি এর প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় নেসকো পিএলসি এর চলমান প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ	প্রকল্পের প্রারম্ভিক মেয়াদকাল	২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি
০১	'রাজশাহী বিভাগ বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ও উপকেন্দ্র সম্প্রসারণ এবং পুনর্বাসন প্রকল্প'	জিওবি: ১০৫৬.৪৪ কোটি, নেসকো: ৩৪.৮৮ কোটি, মোট: ১০৯১.৩১ কোটি;	০১/০১/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৫	ভৌত: ১০০% (মোট প্রকল্পের: ৩০%) আর্থিক: ১০০%; ২৩৩.৭৫ কোটি টাকা; (মোট প্রকল্পের ২২.১৩%)	ভৌত: ৭৬% আর্থিক: ৬১.৭২%; ৬৫২.০০ কোটি টাকা
০২	'রংপুর বিভাগ বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ও উপকেন্দ্র সম্প্রসারণ এবং পুনর্বাসন প্রকল্প'	জিওবি: ১০৮৮.৬০ কোটি, নেসকো: ৩৫.২৫ কোটি, মোট: ১১২৩.৮৫ কোটি;	০১/০১/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৫	ভৌত: ১০০% (মোট প্রকল্পের: ২০%) আর্থিক: ১০০%; ২৫৫.০০ কোটি টাকা; (মোট প্রকল্পের: ২৩.৪২%)	ভৌত: ৭৮% আর্থিক: ৭০.৩৪%; ৭৬৫.৬৭ কোটি টাকা
০৩	নেসকো এলাকায় স্মার্ট ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম বাস্তবায়ন প্রকল্প	জিওবি: ১৮০.৭৬ কোটি, নেসকো: ৬০.৩২ কোটি টাকা, মোট: ২৪১.০৮ কোটি টাকা;	০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫	ভৌত: ২% আর্থিক: ০.৫৩%; ১.২৮ কোটি টাকা;	ভৌত: ২% আর্থিক: ১.২৮ কোটি টাকা
০৪	রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগে নেসকো'র আওতাধীন এলাকায় স্মার্ট প্রি-পেইন্ট মিটার স্থাপন প্রকল্প	জিওবি: ৬১৭.৬৬ কোটি, নেসকো: ৯৪.৯৬ কোটি, মোট: ৭১২.৬২ কোটি;	০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫	ভৌত: ৩% আর্থিক: ৩.০৭ কোটি টাকা;	ভৌত: ৩% আর্থিক: ৩.০৭ কোটি টাকা





নেসকো আয়োজিত "Nesco Towards 2041: Chalanges and way Forward" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এমপি।

তারিখ: ৪ ডিসেম্বর ২০২২

নেসকো পিএলসি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অর্জন (২০২২-২৩ অর্থবছর)

সূচক নং	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুলাই ২২ -জুন ২৩)
১.	বিতরণ লাইন নির্মাণ	সমষ্টি	কিঃমিঃ	৬	১,৯০০	২,২১০.০০
২.	উপকেন্দ্র নির্মাণ/আপগ্রেডেশনের সংখ্যা	সমষ্টি	সংখ্যা	৪	১০	১০
৩.	বিতরণ ব্যবস্থার সিস্টেম লস	ক্রমপঞ্জিত	%	৫	৯.৭০	৯.৫১
৪.	রূপটপ সোলার সিস্টেম স্থাপন	সমষ্টি	সংখ্যা	১	২০	২২
৫.	রূপটপ সোলার ক্ষমতা অর্জন	সমষ্টি	কিঃ ওঃ	১	১৭৫.০০	৬৪১.০০
৬.	ফিল্ড সার্ভে এবং জিআইএস ডাটা কালেকশন	ক্রমপঞ্জিত	%	২	৬০	৬০
৭.	স্ক্যাডা ইনিশিয়েশনের নিমিত্ত ডিপিপি প্রস্তুতকরণ	সমষ্টি	%	২	১০০.০০	১০০.০০
৮.	বিল কালেকশন রেশিও	ক্রমপঞ্জিত	%	৫	৯৮.০০	৯৮.৬৩
৯.	পাওনা পরিশোধ	ক্রমপঞ্জিত	সমমাস	৪	১.৩০	১.৩০
১০.	বকেয়া হ্রাসকরণ	ক্রমপঞ্জিত	সমমাস	২	২.৫০	২.৪৭
১১.	কারেন্ট রেশিও	ক্রমপঞ্জিত	রেশিও	২	১.৩০.১	১.২৪.১
১২.	কুইক রেশিও	ক্রমপঞ্জিত	রেশিও	২	১.২.১	১.০৫.১
১৩.	ই জিপি টেন্ডারিং (১০০ কোটির নিচে) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	সমষ্টি	%	৫	৯৫.০০	৯৫.০০

সূচক নং	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুলাই ২২ - জুন ২৩)
১৪.	নতুন সংযোগ প্রদান	সমষ্টি	সংখ্যা	৫	১,০০,০০০	১,০০,৭০১
১৫.	প্রিপেইড মিটার স্থাপন	সমষ্টি	সংখ্যা	৫	২০,০০০	২০,৫০০
১৬.	ওভারলোডেড ট্রান্সফরমার এর শতকরা হার	গড়	%	১	০.১২	০.০৯
১৭.	সুবিধা প্রাপ্ত জনগোষ্ঠির আবেদনের ভিত্তিতে সংযোগ প্রদানের শতকরা হার	ক্রমপুঞ্জিত	%	২	১০০.০০	১০০.০০
১৮.	আবাসিক (LT) বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ২ কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করে ডিম্যান্ড নোট ইস্যুকৃত	ক্রমপুঞ্জিত	%	১	১০০.০০	১০০.০০
১৯.	আবাসিক (LT) বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে ডিম্যান্ড নোটে রটাকা, মিটার ও সার্ভিস তার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) জমা দেয়ার পরবর্তী ২ কর্মদিবসের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান নিশ্চিতকৃত	ক্রমপুঞ্জিত	%	১	১০০.০০	১০০.০০
২০.	১১ কেভি ও তদুর্ধ্ব ভোল্টেজের বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে সকল শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে আবেদনের ১৩ কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করে ডিম্যান্ড নোট ইস্যুকৃত	ক্রমপুঞ্জিত	%	১	১০০.০০	১০০.০০
২১.	১১ কেভি ও তদুর্ধ্ব ভোল্টেজের বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে ডিম্যান্ড নোটের টাকা জমা, সোলার প্যানেল স্থাপন, মিটার সরবরাহ, মিটার টেষ্ট এর পরবর্তী ২ কর্মদিবসের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানকৃত	ক্রমপুঞ্জিত	%	১	১০০.০০	১০০.০০
২২.	ত্রিপক্ষীয় সভায় উত্থাপিত অডিট আপত্তি	ক্রমপুঞ্জিত	%	১	১০০.০০	১০০.০০
২৩.	SAIDI পরিমাপে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালুকৃত ক্রমপুঞ্জিত	ক্রমপুঞ্জিত	%	৪	৫০.০০	৫০.২৫
২৪.	সিস্টেম অ্যাভারেজ ইন্টারেশন ডিউরেশন ইনডেক্স (SAIDI)	সমষ্টি	মিনিট	৩	১৩৭০	১৩১৬
২৫.	সিস্টেম অ্যাভারেজ ইন্টারেশন ফ্রিকোয়েন্সি ইনডেক্স (SAIFI)	সমষ্টি	বার/সংখ্যা	৩	৬০	৫৯
২৬.	বিলিং পয়েন্ট এ পাওয়ার ফ্যাক্টর	গড়	%	২	৯০.০০	৯০.১৩

নেসকো পিএলসি এর আইসিটি খাতে অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

নেসকো গ্রাহকসেবা পোর্টাল

নেসকো তার গ্রাহক সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য একটি অনলাইন গ্রাহক সেবা পোর্টাল চালু করেছে। সম্মানিত গ্রাহক এই অনলাইন গ্রাহক সেবা পোর্টাল থেকে অনলাইন সেবা নিতে পারছেন। পোস্ট পেইড গ্রাহকরা তাদের মাসিক বিদ্যুৎ বিল, বিল পরিশোধের স্ট্যাটাস, মোট বকেয়ার পরিমাণ, সংযোগের অবস্থা, বিল প্রদানের প্রত্যয়নপত্র ডাউনলোডসহ যাবতীয় তথ্য অ্যাক্সেস করতে পারেন এবং স্মার্ট প্রিপেইড মিটার গ্রাহকরা তাদের রিচার্জ তথ্য, মাসিক ব্যবহার, রিমোট রিচার্জ স্ট্যাটাস, রিচার্জ

টোকেন এবং মিটার ব্যবহারের ওপর বিভিন্ন টিউটোরিয়াল এই পোর্টালে দেখতে পারেন। এই পোর্টালের মাধ্যমে গ্রাহকরা বিদ্যুৎ বন্ধের তথ্য এবং বিদ্যুৎ সেবা সংক্রান্ত যে কোনো অভিযোগ জানাতে পারেন। তারা অনলাইনে একটি নতুন সংযোগের জন্য আবেদনও করতে পারেন। নেসকো হটলাইন নম্বর, সর্বাধিক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলি, বিদ্যুৎ আইন, প্রবিধান এবং শুদ্ধহার সম্পর্কিত তথ্যও সেখানে দেওয়া রয়েছে। মোট ৬টি মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস এবং অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে কীভাবে মিটার রিচার্জ করতে হয় সেই বিষয়ে গ্রাহকদের জন্য ভিডিও টিউটোরিয়াল এবং ম্যানুয়ালও এই পোর্টালে দেওয়া রয়েছে।

নেসকো ডাটা সেন্টার

নেসকো পিএলসি দেশের উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬টি জেলা ও ৩৯টি উপজেলা শহর ও শহরাঞ্চলে সম্মানিত গ্রাহকগণকে নির্ভরযোগ্য ও সশ্রমী বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণসহ উত্তম গ্রাহক সেবা প্রদান ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল গ্রাহক সেবা ডিজিটলাইজড করার অভিপ্রায়ে একটি নিরাপদ ও বিশ্বাসযোগ্য আইটি অবকাঠামো হিসেবে নেসকো ডাটা সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে। নেসকো ডাটা সেন্টার হতে পরিচালিত হয় পোস্ট পেইড বিল প্রসেসিং, স্মার্ট মিটারিং/এএমআই, জিআইএস, স্ক্যাডা, ইআরপি, অর্থ ও বাজেট, এইচআর সফটওয়্যার, স্টোর ও অন্যান্য সফটওয়্যার। ডাটা সেন্টারটিকে যে কোনো সাইবার হুমকি থেকে সুরক্ষিত করা হয়েছে। ডাটা সেন্টারটির প্যাসিভ সিস্টেম (ইলেক্ট্রিক্যাল ও কুলিং) এমনভাবে তৈরি যা আগামী দশ বছরের জন্য এ্যাক্টিভ সিস্টেমের (সার্ভার ও ব্যাক) প্রয়োজনীয়তা মেটাবে।

অনলাইনের মাধ্যমে নেট মিটার আবেদন প্রস্তুতকরণ

অনলাইন সেবার মাধ্যমে সম্মানিত গ্রাহকগণ নেট মিটার নির্দেশিকা অনুযায়ী সঠিকভাবে আবেদন প্রস্তুত করতে পারেন। সম্মানিত গ্রাহকগণ পোর্টালটি নিয়মিত ব্যবহার করছেন এবং সকল সুবিধাদি প্রাপ্ত হচ্ছেন।

নেসকো মোবাইল অ্যাপ

নেসকোর মোবাইল অ্যাপটির মাধ্যমে সম্মানিত গ্রাহকগণ তাদের বিদ্যুৎ বিল, বিদ্যুতের ব্যবহার, বিদ্যুৎ বন্ধের নোটিশ এবং আরো অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। পাশাপাশি তারা এমেক্স, ভিসা বা মাস্টার কার্ড একাউন্ট ব্যবহার করে তাদের বিল পরিশোধ করতে পারেন।



নেসকোর সকল স্তরের কর্মচারীদের সাথে কোম্পানির উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে মতবিনিময় সভা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন নেসকো পিএলসি এর সম্মানিত চেয়ারম্যান ও অতিরিক্ত সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ ড. সৈয়দ মাসুম আহমেদ চৌধুরী, এনডিসি।

তারিখ: ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

ডিজিটাল সেবাসমূহ

বর্তমানে নেসকো পিএলসি তার সম্মানিত গ্রাহকদের যে সকল ডিজিটাল সেবা প্রদান করছে তাদের মধ্যে অন্যতম হলো অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিল পেমেন্ট, নতুন সংযোগের জন্য অনলাইন আবেদন ও প্রক্রিয়াকরণ, মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বিল পেমেন্ট, নিজস্ব অনলাইন রিফ্রুটমেন্ট সিস্টেম তৈরি, পোস্ট পেইড গ্রাহকদের জন্য মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, ওয়েবে বিলের তথ্য প্রদান, অনলাইন স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, কেন্দ্রীয় অভিযোগ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার ইত্যাদি। সফটওয়্যার আপগ্রেডেশন নেসকোর অন্যতম একটি প্রযুক্তিগত অর্জন। বর্তমানে দক্ষতার সাথে বিলিং সফটওয়্যার ও ডাটাবেইজ রক্ষণাবেক্ষণ করছেন নেসকোর দক্ষ কর্মীরা। নেসকোর কর্মচারীরা নিজেস্বই সফটওয়্যার এবং ডাটাবেইজ রক্ষণাবেক্ষণ করার কারণে ম্যানেজমেন্টের চাহিদা মোতাবেক যাবতীয় রিপোর্ট তৈরি, ডেটা বিশ্লেষণ এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া অত্যন্ত সহজ হয়ে ওঠেছে। এটি নেসকো পিএলসি এর একটি অসাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অর্জন।

কেন্দ্রীয় কল সেন্টার

নেসকো পিএলসি ১১ এপ্রিল ২০১৯-এ কল সেন্টার সেবা চালু করে। কল সেন্টারের নম্বর হলো ১৬৬০৩। এই নম্বরে ভোক্তারা অভিযোগ জানাতে পারেন এবং কল করে বিভিন্ন তথ্য পেতে পারেন, যা দিন রাত ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে। অভিযোগ নিষ্পত্তির পর অভিযোগকারী স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি এসএমএস পেয়ে থাকেন।



নেসকো কল সেন্টার

অনলাইন অভিযোগ নিষ্পত্তি সিস্টেম

বিদ্যুৎ, জ্বালানি এবং খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ২০২০ সালের জুন মাসে ইউটিলিটিগুলির জন্য একটি সমন্বিত ওয়েবভিত্তিক কেন্দ্রীয় অভিযোগ এবং নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম চালু করে। একজন গ্রাহক এই পোর্টালের মাধ্যমে তার অভিযোগ জমা দিতে পারেন। অভিযোগটি যথাযথ ইউটিলিটি এবং অফিসে পাঠানো হয়। নেসকো এই পোর্টালের মাধ্যমে গ্রাহক অভিযোগ নিষ্পত্তি করে এবং গ্রাহকগণকে এই মাধ্যমে তাদের অভিযোগ জানাতে উৎসাহিত করে।

বিদ্যুৎ বিভাগের সমন্বিত ইআরপি (ERP)

ইআরপি হলো এমন একটি ব্যবস্থা যা সফটওয়্যার এবং প্রযুক্তির সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক প্রক্রিয়াগুলিকে সমন্বিতভাবে ব্যবস্থাপনা করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যোগ্য নেতৃত্বে বিদ্যুৎ বিভাগ বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণে অবিস্বাস্য অগ্রগতি সাধন করেছে। নেসকো বর্তমানে ইআরপির মাধ্যমে তার মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, বেতন-ভাতা এবং প্রকিউরমেন্ট সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

নেসকো পিএলসি এর সমাপ্ত প্রকল্প

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় নেসকো পিএলসি এর প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্প ১টি যা নিম্নরূপ:

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ	প্রকল্পের প্রারম্ভিক মেয়াদকাল	২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিভূত অগ্রগতি
০১	'নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড এলাকায় পাঁচ লক্ষ স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প'	জিওবি: ৩৯৯.৫২ কোটি, নেসকো: ১৮.৫৬ কোটি, মোট: ৪১৮.০৮ কোটি	০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২	ভৌত: ১০০% (মোট প্রকল্পের: ৪৯.৭৫%) আর্থিক: ১০০% ২০৮.০২ কোটি টাকা; (মোট প্রকল্পের: ৫২.০৭%)	ভৌত: ১০০% আর্থিক: ৯৭.১৯%; ৩৮৮.৩১ কোটি টাকা

নেসকো পিএলসি এর ভবিষ্যৎ প্রকল্প

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় নেসকো পিএলসি এ প্রক্রিয়াধীন/পাইপলাইনে বিদ্যমান প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপ:

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	প্রাকুলিত অর্থের পরিমাণ	প্রকল্পের সম্ভাব্য মেয়াদকাল	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১	Network Infrastructure Development & Modernization of Distribution System in NESCO Area.	পিএ: ৭৪১.০৪ কোটি টাকা; জিওবি: ২২৩.০১ কোটি টাকা, নেসকো: ১২.০৪ কোটি টাকা, মোট: ৯৭৬.০৯ কোটি টাকা;	০১/০১/২০২৪ হতে ৩১/১২/২০২৬	পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন হয়েছে এবং গত ০৫ জুন ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ৬০ তম সভায় ইআরডি কর্তৃক প্রকল্পটি অর্থায়নের জন্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এডিবিকে প্রাথমিকভাবে চূড়ান্ত করা হয়েছে। বর্তমানে ডিপিপি পঞ্জতির কাজ চলমান আছে।
০২	Power Distribution System Strengthening Project in NESCO Area.	পিএ: ১২১৩.০১ কোটি টাকা; জিওবি: ১১৮.৮৬ কোটি টাকা, নেসকো: ৩৫.৫০ কোটি টাকা, মোট: ১৩৬৭.৩৭ কোটি টাকা;	০১/০১/২০২৪ হতে ৩১/১২/২০২৬	পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন হয়েছে এবং গত ০১ মার্চ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ৫৯ তম সভায় ইআরডি কর্তৃক প্রকল্পটি অর্থায়নের জন্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এএফডিকে প্রাথমিকভাবে চূড়ান্ত করা হয়েছে। বর্তমানে ডিপিপি পঞ্জতির কাজ চলমান আছে।

অডিট আপত্তি, লাভ-ক্ষতি ও বিভাগীয় মামলা

বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য
(৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত):

(টাকার অংক কোটি টাকায়)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১.	বিদ্যুৎ বিভাগ	০৪	০.৪৪	০৪	০১	০.০২	০৩	০.৪২
০২.	বিইপিআরসি	০	০	০	০	০	০	০
০৩.	শ্রেডা	৩	২.৩৮	৩	২	১.৯৪	১	০.৪৪
০৪.	পাওয়ার সেল	৯	৪.৬৮	৯	৫	০.৮৯	৪	৩.৭৯
০৫.	বাবিউবো	১৭৫৭	৩২৯৮৮.৮৪	৫৯৭	৩০০	৫৬০.৩০	১৪৫৭	৩২৪২৮.৫৪
০৬.	বাপবিবো	৪৭০	৩৩৪০৪.৪১	৪৭০	১২৮	২০৪২.২৫	৩৪২	৩১৩৬২.১৬
০৭.	প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর	০	০	০	০	০	০	০
০৮.	নওপাজেকো	২২	৭৯৫.২৩	২২	০৯	৮২.৮৮	১৩	৭১২.৩৫
০৯.	এপিএসসিএল	৩১	২৮৭০.৯৮	৩১	০১	১৪.৯৯	৩০	২৮৫৫.৯৯
১০.	ইজিসিবি	২৯	১৬৬৫.৮০	১৬	২০	৪৯৭.৫৫	৯	১১৬৮.২৫
১১.	আরপিসিএল	০	০	০	০	০	০	০
১২.	বি-আর পাওয়ারজেন	০	০	০	০	০	০	০
১৩.	সিপিজিসিবিএল	২৯	৭৪২৩.৫৪	২৯	০৮	২২.৪২	২১	৭৪০১.১২
১৪.	পিজিসিবি	৩৪৩	৮৮১৫.০৯	২২৫	৭৯	৩৯৪০.৮১	২৬৪	৪৮৭৪.২৮
১৫.	ডিপিডিসি	৮১৮	৭২০৯.০৭	১৯০	৮৮	১০৩৪.১৬	৭৩০	৬১৭৪.৯১
১৬.	ডেসকো	১৫৪	৮০৯.৬২	১৫৪	২৪	৩৯১.৯৭	১৩০	৪৭৭.৬৫
১৭.	ওজোপাড়িকো	১৯১	৮৫০.১২	৯৩	২৩	৬২.৮৬	১৬৮	৭৮৭.২৬
১৮.	নেসকো	২২৭	২৯১.৮২	১৮৬	৪১	১৭.৫২	১৮৬	২৭৪.৩০
সর্বমোট:		৪০৮৭	৯৭১৩২.০২	২০২৯	৭২৯	৮৬১০.৫৬	৩৩৫৮	৮৮৫২১.৪৬

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সংস্থা/কোম্পানিসমূহের ২০২২-২৩ অর্থবছরের লাভ-ক্ষতির পরিমাণ

প্রতিষ্ঠানের নাম	লাভের পরিমাণ	ক্ষতির পরিমাণ
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো)		১৩,৬১১.০০ কোটি টাকা (কর পরবর্তী ও অনির্ধারিত)
নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি. (নওপাজেকো)	৫৬০.১০ কোটি টাকা (কর পরবর্তী ও অনির্ধারিত)	
আওগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লি. (এপিএসসিএল)	২৫৮.৩৩ কোটি টাকা (কর পরবর্তী ও অনির্ধারিত)	

বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০২২-২৩

প্রতিষ্ঠানের নাম	লাভের পরিমাণ	ক্ষতির পরিমাণ
ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি. (ইজিসিবি)	২২৩.৫২ কোটি টাকা (কর পরবর্তী ও নিরীক্ষিত)	
রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লি. (আরপিসিএল)	১৮৩.৯১ কোটি টাকা (কর পরবর্তী ও নিরীক্ষিত)	
বি-আর পাওয়ারজেন লি.	৪১.৩০ কোটি টাকা (কর পরবর্তী ও খসড়া নিরীক্ষিত)	
কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লি. (সিপিজিসিবিএল)		৩৩.৪১ কোটি টাকা (কর পরবর্তী ও নিরীক্ষিত)
পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি. (পিজিসিবি)		৫৮১.৯৬ কোটি টাকা (কর পরবর্তী ও অনিরীক্ষিত)
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো)	২,৪৯২.৪২ কোটি টাকা (কর পরবর্তী ও নিরীক্ষিত)	
ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. (ডিপিডিসি)		৬৬১.৪৯ কোটি টাকা (কর পরবর্তী ও অনিরীক্ষিত)
ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লি. (ডেসকো)		৫৪০ কোটি টাকা কর পরবর্তী (প্রাক্কলিত)
ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. (ওজোপাডিকো)		২৭৩.০৩ কোটি টাকা (কর পরবর্তী ও নিরীক্ষিত)
নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লি. (নেসকো)		৮৭.৪৭ কোটি টাকা (কর পরবর্তী ও নিরীক্ষিত)

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত তথ্য
(৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত):

সংস্থার নাম	প্রতিবেদনাবধীন অর্থবছরে (২০২২-২৩) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহে পঞ্জিকৃত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাবধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
		চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
বাবিউবো	১০৯	০৭	২৫	৩৪	৬৬	৪৩
বাপবিবো	৫৯	০২	২১	২৬	৪৯	১০
নওপাজেকো	১৪	০২	০১	০৭	১০	০৪
এপিএসসিএল	০৭	০	০৪	০১	০৫	০২
ইজিসিবি	০১	০১	০	০	০১	০
পিজিসিবি	১৭	০১	০৮	০৬	১৫	০২
ডিপিডিসি	২২	০১	০২	০৬	০৯	১৩
ডেসকো	২০	০	০৭	০৭	১৪	০৬
ওজোপাডিকো	১৫	০	০৩	০৫	০৮	০৭
নেসকো	১৭	০৩	০৩	০৫	১১	০৬
মোট	২৮১	১৭	৭৪	৯৭	১৮৮	৯৩

বিদ্যুৎ উৎপাদন



খুলনা ৩৩০ মেগাওয়াট সিসিপিপি বিদ্যুৎ কেন্দ্র

বিদ্যুৎ উৎপাদন

জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ মূল চালিকাশক্তি। দেশে বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার সবার জন্য নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ বিভাগ বিভিন্ন মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ এ খাতের সার্বিক ও সুষম উন্নয়নে মেয়াদভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি কয়লা, তরল জ্বালানি, ডুয়েল-ফুয়েল, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও নিউক্লিয়ার এনার্জিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদ্যুতের অপরিসীম গুরুত্ব বিবেচনা করে নিবিড়ভাবে তদারকির মাধ্যমে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।



মিরসরাই ১৫০ মেগাওয়াট এইচএফও বিদ্যুৎ কেন্দ্র

২০২২-২৩ অর্থবছরে বিদ্যুতের স্থাপিত ক্ষমতা ২৮ হাজার ১৩৪ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। তন্মধ্যে শ্রিডভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ২৪,৯১১ মেগাওয়াট, ক্যাপটিভ ২,৮০০ মেগাওয়াট ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি (অফগ্রিড) ৪১৮ মেগাওয়াট ও জীবাশ্ম জ্বালানি (অফগ্রিড) ৫ মেগাওয়াট।

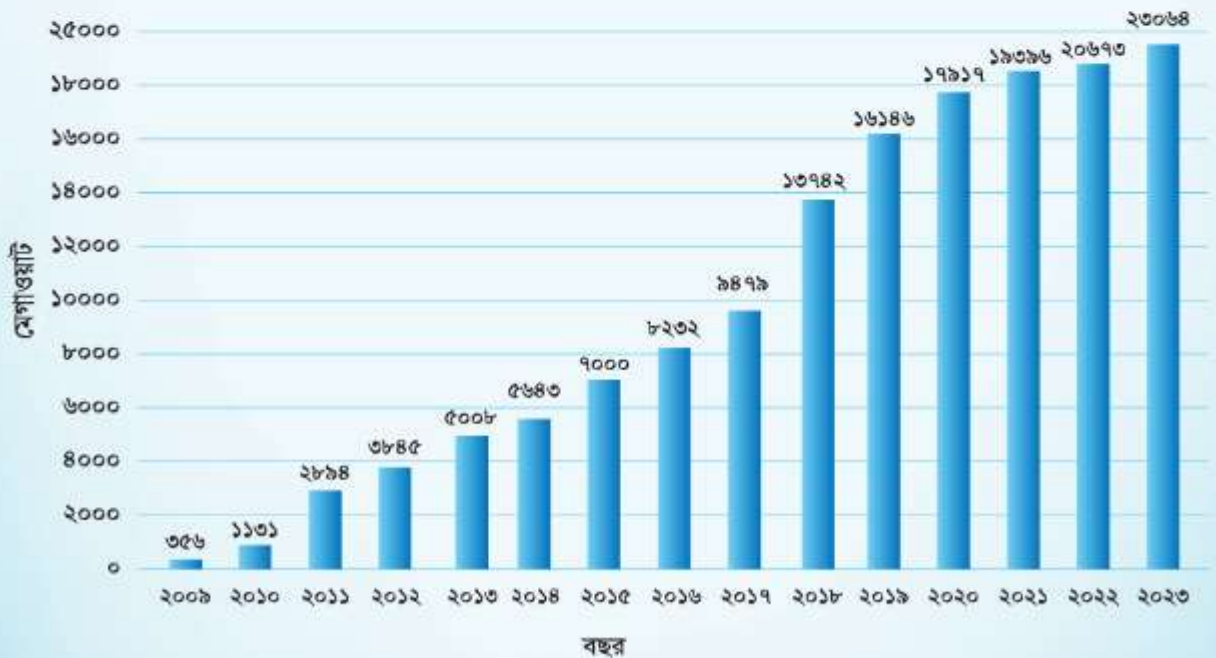
ক্রমিক	খাত	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
ক	শ্রিড	২৪,৯১১
খ	অফগ্রিড	ক্যাপটিভ নবায়নযোগ্য জ্বালানি জীবাশ্ম জ্বালানি
		২,৮০০ ৪১৮ ৫
		মোট : ২৮,১৩৪

শ্রিডভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ২৪,৯১১ মেগাওয়াট; এর মধ্যে সরকারি খাতে ১০,৪৭৯ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৯,৯১৫ মেগাওয়াট, যৌথ উদ্যোগ ১,৮৬১ মেগাওয়াট, বিদ্যুৎ আমদানি ২,৬৫৬ মেগাওয়াট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ক্রমিক	খাত	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	শতকরা
ক	সরকারি	১০,৪৭৯	৪২%
খ	বেসরকারি	৯,৯১৫	৪০%
গ	যৌথ উদ্যোগ	১,৮৬১	৭%
ঘ	বিদ্যুৎ আমদানি	২,৬৫৬	১১%
		মোট : ২৪,৯১১	১০০%

বর্তমানে আরও ১১ হাজার ৬০৯ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩০টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে। এর মধ্যে ৩ হাজার ৬৫৯ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১০টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র সরকারি খাতে, ৩ হাজার ১০৮ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র যৌথ উদ্যোগে এবং ৪ হাজার ৮৪২ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১৮টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র বেসরকারি খাতে নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া ২ হাজার ৪২৯ মেগাওয়াটের ১৭টি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন ও ৬২৮ মেগাওয়াটের ৭টি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ১০ হাজার ২৭৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার আরও ৩৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত মোট ২০,৪০৮ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১৫২টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। নিম্নে বছরভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ক্ষমতা দেখানো হলো:

সাল (ক্যালেন্ডার)	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	মোট	
বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মে.ও.)	৩৫৬	৭৭৫	১৭৬৩	৯৫১	৬৬৩	৬৩৫	১৩৫৭	১১৩২	১১৮৭	৩৭৬৩	২৪০৪	১৭৭১	১৪৭৯	১২৭৭	৮৯৫	২০৪০৮
বিদ্যুৎ আমদানি (মে.ও.)	০	০	০	০	৫০০	০	০	১০০	৬০	৫০০	০	০	০	১৪৯৬	২৬৫৬	
মোট	৩৫৬	৭৭৫	১৭৬৩	৯৫১	১১৬৩	৬৩৫	১৩৫৭	১২৩২	১২৪৭	৪২৬৩	২৪০৪	১৭৭১	১৪৭৯	১২৭৭	২৩৯১	২৩০৬৪



বছরভিত্তিক জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সংযোজন (ক্রমপুঞ্জিত)

বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি

সরকার ২০০৯ সাল থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ১৬১টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে; যার মোট ক্ষমতা ৩০,৯৯৮ মেগাওয়াট। তন্মধ্যে রয়েছে সরকারি খাতে ৫৫টি, যৌথ উদ্যোগে ৪টি, ভাড়াভিত্তিক ২০টি এবং আইপিপি ৮২টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র। ৩০ হাজার ৯৯৮ মেগাওয়াটের ১৬১টি চুক্তি স্বাক্ষরিত বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের বিবরণ নিম্নরূপ:

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ধরন	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
সরকারি	৫৫	১১,৫৮৫
যৌথ উদ্যোগ	৪	৪,৯৬৯
ভাড়াভিত্তিক	২০	১,৬৫৩
আইপিপি	৮২	১২,৭৯১
মোট	১৬১	৩০,৯৯৮

১১ হাজার ৬০৯ মেগাওয়াটের ৩০টি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প নির্মাণাধীন যার বিবরণ নিম্নরূপ:

খাত	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
সরকারি	১০	৩,৬৫৯
যৌথ উদ্যোগ	২	৩,১০৮
বেসরকারি	১৮	৪,৮৪২
মোট	৩০	১১,৬০৯

২ হাজার ৪২৯ মেগাওয়াটের ১৭টি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন যার বিবরণ নিম্নরূপ:

খাত	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
সরকারি	০	০
যৌথ উদ্যোগ	০	০
বেসরকারি	১৭	২,৪২৯
মোট	১৭	২,৪২৯

৬২৮ মেগাওয়াটের ৭টি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে যার বিবরণ নিম্নরূপ:

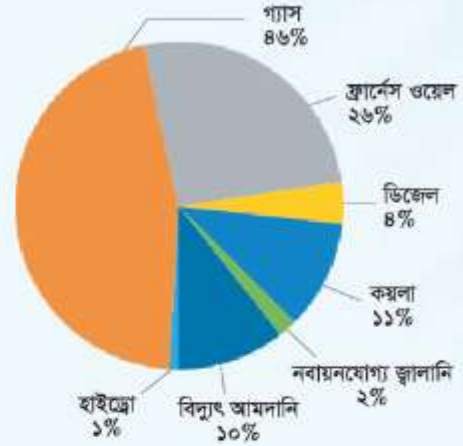
খাত	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
সরকারি	৪	৪৭৮
যৌথ উদ্যোগ	০	০
বেসরকারি	৩	১৫০
মোট	৭	৬২৮

২০০৯ সাল থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত চালুকৃত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ, চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন ও দরপত্র প্রক্রিয়াধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিশিষ্ট -১ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

জ্বালানি ও প্রযুক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন

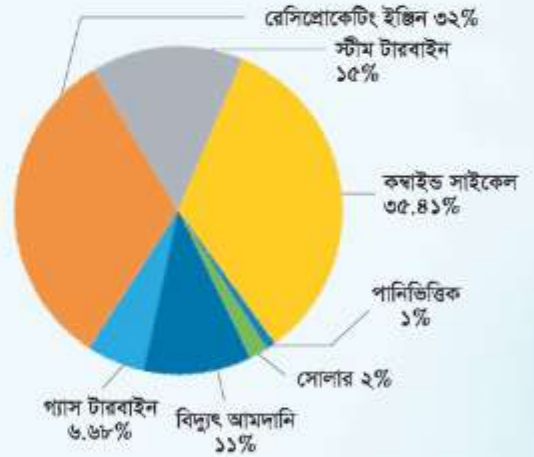
জুন ২০২৩ সালে জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (গ্রিড) ক্ষমতা নিম্নে দেখানো হলো:

জ্বালানির ধরন	সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
হাইড্রো	১	২৩০
গ্যাস	৬৪	১১,৩৭২
ফার্নেস অয়েল	৬৫	৬,৪৯২
ডিজেল	৭	১,০১০
কয়লা	৫	২,৬৯২
নবায়নযোগ্য জ্বালানি	১০	৪৫৯
বিদ্যুৎ আমদানি	-	২,৬৫৬
মোট	১৫২	২৪,৯১১



জুন ২০২৩ সালে প্রযুক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (গ্রিড) ক্ষমতা নিম্নে দেখানো হলো:

প্রযুক্তি	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
গ্যাস টারবাইন	১,৪৩৮
রেসিপ্রোকেটিং ইঞ্জিন	৮,০২৩
স্টিম টারবাইন	৩,৭৪২
কম্বাইন্ড সাইকেল	৮,৩৬৩
পানিভিত্তিক	২৩০
সোলার	৪৫৯
বিদ্যুৎ আমদানি	২,৬৫৬
মোট	২৪,৯১১



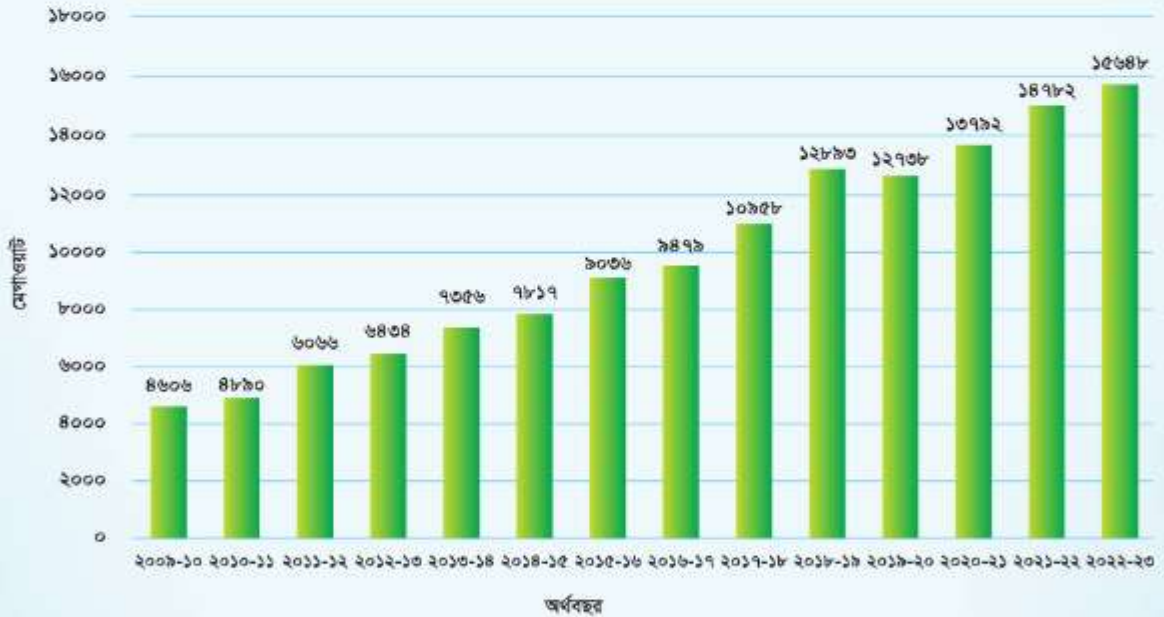
বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র

২০২১-২২ অর্থবছরে সরকারি খাতে ১০,১৩০ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৯,৯৪৮ মেগাওয়াট, যৌথ উদ্যোগ ১,২৪৪ মেগাওয়াট এবং বিদ্যুৎ আমদানি ১,১৬০ মেগাওয়াটসহ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ২২,৪৮২ মেগাওয়াট। ২০২২-২৩ অর্থবছরে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে সরকারি খাতে ১০,৪৭৯ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৯,৯১৫ মেগাওয়াট, যৌথ উদ্যোগ ১,৮৬১ মেগাওয়াট এবং বিদ্যুৎ আমদানি ২,৬৫৬ মেগাওয়াটসহ ২৪,৯১১ মেগাওয়াটে দাঁড়ায়। অর্থাৎ ২০২১-২২ অর্থবছরের তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রায় ১০.৮০% উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০০৯-১০ অর্থবছরে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪,৬০৬ মেগাওয়াট। যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে বেড়ে সর্বোচ্চ উৎপাদনের পরিমাণ ১৫,৬৪৮ মেগাওয়াটে (১৯ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে) দাঁড়ায়। গ্রীষ্মকালে তীব্র গরম এবং সেচের কারণে প্রতিবছর বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এবং সে আলোকে উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত বছরভিত্তিক সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ পরবর্তী পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।

অর্থবছর	সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন (মেগাওয়াট)
২০০৯-১০	৪,৬০৬
২০১০-১১	৪,৮৯০
২০১১-১২	৬,০৬৬
২০১২-১৩	৬,৪৩৪
২০১৩-১৪	৭,৩৫৬
২০১৪-১৫	৭,৮১৭
২০১৫-১৬	৯,০৩৬
২০১৬-১৭	৯,৪৭৯
২০১৭-১৮	১০,৯৫৮
২০১৮-১৯	১২,৮৯৩
২০১৯-২০	১২,৭৩৮
২০২০-২১	১৩,৭৯২
২০২১-২২	১৪,৭৮২
২০২২-২৩	১৫,৬৪৮

বছরভিত্তিক সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের তুলনামূলক চিত্র



বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন প্রকার জ্বালানির ব্যবহার

জ্বালানি নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ উৎপাদনের একক জ্বালানি হিসেবে গ্যাসের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস, পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ব্যবহারের প্রসার, বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি প্রাপ্যতা এবং আন্তর্জাতিক বাজার দর বিবেচনা করে জ্বালানি বৈচিত্র্যতাকে কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে ক্রমান্বয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের ওপর একক নির্ভরশীলতা কমে আসছে। বর্তমানে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রায় ৫২.০২ শতাংশ গ্যাস হতে উৎপাদিত হচ্ছে, যা ২০০৯ সালে ছিল ৮৮.৪৪ শতাংশ। নিম্নের সারণিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি ব্যবহারের হার (%) দেখানো হলো:

অর্থবছর	মোট উৎপাদন (মি.কি.ও.ঘ.)	গ্যাস ভিত্তিক (%)	কয়লা ভিত্তিক (%)	তরল জ্বালানি ভিত্তিক (%)	পানি ভিত্তিক (%)	আমদানি ভিত্তিক (%)	নবায়নযোগ্য জ্বালানি (%)
২০০৮-০৯	২৬,৫৩৩	৮৮.৪৪	৪.০২	৫.৯৩	১.৬১	--	
২০০৯-১০	২৯,২৪৭	৮৯.২১	৩.৫৩	৪.৭৬	২.৫০	--	
২০১০-১১	৩১,৩৫৫	৮২.১২	২.৪৯	১২.৬১	২.৭৮	--	
২০১১-১২	৩৫,১১৮	৭৯.১৫	২.৫২	১৬.১৩	২.২১	--	
২০১২-১৩	৩৮,২২৯	৭৮.১২	৩.০২	১৬.৫১	২.৩৪	--	
২০১৩-১৪	৪২,১৯৫	৭২.৪২	২.৪৬	১৮.৩৫	১.৩৯	৫.৩৭	
২০১৪-১৫	৪৫,৮৩৬	৬৯.৪৪	২.০৫	১৯.৯০	১.২৩	৭.৩৭	
২০১৫-১৬	৫২,১৯৩	৬৮.৬৩	১.৬২	২০.৫৭	১.৮৪	৭.৩২	
২০১৬-১৭	৫৭,২৭৬	৬৬.৪৪	১.৭৬	২১.৯৬	১.৭১	৮.১৩	
২০১৭-১৮	৬২,৬৭৮	৬৩.৩১	২.৭০	২৪.৭২	১.৬৩	৭.৬৩	০.০১
২০১৮-১৯	৭০,৫৩৩	৬৮.৪৯	১.৭৪	১৯.০৭	১.০৩	৯.৬২	০.০৫
২০১৯-২০	৭১,৪১৯	৭১.৮০	৪.২০	১৩.৪০	১.২০	৯.৩০	০.১০
২০২০-২১	৮০,৪২৩	৬০.১৯	৬.২১	২২.৫১	০.৮১	১০.০৮	০.২০
২০২১-২২	৮৫,৬০৭	৫৫.০৬	৬.২৪	২৮.৪৪	০.৮৭	৯.০১	০.৩৮
২০২২-২৩	৮৮,৪৫০	৫২.০২	১১.৪০	২৩.৩৪	০.৬৯	১১.৭৯	০.৭৬

নিট বিদ্যুৎ উৎপাদন

২০২১-২২ অর্থবছরে সরকারি এবং বেসরকারি খাতে মোট ৮৫,৬০৭ মি.কি.ঘ. (মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা) নিট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছিল। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি খাতে নিট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৮৮,৪৫০ মি.কি.ঘ. দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ ২০২১-২২ অর্থবছরের তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রায় ২,৮৪৩ মি.কি.ঘ. (৩.৩২%) নিট বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।



চাঁদপুর ১৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি বিদ্যুৎ কেন্দ্র

নির্মাণাধীন গ্যাস/এলএনজি ভিত্তিক বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

গ্যাস/এলএনজি ভিত্তিক নির্মাণাধীন ৪,৩৪০ মেগাওয়াট ক্ষমতার নিম্নে উল্লেখিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ নির্মাণাধীন রয়েছে:

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	মালিকানা	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য সময়	অগ্রগতি
০১	ঘোড়াশাল ইউনিট-৩ রিপাওয়ারিং (এস টি ইউনিট)	১৫৬	বিপিভিবি	গ্যাস	ডিসেম্বর ২০২৩	৯৭%
০২	ঘোড়াশাল ইউনিট-৪ রিপাওয়ারিং	৪০৯	বিপিভিবি	গ্যাস	ফেব্রুয়ারি ২০২৪	৯৫%
০৩	রূপসা ৮০০ (২X৪০০) মেগাওয়াট সিসিপিপি	৮৮০	এনডব্লিউপি জিসিএল	এলএনজি	১ম ইউনিট: সেপ্টেম্বর ২০২৪ ২য় ইউনিট: মার্চ ২০২৫	৬৪%
০৪	ময়মনসিংহ ৩৬০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (ডুয়েল ফুয়েল)	৪২০	আরপিসিএল	গ্যাস	জিটি: ডিসেম্বর ২০২৪ এসটি: জুন ২০২৫	১৯%
০৫	মেঘনাঘাট ৫৮৩ মেগাওয়াট সিসিপিপি (সামিট)	৫৮৩	আইপিপি	এলএনজি	৩১ ডিসেম্বর ২০২৩	৯০%
০৬	মেঘনাঘাট, নারায়ণগঞ্জ ৫৮৪ মেগাওয়াট সিসিপিপি (ইউনিক)	৫৮৪	আইপিপি	এলএনজি	৩১ ডিসেম্বর ২০২৩	৯৬%
০৭	মেঘনাঘাট ৭১৮ মেগাওয়াট সিসিপিপি (রিলায়েন্স)	৭১৮	আইপিপি	এলএনজি	৩১ ডিসেম্বর ২০২৩	৯৫%
০৮	আনোয়ারা, চট্টগ্রাম ৫৯০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (ইউনাইটেড)	৫৯০	আইপিপি	এলএনজি	২৮ জানুয়ারি ২০২৬	৮%

সর্বমোট : ৪,৩৪০

দরপত্র ও চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন গ্যাস/এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

দরপত্র ও চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন গ্যাস/এলএনজি ভিত্তিক ২,২২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৫টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো:

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	মালিকানা	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য সময়	বর্তমান অবস্থা
০১	রাউজান, চট্টগ্রাম ৪০০ ± ১০% মেগাওয়াট সিসিপিপি	৪০০	বিপিভিবি	গ্যাস	ডিসেম্বর ২০২৫	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।
০২	ফেঞ্চুগঞ্জ ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫০	আইপিপি	গ্যাস	ডিসেম্বর ২০২৫	ক্রয় কমিটি কর্তৃক ২৯/০৯/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত।
০৩	মেঘনাঘাট ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (আনলিমা)	৪৫০	আইপিপি	গ্যাস/ এলএনজি	জানুয়ারি ২০২৬	২৫/০৬/২০১৯ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
০৪	গজারিয়া ৬৬০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (EPH-WPL)	৬৬০	আইপিপি	এলএনজি	জানুয়ারি ২০২৬	০৯/০১/২০২২ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
০৫	মিরসরাই ৬৬০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (কনফিডেন্স)	৬৬০	আইপিপি	এলএনজি	জুন ২০২৭	১৬/০১/২০২২ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।

সর্বমোট : ২,২২০

পরিকল্পনাধীন গ্যাস/এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহ

পরিকল্পনাধীন গ্যাস/এলএনজি ভিত্তিক ৫,৫৬২ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১০টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো:

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	মালিকানা	জ্বালানি ধরন	চালুর সম্ভাব্য সময়	বর্তমান অবস্থা
০১	হরিপুর ২৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি	২৫০	বিপিডিবি	এলএনজি	২০২৬	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে
০২	ঘোড়াশাল ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি	২২৫	বিপিডিবি	এলএনজি	২০২৭	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে
০৩	ময়মনসিংহ ৪০০ ± ১০% মেগাওয়াট সিসিপিপি	৪০০	বি-আর পাওয়ার জেন	এলএনজি	২০২৭	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে
০৪	পায়রা ১২০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (১ম পর্যায়)	১২০০	এনডব্লিউপি জিসিএল	এলএনজি	২০২৭	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে
০৫	৫০০-৬০০ মেগাওয়াট এলএনজি ভিত্তিক সিসিপিপি (JV of CPGCBL & Mitsui & Co. Ltd, Japan)	৫৮৭	বৌধ উদ্যোগ (জাপান)	এলএনজি	জুন ২০২৮	প্রকল্পের Feasibility Study এবং ESIA Study এর জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে
০৬	ভেড়ামারা ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৫০	বিপিডিবি	এলএনজি	২০৩০	প্রাথমিক কাজ চলছে
০৭	মহেশখালি ৩x১২০০ মেগাওয়াট এলএনজি ভিত্তিক সিসিপিপি (১ম পর্যায়)	১২০০	বৌধ উদ্যোগ	এলএনজি	২০৩০	GE এবং BPDB- এর মধ্যে ১১-০৭-২০১৮ তারিখে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে
০৮	সিদ্ধিরগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি	৪৫০	বিপিডিবি	এলএনজি	২০৩২	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে
০৯	সোনাজাঙ্গী, ফেনী ৬০০ ± ১০% মেগাওয়াট সিসিপিপি	৫৫০	ইজিসিবি	এলএনজি	২০৩৩	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে
১০	গজারিয়া ৬০০ ± ১০% মেগাওয়াট সিসিপিপি	৫৫০	আরপিসিএল	এলএনজি	২০৩৪	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে

মোট : ৫,৫৬২

নির্মাণাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি খাতে ৬,১৬৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার নিম্নবর্ণিত ৬টি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে:

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	মালিকানা	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য সময়	অগ্রগতি
০১	চট্টগ্রাম ২x৬১২ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক প্রকল্প	১২২৪	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	১ম ইউনিট: জুলাই ২০২৩ ২য় ইউনিট: অক্টোবর ২০২৩	৯৭%
০২	মৈত্রী সুপার থার্মাল ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় ইউনিট)	৬১৭	বিআইএফ পিসিএল	আমদানিকৃত কয়লা	২য় ইউনিট: সেপ্টেম্বর ২০২৩	৮০%

বার্ষিক প্রতিবেদন

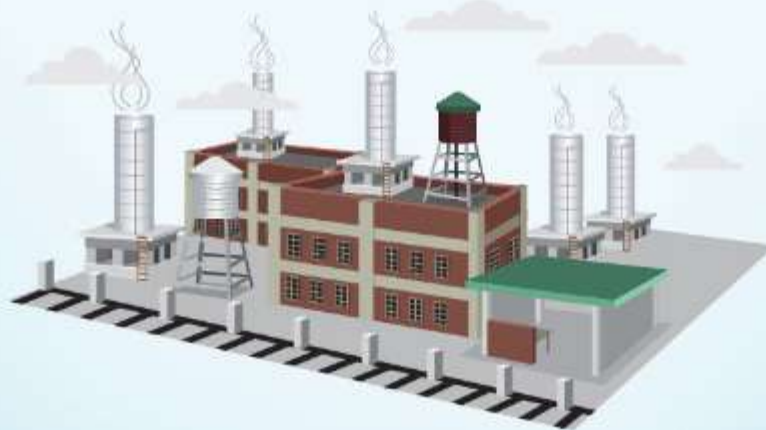
অর্থবছর ২০২২-২৩

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	মালিকানা	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য সময়	অগ্রগতি
০৩	মাতারবাড়ি ১২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম পর্যায়)	১২০০	সিপিজিসিবিএল	আমদানিকৃত কয়লা	১ম ইউনিট: জানুয়ারি ২০২৪ ২য় ইউনিট: জুলাই ২০২৪	৭৭%
০৪	পটুয়াখালী ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১২৪৭	আরএনপিএল	আমদানিকৃত কয়লা	১ম ইউনিট: জুন ২০২৪ ২য় ইউনিট: অক্টোবর ২০২৪	৭৩%
০৫	পায়রা, পটুয়াখালি ১২০০-১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় পর্যায়)	১২৪৪	বিসিপিএল	আমদানিকৃত কয়লা	১ম ইউনিট: নভেম্বর ২০২৫ ২য় ইউনিট: এপ্রিল ২০২৬	২২%
০৬	ঢাকা ৬৩৫ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক প্রকল্প	৬৩৫	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	ডিসেম্বর ২০২৬	জায়গা পরিবর্তনের কাজ চলমান
সর্বমোট : ৬,১৬৭						

পরিকল্পনাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহ

পরিকল্পনাধীন আমদানিকৃত কয়লাভিত্তিক ২,৫২০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	মালিকানা	চালুর সম্ভাব্য সময়	বর্তমান অবস্থা
০১	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ECA Funding)	১৩২০	বিপিডিবি	২০৩১	২য় ধাপের দরপত্র আহবানের জন্য অপেক্ষমান।
০২	মাতারবাড়ি ১২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় পর্যায়)	১২০০	সিপিজিসিবিএল	২০৩২	
সর্বমোট : ২,৫২০					



বিদ্যুৎ সঞ্চালন



রহনপুর-মনাক্ষা বর্ডার ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন

দেশের বিদ্যুৎ খাতে দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাত সংস্কারের আওতায় কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে ১৯৯৬ সালের ২১ নভেম্বর পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়। সারাদেশে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের দায়িত্বে নিয়োজিত একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিজিসিবি প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রাথমিক সম্ভাব্যতা যাচাই, অনুসন্ধান, প্রকৌশল ডিজাইন প্রস্তুতের মাধ্যমে সঞ্চালন লাইন এবং গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ করে প্রতিনিয়ত বিদ্যুৎ সঞ্চালন সিস্টেমের পরিবর্ধন করে যাচ্ছে। একইসঙ্গে সঞ্চালন লাইন, গ্রিড উপকেন্দ্র, লোড ডিসপ্যাচ সেন্টার ও যোগাযোগ সুবিধাসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক গ্রিড সংযোগ নির্মাণ ও পরিচালনা করাও পিজিসিবির কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে। পিজিসিবি সারা দেশে অবস্থিত বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডের ৪০০ কেভি, ২৩০ কেভি এবং ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন ও উপকেন্দ্রের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা সমূহের দ্বারা পৌঁছে দিয়ে থাকে। পিজিসিবি গুণমান ব্যবস্থাপনার আন্তর্জাতিক স্বীকৃত মানের সর্বশেষ সংস্করণ ISO 9001:2015-এর সনদধারী প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও পিজিসিবি কর্মক্ষেত্রে পেশাগত নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আন্তর্জাতিক স্বীকৃত মান BS OHSAS 18001:2007 অর্জন করেছে।

এক নজরে সঞ্চালন খাত (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

- ❖ ৪০০ কেভি আন্তর্জাতিক বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্র : ১টি (২x৫০০ মেগাওয়াট HVDC Back to Back স্টেশন)
- ❖ মোট সঞ্চালন লাইন : ১৪,৭১৭ সার্কিট কিলোমিটার
 - ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন : ১,৯৭২ সার্কিট কিলোমিটার
 - ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন : ৪,২৩৬ সার্কিট কিলোমিটার
 - ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন : ৮,৫০৯ সার্কিট কিলোমিটার
- ❖ গ্রিড উপকেন্দ্রের মোট ক্ষমতা : ৬১,৫২৫ এমভিএ
 - ৪০০/২৩০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র : ০৭টি (৮,১৯৫ এমভিএ)
 - ৪০০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র : ০৪টি (২,৭৯৫ এমভিএ)
 - ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র : ৩০টি (১৬,৩৭৫ এমভিএ)
 - ২৩০/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র : ০৫টি (১,৩৯০ এমভিএ)
 - ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র : ১৬৮টি (৩২,৭৭০ এমভিএ)

সঞ্চালন অবকাঠামোর সংস্থা ভিত্তিক বিবরণ

সংস্থার নাম	উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ)	সঞ্চালন লাইন (সার্কিট কিলোমিটার)
পিজিসিবি	৫১,৩২৩	১৪,৪৬৯
ডিপিডিসি	৪,০০০	১৩৭
ডেসকো	১,৯২০	৬০
বিউবো	৫৭২.৬	১৪
এপিএসসিএল	১,০৬৬	-
বালু কনজিউমার	১,৬০৩	-
বিআইএফসিএল	১,০৪০	-
অন্যান্য	-	৩৬.৮
সর্বমোট	৬১,৫২৫	১৪,৭১৭

বিগত এক বছরে সঞ্চালন খাতে নির্মিত নতুন অবকাঠামোসমূহ (ক্ষমতাবর্ধনসহ)

খিড উপকেন্দ্র	নতুন সংযোজন		ক্ষমতাবর্ধন	
	সংখ্যা (টি)	ক্ষমতা (এমভিএ)	সংখ্যা (টি)	ক্ষমতা (এমভিএ)
৪০০/২৩০ কেভি	০১	১,৫০০	০১	৫২০
৪০০/১৩২ কেভি	০১	৫২০	০২	৬৫০
২৩০/১৩২ কেভি	০১	৬০০	-	-
১৩২/৩৩ কেভি	০৩	২৪৫	১৫	৮০৮
সর্বমোট	০৬	২,৮৬৫	১৮	১,৯৭৮

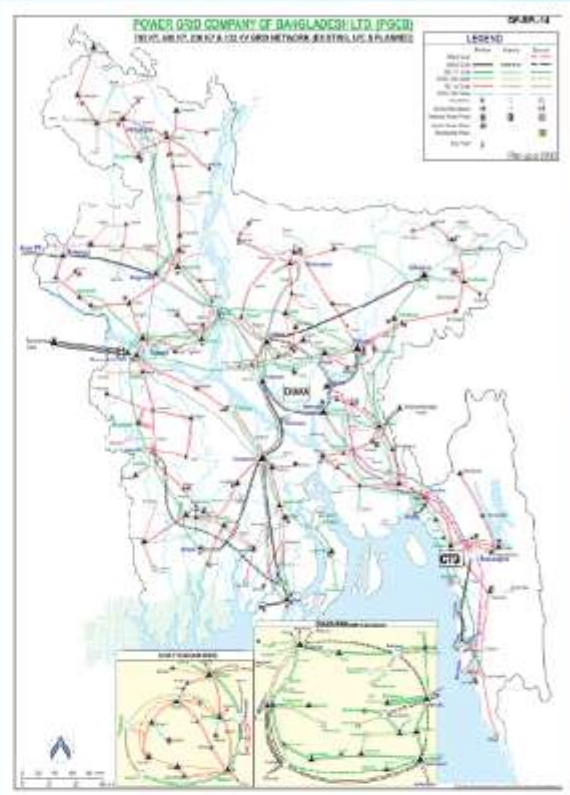
* পিজিসিবি ও অন্যান্য সংস্থাসহ

সঞ্চালন লাইন	নতুন সংযোজন (সার্কিট কি.মি.)
৪০০ কেভি	৪৭৮.৮৬
২৩০ কেভি	২১৭.৮৮
১৩২ কেভি	১৩১.৫৫৭
সর্বমোট	৮২৮.২৯৭

* পিজিসিবি ও অন্যান্য সংস্থাসহ

বছর ভিত্তিক বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার তথ্য ও উন্নয়নের চিত্র

অর্থবছর	সঞ্চালন লাইন (সার্কিট কি.মি.)			৪০০ কেভি HVDC স্টেশন		৪০০/২৩০ কেভি এবং ৪০০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্র		২৩০/১৩২ কেভি এবং ২৩০/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র		১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র	
	৪০০ কেভি	২৩০ কেভি	১৩২ কেভি	সংখ্যা	ক্ষমতা (এমভিএ)	সংখ্যা	ক্ষমতা (এমভিএ)	সংখ্যা	ক্ষমতা (এমভিএ)	সংখ্যা	ক্ষমতা (এমভিএ)
২০০৯-১০	-	২৬৪৭	৫৬৭০	-	-	-	-	১৩	৬৩০০	৭৫	৭৮৪৪
২০১০-১১	-	২৬৪৭	৬০১৮	-	-	-	-	১৩	৬৬৭৫	৮১	৮৪৩৭
২০১১-১২	-	২৬৪৭	৬০৮০	-	-	-	-	১৩	৬৬৭৫	৮৩	৮৭৩৭
২০১২-১৩	-	৩০২১	৬০৮০	-	-	-	-	১৫	৬৯৭৫	৮৪	৯৭০৫
২০১৩-১৪	১৬৫	৩০৪৫	৬১২০	০১	৫০০	-	-	১৮	৮৭৭৫	৮৬	১০৭১৪
২০১৪-১৫	১৬৫	৩১৭১	৬৩৫৯	০১	৫০০	০১	৫২০	৯১	৯০৭৫	৮৯	১১৯৬৪
২০১৫-১৬	২২১	৩১৭১	৬৩৯৭	০১	৫০০	০১	৫২০	৯১	৯৩৭৫	৯০	১২৪২০
২০১৬-১৭	৫৬০	৩১৭১	৬৫০৪	০১	৫০০	০২	১৬৯০	৯১	৯৬৭৫	৯১	১৩৩৬৫
২০১৭-১৮	৫৬০	৩৩২৫	৬৭৯৬	০১	৫০০	০৩	২২১০	৯১	৯৬৭৫	৯১	১৫০৪৬
২০১৮-১৯	৬৯৮	৩৩৭২	৭৩২৯	০১	১০০০	০৫	৩৯০০	২৬	১৩১৩৫	১৩২	২২৬৪২
২০১৯-২০	৮৬১	৩৫০০	৭৭৫৮	০১	১০০০	০৬	৫০৭০	২৭	১৩৩৮৫	১৪৫	২৫৮৮৫
২০২০-২১	৯৫০	৩৬৫৮	৮২২৮	০১	১০০০	০৬	৫০৭০	৩১	১৬১৪৫	১৫৩	২৯১৮৯
২০২১-২২	১,৪৯৪	৪,০১৮	৮,৩৭৭	০১	১০০০	০৯	৭,৮০০	৩৪	১৭,১৬৫	১৬৫	৩১,৭১৭
২০২২-২৩	১,৯৭২	৪,২৩৬	৮,৫০৯	০১	১০০০	১১	১০,৯৯০	৩৫	১৭,৭৬৫	১৬৮	৩২,৭৭০



২০০৯ ও ২০২৩ সালের জাতীয় গ্রিড নেটওয়ার্কের তুলনামূলক চিত্র।

বিগত এক বছরে পিজিসিবির উল্লেখযোগ্য অর্জন

এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে পিজিসিবির নতুন অবকাঠামো নির্মাণ

- ◆ নতুন সঞ্চালন লাইন : ৭০০.০৯৭ সার্কিট কিলোমিটার
- ◆ উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি : ৪,১৫৩ এমভিএ (নতুন ৩টি এবং ক্ষমতাবর্ধন ১৩টি)

বিগত এক বছরে পিজিসিবির নির্মিত উল্লেখযোগ্য অবকাঠামোসমূহ

- ◆ বগুড়া ৪০০/২৩০ কেভি ও রহনপুর ৪০০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র এবং বগুড়া-রহনপুর ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন।
- ◆ গোপালগঞ্জ-আমিনবাজার ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন।
- ◆ শ্রীপুর ২৩০/১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র এবং শ্রীপুর-ভালুকা ১৩২ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন।

বগুড়া ৪০০/২৩০ কেভি ও রহনপুর ৪০০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র এবং

বগুড়া-রহনপুর ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন

আদানি গ্রুপ কর্তৃক ঝাড়খণ্ডের গড্ডায় নির্মাণাধীন ১৪৯৬ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ পূর্ণমাত্রায় ইতাকুয়েশনের জন্য বগুড়া ৪০০/২৩০ কেভি, ১৫০০ এমভিএ গ্রিড উপকেন্দ্র ও রহনপুর ৪০০/১৩২ কেভি, ৫২০ এমভিএ গ্রিড উপকেন্দ্র এবং প্রায় ২১০ সার্কিট কিলোমিটার দীর্ঘ বগুড়া-রহনপুর ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত লাইন ও গ্রিড উপকেন্দ্র দুইটি নির্মাণের ফলে ভারতের গড্ডা, ঝাড়খণ্ড হতে নির্মাণাধীন ১৪৯৬ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের

বিদ্যুৎ আমদানি করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে বিদ্যুৎ আমদানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নতুন মাইলফলক উন্মোচিত হয়েছে এবং বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আরও একধাপ অগ্রগতি হয়েছে। আলোচ্য সঞ্চালন অবকাঠামো নির্মাণের ফলে ভবিষ্যতে নিম্নোক্ত সুবিধাসমূহ অর্জন করা সম্ভব হবে:

- ❖ জাতীয় গ্রিডে শাশ্বতী জ্বালানি হতে উৎপাদিত বিদ্যুতের সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে পূর্বের মত তেল চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহ চালু রাখার প্রয়োজন হচ্ছে না। ফলে সরকারের অর্থ সাশয় হচ্ছে।
- ❖ রাজশাহী, বগুড়া ও আশপাশের জেলাসমূহের লো-ভোল্টেজ সমস্যার সমাধান হয়েছে।
- ❖ রাজশাহী বিভাগের জেলাসমূহে সংশ্লিষ্ট বিতরণ সংস্থার লাইন লস উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।
- ❖ রাজশাহী বিভাগের জেলাসমূহে ৪০০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র হতে মানসম্মত ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে।
- ❖ দেশের সমগ্র উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের জেলাসমূহের ভবিষ্যৎ চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় গ্রিড হতে বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে।
- ❖ দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনের সুযোগ তৈরি হয়েছে যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।



বগুড়া ৪০০/২৩০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র

গোপালগঞ্জ-আমিনবাজার ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন

পায়রা ১৩২০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামপাল ১৩২০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও বরিশাল ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানি এর ৩০৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ সরাসরি ঢাকার লোড সেন্টারে সঞ্চালনের জন্য পিজিসিবি কর্তৃক প্রায় ১৬৬ সার্কিট কিঃমিঃ দীর্ঘ গোপালগঞ্জ-আমিনবাজার ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আলোচ্য সঞ্চালন লাইনটি জাতীয় গ্রিডের পশ্চিমাঞ্চলীয় ও পূর্বাঞ্চলীয় গ্রিডের মধ্যে তৃতীয় (৪০০ কেভি ভোল্টেজ লেভেল একমাত্র) ইন্টার-কানেকশন লাইন যা জাতীয় গ্রিডের নির্ভরযোগ্যতা ও স্থিতিশীলতা অনেকাংশে বৃদ্ধি করেছে। উক্ত সঞ্চালন লাইন নির্মাণের ফলে নিম্নোক্ত সুবিধা লাভ করা সম্ভব হচ্ছে:

- ▶ পায়রা ১৩২০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও রামপাল ১৩২০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ পূর্ণ মাত্রায় ইভাকুয়েশনের পথ সুগম হয়েছে।
- ▶ দেশের কয়লা ভিত্তিক বৃহত্তম দুইটি সহ তিনটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ উক্ত লাইনের মাধ্যমে সঞ্চালন করে সরাসরি ঢাকার লোড সেন্টারসহ পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের শিল্প কারখানায় ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে।
- ▶ দেশের পশ্চিমাঞ্চলীয় ও পূর্বাঞ্চলীয় গ্রিডের মধ্যে ৪০০ কেভি ইন্টার-কানেকশন লাইন নির্মিত হওয়ায় জাতীয় গ্রিড পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে শক্তিশালী হয়েছে।
- ▶ আমিনবাজার ৪০০/২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র হতে ঢাকা শহরের চাহিদা মোতাবেক বিদ্যুৎ সরবরাহে জাতীয় গ্রিডের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ▶ ঢাকা বিভাগের জেলাসমূহের ভবিষ্যৎ চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় গ্রিড হতে বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রাখা নিশ্চিত হয়েছে।



গোপালগঞ্জ-আমিনবাজার ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনের পদ্মা রিভার ক্রসিং অংশ

শ্রীপুর ২৩০/১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র ও শ্রীপুর-ভালুকা ১৩২ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন

গাজীপুর ও ময়মনসিংহ জেলায় চাহিদা মোতাবেক নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহে ঘাটতি থাকায় শ্রীপুরে ২৩০/১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ করে শ্রীপুর হতে ভালুকা ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র পর্যন্ত প্রায় ৪৫ সার্কিট কিঃমিঃ ১৩২ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে গাজীপুর জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহে জাতীয় গ্রিডের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলে জাতীয় গ্রিড হতে বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে নতুন একটি সোর্স লাইন চালু করা সম্ভব হয়েছে যা উক্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ভূমিকা রাখছে। উক্ত অবকাঠামো বাস্তবায়নের ফলে নিম্নোক্ত সুবিধা হয়েছে:

- ▶ শ্রীপুরে ২৩০/১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে গাজীপুর জেলাকে প্রথমবারের মত ২৩০ কেভি জাতীয় গ্রিড নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। ফলে শিল্প-কারখানা বহুল গাজীপুর জেলার লোড সেন্টারে ও আশেপাশের এলাকায় চাহিদা মোতাবেক নির্ভরযোগ্য ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রাখার পথ সুগম হয়েছে।
- ▶ শ্রীপুরে ২৩০/১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র হতে ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রায় ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে ময়মনসিংহের বিদ্যুৎ বিভ্রাট জনিত সমস্যা অনেকাংশে লাঘব হয়েছে।
- ▶ ময়মনসিংহের উপজেলা পর্যায়ে ১৩২ কেভি ও ৩৩ কেভিতে লেভেলে লো-ভোল্টেজ সমস্যার সমাধান হয়েছে।

- ▶ প্রত্যেক বড় শহরকে ২৩০ কেভি গ্রিড নেটওয়ার্কের আওতায় নেওয়ার যে পরিকল্পনা রয়েছে তাতে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।
- ▶ দেশের সামগ্রিক বিদ্যুৎ পরিস্থিতি উন্নয়নে উক্ত অবকাঠামো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

আন্তঃদেশীয় গ্রিড সংযোগ ও বিদ্যুৎ আমদানি

পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি) বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে আন্তঃদেশীয় গ্রিড সংযোগ স্থাপন কাজ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। পিজিসিবি ইতোমধ্যে ভারতের বহরমপুর হতে বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা এবং ভারতের ত্রিপুরা হতে বাংলাদেশের কুমিল্লা পর্যন্ত মোট দু'টি আন্তঃদেশীয় গ্রিড সংযোগ স্থাপন করেছে। বর্তমানে ভারতের বহরমপুর হতে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে ১,০০০ মেগাওয়াট এবং ত্রিপুরা হতে কুমিল্লায় ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে।

এছাড়াও আদানি ১,৪৯৬ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি সরাসরি বাংলাদেশের জাতীয় গ্রিডের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। বিগত ০৫ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে আলোচ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিষয়ে বিউবো ও আদানি গ্রুপের মধ্যে PPA এবং বাংলাদেশ সরকার, পিজিসিবি ও আদানি গ্রুপের মধ্যে IA স্বাক্ষরিত হয়েছিল। উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিতব্য বিদ্যুৎ বাংলাদেশে সঞ্চালনের জন্য পিজিসিবি কর্তৃক গত ৩০ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে রহনপুর-বগুড়া ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন এবং গত ৯ মার্চ, ২০২৩ তারিখে বগুড়া ৪০০/২৩০ কেভি, ১৫০০ এমভিএ উপকেন্দ্র ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে আরও প্রায় ১৫০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ দেশে আমদানি করা সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে আদানি ১৪৯৬ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির পূর্ণ মাত্রায় পাওয়ার ইভাকুয়েশন করা হচ্ছে। উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালু হওয়ার পর মোট আমদানিকৃত বিদ্যুতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,৬৫৬ মেঃওঃ যা বাংলাদেশের বর্তমান মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় ১১ শতাংশ।

ন্যাশনাল লোড ডিসপ্যাচ সেন্টার (এনএলডিসি)

বাংলাদেশের বিদ্যুৎখাত বিগত এক দশকে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সম্প্রসারিত হয়েছে। উৎপাদিত বিদ্যুৎ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্য পূরণে নির্মিত হচ্ছে নতুন নতুন সঞ্চালন লাইন, গ্রিড উপকেন্দ্র এবং সরবরাহ অবকাঠামো। পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ এর মালিকানাধীন ন্যাশনাল লোড ডিসপ্যাচ সেন্টার (NLDC) সারাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় সমন্বয় সাধনের গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছে। NLDC-তে প্রধানত চারটি কাজ করা হয়ঃ

- ▶ জাতীয় গ্রিডের সার্বিক মনিটরিং, নির্দেশনা প্রদান ও লোড ডিসপ্যাচিং
- ▶ এলডিসি স্ক্যাডা সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ
- ▶ এলডিসি কমিউনিকেশন সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ
- ▶ জাতীয় গ্রিড সিস্টেমের প্রোটেকশন ও মিটারিং নিশ্চিতকরণ

আধুনিক Delta VPS এবং অপারেটর কনসোলার মাধ্যমে নেটওয়ার্ক অপারেটরগণ এনএলডিসি কন্ট্রোল রুম থেকে সার্বক্ষণিকভাবে গ্রিড সিস্টেমে সংযুক্ত প্রায় সকল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের তাৎক্ষণিক উৎপাদন পরিস্থিতি মনিটর করেন। একইসাথে দেশের সকল ৪০০ কেভি, ২৩০ কেভি ও ১৩২ কেভি ক্ষমতা সম্পন্ন সঞ্চালন লাইন এবং সকল গ্রিড উপকেন্দ্রসহ যাবতীয় সঞ্চালন অবকাঠামো পরিচালনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। এছাড়াও NLDC হতে ২X৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ভেড়ামারা এইচভিডিসি ব্যাক টু ব্যাক উপকেন্দ্রের মাধ্যমে ভারতের বহরমপুর হতে আমদানিকৃত বিদ্যুৎ এবং কুমিল্লা দক্ষিণ উপকেন্দ্রের মাধ্যমে ভারতের ত্রিপুরা হতে আমদানিকৃত বিদ্যুতের চাহিদা প্রদান, সার্বক্ষণিক প্রবাহ মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

বাংলাদেশের পাওয়ার সিস্টেমের স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মাধ্যমে অটোমেটিক ফ্রিকোয়েন্সি কন্ট্রোলার প্রথম ধাপ (প্রাইমারি কন্ট্রোল) তথা গভর্নর কন্ট্রোলার মাধ্যমে FGMO এ প্লাস্টসমূহ চালনা করার কোন বিকল্প নেই। বাবিউবো এবং পিজিসিবির যৌথ প্রচেষ্টা ও দিক নির্দেশনায় এখন পর্যন্ত ৩০টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রাইমারি কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। বাবিউবো এবং পিজিসিবির এই যৌথ প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে যাতে সম্ভাব্য সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রাইমারি কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে সিস্টেম ফ্রিকোয়েন্সি স্থিতিশীল করে গ্রাহকদের মানসম্মত বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা যায়। এছাড়াও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হওয়ার পূর্বে জাতীয় গ্রিডের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধিকল্পে JICA এর সহায়তায় Under Frequency Auto Load Shedding Scheme শক্তিশালী করার প্রক্রিয়া চলমান আছে।



জাতীয় বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ

পিজিসিবির সকল উপকেন্দ্রকে নির্দিষ্ট কিছু কোয়ালিটি ফর্মে মাসিক অনেকগুলো রিপোর্ট প্রস্তুত করতে হয় যা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ এবং কিছুটা জটিলও বটে। এছাড়া এলডিসি দপ্তর হতে প্রাত্যহিক ম্যাক্সিমাম-মিনিমাম ভোল্টেজ রিপোর্ট, জোন টোটাল রিপোর্ট প্রস্তুত করতে হয়। এসকল রিপোর্ট প্রস্তুতির লক্ষ্যে পূর্বে ম্যানুয়ালি আইপি ফোনের মাধ্যমে বিভিন্ন উপকেন্দ্র হতে তথ্য সংগ্রহ করা হত। যার ফলে রিপোর্ট প্রস্তুতিতে অনেক সময় অপচয় হত এবং রিপোর্টে ভুল থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এ সকল কার্যাবলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে করার লক্ষ্যে এলডিসি সার্কেল হতে Operation Information System (OIS) নামক একটি ওয়েব বেজড এপ্লিকেশন (url.ois.pgcb.gov.bd) ডেভেলপ করা হয়েছে যা ব্যবহার করে উপকেন্দ্রে কর্মরত কর্মকর্তারা প্রতিনিয়ত ডাটা এন্ট্রি করছেন এবং মাত্র কয়েক সেকেন্ড ব্যয় করে Automated Report জেনারেট করছেন। অনুরূপভাবে, এলডিসির কর্মকর্তারাও অটোমেটেড রিপোর্ট জেনারেট করতে পারছেন। এর ফলে কর্মকর্তাদের বিপুল পরিমাণ সময় বেঁচে যাচ্ছে যা তারা গ্রিড সিস্টেমের অপারেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স কাজে ব্যবহার করতে পারছেন। ফলে এলডিসি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ হতে গ্রিড সিস্টেম আরও সুনিপুণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও, OIS সফটওয়্যার ব্যবহার করে বিতরণ সংস্থাজলো তাদের প্রাত্যহিক Demand Forecast ডাটা এন্ট্রি করছে। এই Demand Forecast এর তথ্য ব্যবহার করে সিস্টেম ফ্রিকুয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করা কিছুটা সহজতর হয়েছে।

বিদ্যুৎ সরঞ্জালন লাইনের উপর স্থাপিত দেশব্যাপী বিস্তৃত অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করে দেশের অন্যতম বৃহত্তম অত্যাধুনিক ডিজিটাল কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক তৈরী করা হয়েছে, যা সকল বিদ্যুৎ স্থাপনাকে এনএলডিসির SCADA System এ সংযুক্ত করেছে। ওভারহেড অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে স্থাপিত এ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তুলনামূলক বেশি নিরাপদ, দ্রুততগতির ও উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন। অপটিক্যাল ফাইবার প্রযুক্তির নির্ভরযোগ্য হটলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে এনএলডিসির নেটওয়ার্ক অপারেটর ও ফিল্ড অপারেটররা খুব সহজে যে কোন বিদ্যুৎ স্থাপনার সাথে তাত্ক্ষণিক যোগাযোগ করে নির্দেশনা প্রদান করতে পারেন। সমন্বিত ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পাদিত সংরক্ষণ কাজে সময় ও রাজস্ব ক্ষতি কমানো সম্ভব হয়েছে। দেশের সার্বিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সৃষ্টি, সাত্রয়ী ও নিরাপদভাবে পরিচালনায় পিজিসিবি ও এর অধীন এনএলডিসি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং উপকেন্দ্রসমূহকে SCADA System এ ইন্টিগ্রেট করার জন্য SCADA এবং কমিউনিকেশন সার্কেল নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে নিজস্ব লোকবল দ্বারা ইন্টিগ্রেশন বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে পিজিসিবি'র Optical Ground Wire (OPGW) এর ভূমিকা

“ডিজিটাল বাংলাদেশ” শীর্ষক সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নে পিজিসিবি এর সম্বলন নেটওয়ার্কের সাথে স্থাপিত Optical Ground Wire (OPGW) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। উচ্চ ভোল্টেজ সম্বলন লাইনের Fault Protection ও বজ্রপাত থেকে সুরক্ষার জন্য টাওয়ারসমূহের সর্বোচ্চে গ্রাউন্ড-ওয়্যার এর পরিবর্তে বর্তমানে ব্যবহৃত অপটিক্যাল ফাইবার সমৃদ্ধ OPGW প্রযুক্তিটি পিজিসিবি'সহ বর্তমান বিশ্বে ইতোমধ্যেই ব্যাপকভাবে সমাদৃত। সর্বপ্রথম ১৯৯৬ সালে পিজিসিবি সম্বলন লাইনের ওপরে গ্রাউন্ডওয়্যার এর পরিবর্তে OPGW এর পরীক্ষামূলক ব্যবহার শুরু হয়। OPGW স্থাপনের ধারাবাহিক অগ্রগতি বজায় রাখায় বর্তমানে সারা দেশে প্রায় ৮৩০০ কিলোমিটার OPGW রয়েছে।

দেশব্যাপী সুষ্ঠু বিদ্যুৎ সম্বলন ও সরবরাহের নিমিত্ত বিভিন্ন গ্রিড উপকেন্দ্র এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সাথে National Load Despatching Centre (NLDC) এর Data Transfer, সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা এবং পিজিসিবি'র নিজস্ব Communication System এর জন্য উক্ত OPGW ব্যবহৃত হচ্ছে। অধিকন্তু দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণে OPGW এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পিজিসিবি'র OPGW-তে স্থাপিত অপটিক্যাল ফাইবারের প্রাপ্যতা ৯৯% এর বেশী হওয়ায় উক্ত অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক একটি শক্তিশালী টেলিকম ট্রান্সমিশন ব্যাকবোন হিসেবে ব্যবহার করে দেশের চলমান তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লবকে অতীতের তুলনায় আরও বেগবান করা হয়েছে যার ফলশ্রুতিতে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারা আরও শক্তিশালী হচ্ছে। ইতোমধ্যেই দেশের ৬০টি জেলা পিজিসিবি'র OPGW'র মাধ্যমে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) প্রণীত Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN) লাইসেন্সিং গাইডলাইন অনুসরণে অন্যান্য NTTN অপারেটরদের ন্যায় পিজিসিবিও OPGW ব্যবহার করে ইতোমধ্যেই NTTN অপারেটরদের মধ্যে বিটিসিএল, ফাইবার@হোম লিঃ এবং সামিট কমিউনিকেশন লিঃ এবং মোবাইল অপারেটরদের মধ্যে টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ, বাংলালিংক লিঃ, গ্রামীনফোন লিঃ ও রবি আজিয়াটা লিঃ কে কোর-কিলোমিটার ভিত্তিতে OPGW-তে স্থাপিত অপটিক্যাল ডার্ক ফাইবার লিজ প্রদান করেছে। প্রতিষ্ঠানসমূহ পিজিসিবি'র লিজকৃত ফাইবার দ্বারা দেশের বিভিন্ন এলাকায় ব্যান্ডউইথ ট্রান্সমিশন ব্যাকবোন তৈরীর মাধ্যমে জাতীয় টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান রাখার পাশাপাশি দেশব্যাপী বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অধিকন্তু সামাজিক দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে উচ্চ শিক্ষা কার্যক্রমে সহযোগিতাকরণে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) কর্তৃক তাদের অধীনস্থ সংস্থা বিভিন্ন ট্রাস্ট এর মাধ্যমে সারাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারসমূহে ব্যান্ডউইথ ট্রান্সমিশন করার লক্ষ্যে যে ব্যাকবোন প্রস্তুত করা হয়েছে তাতে পিজিসিবি'র অপটিক্যাল ডার্ক ফাইবার কোর ব্যবহার করা হচ্ছে।

সর্বোপরি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর “ডিজিটাল বাংলাদেশ” বিনির্মাণের স্বপ্নাঙ্গায় পিজিসিবি'র নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার কার্যকরী কর্মপরিবেশ তৈরি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন এবং কাজের গতিতে ত্বরান্বিত করে। পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে কাগজবিহীন কর্মক্ষেত্র বাস্তবায়ন ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে পিজিসিবি'র তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত সাফল্য নিম্নরূপ:

- তথ্যসমৃদ্ধ ওয়েবপোর্টাল ও ফেসবুক পেইজ পরিচালনা ও নিয়মিত হালনাগাদকরণ।
- ই-নথি সফটওয়্যারের মাধ্যমে দাপ্তরিক সিদ্ধান্ত/অনুমোদন গ্রহণ কার্যক্রম সম্পাদন।
- সকল দপ্তরে ওয়াইফাই সহ উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন।
- ই-জিপি সফটওয়্যারের মাধ্যমে ক্রয় ও ই-অকশন সফটওয়্যারের মাধ্যমে নিলাম কার্যক্রম সম্পাদন।
- স্থানীয় ক্লাউড স্টোরেজ সিস্টেম চালুকরণ।
- অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পাদন।
- এইচআরএমএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে পারসোনাল এডমিনিস্ট্রেশন ও ট্রেনিং কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা।
- ই-পারফরমেন্স এপ্রাইজাল সিস্টেম সফটওয়্যারের মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পারফরম্যান্স মূল্যায়ন।
- স্মার্ট অফিস ও সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ পরিচালনা।

- ❖ যোগাযোগ কার্যক্রমে দাপ্তরিক ই-মেইল, এসএমএস গেইটওয়ে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার।
- ❖ সাবস্টেশন ইকুইপমেন্ট/লাইন শাটডাউন অনুমোদনের জন্য অনলাইন সফটওয়্যার ব্যবহার।
- ❖ সাবস্টেশন ইকুইপমেন্ট সমূহের Health Monitoring এর জন্য সফটওয়্যার ব্যবহার।
- ❖ অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সিপিএফ সদস্যপদ গ্রহণ ও নমিনী তথ্য সংরক্ষণ ও হালনাগাদ কার্যক্রম সম্পাদন।
- ❖ অনলাইন সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিড উপকেন্দ্র সমূহের পরিচালন তথ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদন।
- ❖ অনলাইন মিটিং/প্রশিক্ষণ আয়োজন ও পরিচালনা।
- ❖ বিদ্যুৎ খাতের সমন্বিত ERP চালুকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ❖ গ্রিড সিস্টেম পরিচালনায় SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) এর ব্যবহার।
- ❖ সারাদেশে ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার স্থাপন ও লিজিং এর মাধ্যমে দ্রুতগতির ডাটা কানেক্টিভিটি নিশ্চিতকরণ।

সঞ্চালন খাতে চলমান প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	উপকেন্দ্রের সংখ্যা	উপকেন্দ্রের সম্মিলিত ক্ষমতা (এমভিএ)	দৈর্ঘ্য (সার্কিট কি.মি.)		সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়
০১	৪০০/২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	১৭ (ক্ষমতাবর্ধন)	৪৮৯০	৪০০ কেভি	৬৩.২০	ডিসেম্বর ২০২৪
				২৩০ কেভি	১০৭.৯	
				১৩২ কেভি	৩১৯.৬	
০২	পাওয়ার গ্রিড নেটওয়ার্ক স্টেশনদেনিং প্রজেক্ট আন্ডার পিজিসিবি	৪১	২৮৩৩৩	৪০০ কেভি	২০০	জুন ২০২৪
				২৩০ কেভি	৭৪৮.৮	
				১৩২ কেভি	১১০৫	
০৩	ঢাকা-চট্টগ্রাম মেইন পাওয়ার গ্রিড স্টেশনদেনিং প্রজেক্ট	৩	৩৭৫০	৪০০ কেভি	৪৩৪	জুন ২০২৫
				২৩০ কেভি	৩৮	
০৪	এনার্জি ইফিসিয়েন্সি ইন গ্রিড বেইজড পাওয়ার সাপ্লাই	১২	৬৬০০	২৩০ কেভি	১৬৫.৯	ডিসেম্বর ২০২৪
				১৩২ কেভি	৬৪৭.২	
০৫	বাংলাদেশ পাওয়ার সিস্টেম রিলায়েবিলিটি এন্ড ইফিসিয়েন্সি ইম্প্রুভমেন্ট প্রকল্প	-	-	-	-	ডিসেম্বর ২০২৪
০৬	পূর্বাঞ্চলীয় গ্রিড নেটওয়ার্ক পরিবর্ধন এবং ক্ষমতাবর্ধন প্রকল্প	১৪	৯৭০২	৪০০ কেভি	২৬.৮২	জুন ২০২৪
				২৩০ কেভি	৬৬২.৯৪	
				১৩২ কেভি	২১৭.৪	
০৭	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ ইভাকুয়েশনের জন্য সঞ্চালন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	-	-	৪০০ কেভি	১২১৮	ডিসেম্বর ২০২৩
				২৩০ কেভি	১২০	
০৮	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রিড নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ প্রকল্প	৫	৫,৭৭০	৪০০ কেভি	২০৯.৯২	ডিসেম্বর ২০২৪
				২৩০ কেভি	৭২৩.৮৩	
				১৩২ কেভি	৩৩৫.৯১	
০৯	আওগঞ্জ ১৩২ কেভি পুরাতন এআইএস উপকেন্দ্রকে ১৩২ কেভি নতুন জিআইএস উপকেন্দ্র দ্বারা প্রতিস্থাপন প্রকল্প	১	৬০০	-	-	ডিসেম্বর ২০২৪

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	উপকেন্দ্রের সংখ্যা	উপকেন্দ্রের সম্মিলিত ক্ষমতা (এমভিএ)	দৈর্ঘ্য (সার্কিট কি.মি.)	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়
১০	বড়পুকুরিয়া-বগুড়া-কালিয়াকৈর ৪০০ কেভি লাইন নির্মাণ প্রকল্প	-	-	৪০০ কেভি ৫২০	ডিসেম্বর ২০২৫
১১	চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ	২	২১৬০	৪০০ কেভি ৫০.৩৭ ২৩০ কেভি ৮৪.৯০	জুন ২০২৫
১২	বিদ্যমান ছিড উপকেন্দ্র ও সঞ্চালন লাইনের সংস্কার ও ক্ষমতাবর্ধন প্রকল্প	১০ (ক্ষমতাবর্ধন) ১৭ (ক্যাপাসিটর ব্যাংক স্থাপন)	২১৮৯ ৬৩০ (এমভিএআর)	১৩২ কেভি ৪০২ (রিকভারিইং-সহ)	ফেব্রুয়ারি ২০২৫
১৩	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প	-	-	-	ডিসেম্বর ২০২৪
১৪	ঢাকা এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় ছিড সঞ্চালন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ প্রকল্প	১৫	৯১০০	৪০০ কেভি ৫২ ২৩০ কেভি ২৯৮ ১৩২ কেভি ৪৯৮	জুন ২০২৫
১৫	মদুনাঘাট-ভুলতা ৭৬৫ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইসহ কারিগরি সহায়তা প্রকল্প	-	-	-	ডিসেম্বর ২০২৪
এডিপিভুক্ত নয় এরূপ চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি					
১৬	যমুনা ও পদ্মা নদীতে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ ইভাকুয়েশন সংশ্লিষ্ট ৪০০ কেভি ও ২৩০ কেভি রিভারক্রসিং সঞ্চালন লাইন নির্মাণ	-	-	৪০০ কেভি ১৮ ২৩০ কেভি ১৪	জুন ২০২৫

বিগত এক বছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	উপকেন্দ্রের সংখ্যা	উপকেন্দ্রের সম্মিলিত ক্ষমতা (এমভিএ)	দৈর্ঘ্য (সার্কিট কি.মি.)	সমাপ্তির সময়
০১	আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প	-	১৫৬০	৪০০ কেভি ৩৫৮.৯৬	জুন ২০২৩
০২	পটুয়াখালী (পায়রা)-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি ছিড উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	-	৯৭৫	৪০০ কেভি ৩২০ ১৩২ কেভি ৩৬	জুন ২০২৩

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাধীন প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	উপকেন্দ্রের সংখ্যা	উপকেন্দ্রের সম্মিলিত ক্ষমতা (এমভিএ)	দৈর্ঘ্য (সার্কিট কি.মি.)		সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়
০১	চট্টগ্রাম বিভাগের দক্ষিণাঞ্চল এবং কালিয়াকৈরে বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটির সঞ্চালন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	-	১,৮২০	২৩০ কেভি	২২৭.৭৬	জুন ২০২৮
০২	মদুনাঘাট-মহেশখালী ৭৬৫ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প	-	-	৭৬৫ কেভি	২১১.৪	জুন ২০২৯
০৩	মদুনাঘাট-ভুলতা ৭৬৫ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প	-	-	৭৬৫ কেভি	৫০০	জুন ২০৩১
০৪	সঞ্চালন গ্রিড পরিবর্ধণ ও আধুনিকায়ন প্রকল্প	-	১১,২৯০	৪০০ কেভি	২৪৪	জুন ২০৩০
				২৩০ কেভি	৭২.৭১	
				১৩২ কেভি	৪	
০৫	গ্রাম পর্যায়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সঞ্চালন গ্রিড সম্প্রসারণ প্রকল্প	৩	৪,৪৪০	২৩০ কেভি	১৭৮	জুন ২০৩০
				১৩২ কেভি	৭০০	
				(রিকভারিিংসহ)		
০৬	ঢাকা শহরের চারিদিকে বিদ্যমান হাই-ভোল্টেজ ওভারহেড সঞ্চালন লাইনকে ভূগর্ভস্থ সঞ্চালন ক্যাবলের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন প্রকল্প (ফেজ-১)	-	-	২৩০ কেভি	২২	জুন ২০৩০
				১৩২ কেভি	১০	



রহনপুর-বগুড়া ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন

বিদ্যুৎ বিতরণ



হাওড় অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহে ভৎপর পল্লী বিদ্যুৎ কর্মীরা

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো), ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো), ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো) এবং নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (নেসকো)- এই ছয়টি সংস্থা/কোম্পানি গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে।

বিতরণ খাতের উন্নয়ন পরিকল্পনা

সবার জন্য নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিতকল্পে বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ কর্তৃক একদিকে যেমন বিতরণ লাইনসহ প্রয়োজনীয় উপকেন্দ্র, অবকাঠামো নির্মাণ ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, অপরদিকে উন্নত সেবা প্রদানে উপকেন্দ্র, লাইন ও অবকাঠামোর ক্ষমতাবর্ধন, শ্রি-পেইড/স্মার্ট শ্রি-পেইড মিটার স্থাপনসহ নানা ধরনের ডিজিটাল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

গ্রাহক সংখ্যা

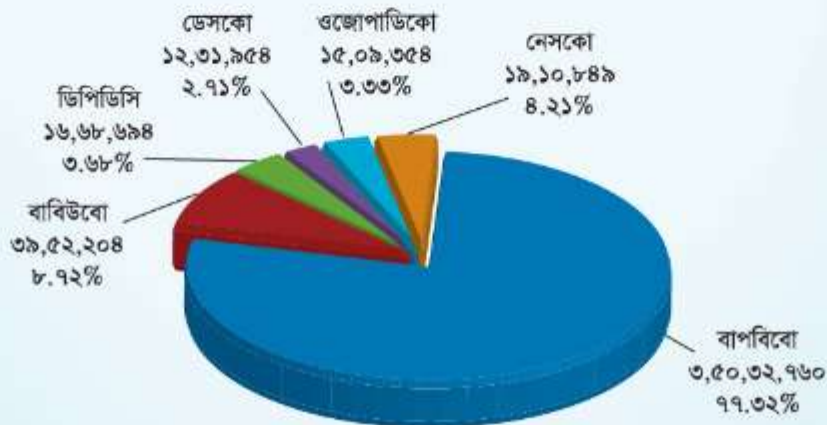
সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দিতে পনের বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাথে সংগতি রেখে বিতরণ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। ২০০৯ সালে বিদ্যুতের গ্রাহক সংখ্যা ১ কোটি ৮ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৪ কোটি ৫৩ লক্ষে দাঁড়িয়েছে।

সংস্থাভিত্তিক গ্রাহক সংখ্যা

বিগত অর্থবছরে প্রায় ২২ লক্ষ নতুন গ্রাহককে সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। ফলে বিদ্যুৎ খাতে বর্তমানে গ্রাহক সংখ্যা ৪ কোটি ৫৩ লক্ষে দাঁড়িয়েছে; যার ৭৭.৩২ শতাংশ গ্রাহকই বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দা।

সংস্থা/কোম্পানি ভিত্তিক গ্রাহক সংখ্যা ও শতকরা হার

সংস্থার নাম	গ্রাহক সংখ্যা	শতকরা
বাপবিবো	৩৫০৩২৭৬০	৭৭.৩২
বাবিউবো	৩৯৫২২০৮	৮.৭২
ডেসকো	১২৩১৯৫৪	২.৭১
ডিপিডিসি	১৬৬৮৬৯৪	৩.৬৮
ওজোপাডিকো	১৫০৯৩৫৪	৩.৩৩
নেসকো	১৯১০৮৪৯	৪.২১
মোট	৪৫৩০৫৮১৫	১০০



বিতরণ লাইন

বর্তমানে ছয়টি বিতরণ সংস্থার আওতায় মোট বিদ্যুতায়িত বিতরণ লাইনের পরিমাণ ৬ লক্ষ ৪৩ হাজার ১৬৭ কিলোমিটার। ২০২১-২২ অর্থবছরের তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট বিদ্যুতায়িত বিতরণ লাইনের পরিমাণ ১৪ হাজার ৬০৫ কিলোমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে সংস্থাভিত্তিক ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের বিতরণ লাইনের তুলনামূলক চিত্র ছকে দেখানো হলো:

সংস্থা/কোম্পানি ভিত্তিক বিতরণ লাইনের পরিমাণ (কি.মি.)

সংস্থার নাম	২০২১-২২	২০২২-২৩
পবিবো	৫,৩৩,৩২৯	৫,৪২,৮৯৪.০০০
বাবিউবো	৪৭,২১০	৪৯,৫১৭.৮৮০
ডেসকো	৫,৪৮২	৫,৬৮১.৯৭২
ডিপিডিসি	৫,৯১৯	৬,০০৩.৩৮৯
ওজোপাড়িকো	১২,৪৯৬	১২,৭০৭.৩০০
নেসকো	২৪,১৫৩	২৬,৩৬৩.০০০
মোট	৬,২৮,৫৬২	৬,৪৩,১৬৭.০০০



রংপুর বিভাগ বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ও উপকেন্দ্র সম্প্রসারণ এবং পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলায় নেসকো কর্তৃক নির্মিত বিতরণ লাইন

বিতরণ উপকেন্দ্র

সরকার বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে পুরাতন ওভারলোডেড সাব-স্টেশন/উপকেন্দ্র এর ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র স্থাপন করছে। এতে করে মানসম্মত ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা প্রদানের পাশাপাশি সিস্টেম লস হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে।

সিস্টেম লস

উৎপাদিত বিদ্যুৎ গ্রাহকদের নিকট পৌঁছাতে সঞ্চালন ও বিতরণ পর্যায়ে সিস্টেম লস হয়ে থাকে। বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাসকরণের লক্ষ্যে নানা কার্যক্রম গ্রহণসহ অর্থবছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক তা নিয়মিত তদারকি করা হয়; ফলে বিদ্যুতের সামগ্রিক সিস্টেম লস ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ১৬.৮৫% হতে ৬.৪৪% হ্রাস পেয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১০.৩৩% হয়েছে।

নিম্নে ২০০৮-০৯ থেকে ২০২২-২৩ পর্যন্ত বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

অর্থবছর	বিতরণ লস	সঞ্চালন ও বিতরণ লস (মোট লস)
২০০৮-০৯	১৪.৩৩%	১৬.৮৫%
২০০৯-১০	১৩.৪৯%	১৫.৭৩%
২০১০-১১	১২.৭৫%	১৪.৭৩%
২০১১-১২	১২.২৬%	১৪.৬১%
২০১২-১৩	১২.০৩%	১৪.৩৬%
২০১৩-১৪	১১.৯৬%	১৪.১৩%
২০১৪-১৫	১১.৩৬%	১৩.৫৫%
২০১৫-১৬	১০.৯৬%	১৩.১০%
২০১৬-১৭	৯.৯৮%	১২.১৯%
২০১৭-১৮	৯.৬০%	১১.৮৭%
২০১৮-১৯	৯.৩৫%	১১.৯৬%
২০১৯-২০	৮.৭৩%	১১.২৩%
২০২০-২১	৮.৪৮%	১১.১১%
২০২১-২২	৭.৭৪%	১০.৪১%
২০২২-২৩	৭.৬৫%	১০.৩৩%

অর্থবছরভিত্তিক সিস্টেম লস

২০০৮-০৯ থেকে ২০২২-২৩ পর্যন্ত বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান
নিম্নে লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো:



অর্থবছরভিত্তিক সামগ্রিক সিস্টেম লস

সংস্থাভিত্তিক বিতরণ লস

বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ সিস্টেম লসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নিরলস প্রচেষ্টার ফলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সামগ্রিক বিতরণ লসের লক্ষ্যমাত্রা ৮.৪৪% এর বিপরীতে জুন ২৩ পর্যন্ত অর্জিত বিতরণ লস ৭.৬৫%। নিম্নের টেবিলে সংস্থা/কোম্পানিভিত্তিক সিস্টেম লসের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন দেখানো হলো:

সংস্থার নাম	সিস্টেম লসের লক্ষ্যমাত্রা	সিস্টেম লস (%)
বাবিউবো	৮.৪৫	৭.৯২
বাপবিবো	৯.৬৫	৮.৫৬
ডিপিডিসি	৭.০৫	৫.৭১
ডেসকো	৬.০০	৫.৭২
ওজোপাড়িকো	৭.৯০	৭.৩৩
নেসকো	৯.৭০	৯.৫১
সামগ্রিক বিতরণ লস	৮.৪৪	৭.৬৫

বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া

বিদ্যুৎ খাতের সংস্থা/কোম্পানিসমূহে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুতের বকেয়া ন্যূনতম পর্যায়ে হ্রাসকরণের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থাসমূহ নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করায় বিপুল অংকের বিদ্যুৎ বিল বকেয়া রয়েছে। তবে তদারকি জোরদার করে মার্চ পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় বিগত কয়েক বছরে বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাস পেয়েছে।

নিম্নে ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত বকেয়ার (সমমাস) পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

অর্থবছর	বকেয়া (সমমাস)
২০০৮-০৯	২.৪৪
২০০৯-১০	২.৪০
২০১০-১১	২.২২
২০১১-১২	২.২১
২০১২-১৩	২.০৬
২০১৩-১৪	২.০৪
২০১৪-১৫	২.০১
২০১৫-১৬	২.০০
২০১৬-১৭	১.৮৯
২০১৭-১৮	১.৯৮
২০১৮-১৯	১.৫৮
২০১৯-২০	১.৮৭
২০২০-২১	১.৪৬
২০২১-২২	১.৩৬
২০২২-২৩	১.৫১

অর্থবছরভিত্তিক বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া (সমমাস)

২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত বকেয়ার পরিসংখ্যান নিম্নে দেখানো হলো:



অর্থবছরভিত্তিক বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া (সমমাস)

সংস্থাভিত্তিক বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া

২০২২-২৩ অর্থবছরে বিতরণ খাতের সমন্বিত বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া ১.৫১ সমমাসে হ্রাস করা সক্ষম হয়েছে। বিদ্যুতের সংস্থা/কোম্পানিভিত্তিক বকেয়ার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সংস্থা/কোম্পানির বকেয়ার অর্জন নিম্নে দেওয়া হলো:

সংস্থার নাম	বকেয়ার লক্ষ্যমাত্রা (সমমাস)	বকেয়া (সমমাস)
বাবিউবো	২.২২	১.৬৯
বাপবিবো	১.১৫	০.৯৮
ডিপিডিসি	১.৭৮	১.৮৮
ডেসকো	১.৭০	১.৮৬
ওজোপাডিকো	১.৭৮	১.৭৭
নেসকো	২.৫০	২.৮৭
মোট বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া	১.৮০	১.৫১

২০২২-২৩ অর্থবছরে বিতরণ খাতের বকেয়া (সমমাস)

নবায়নযোগ্য জ্বালানি,
জ্বালানি দক্ষতা ও
বিদ্যুৎ সাশ্রয়



গাইবান্ধা ২০০ মেগাওয়াট সৌর পার্ক

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র দূরীকরণে বিদ্যুতের ভূমিকা অপরিসীম। দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে দেশের অন্যতম নিজস্ব জ্বালানি উৎস 'প্রাকৃতিক গ্যাস' এর মজুদ। অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানির মজুদ সারা বিশ্বে দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির হার অব্যাহত রয়েছে। ফলে বিশ্বে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারে স্ট্র কার্বন তথা GHG নির্গমন অন্যতম ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। এ ধরনের সমস্যা হ্রাসকল্পে বর্তমান সরকার এসডিজি ২০৩০ এর ওপর গুরুত্ব প্রদান করছে। এছাড়া সরকার ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গ্যাসের ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। এ লক্ষ্যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমদানিকৃত কয়লা, তেল ও পারমাণবিক শক্তিকে জ্বালানি উৎস হিসেবে ব্যবহার করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। একইসাথে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার ও প্রসার, জ্বালানি সংরক্ষণ ও এর দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানির অপচয় রোধকল্পে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত ২০১২ সালের ৪৮ নং আইনের মাধ্যমে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) গঠিত হয়। নবায়নযোগ্য জ্বালানির নোডাল এজেন্সি হিসেবে 'স্রেডা' নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিভিন্ন উৎসসমূহের সম্ভাব্যতা নিরূপণ করে নানাবিধ প্রযুক্তিবান্ধব নীতি/নির্দেশিকা প্রণয়নের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাগণকে অধিকতর উৎসাহিতকরণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।



বিশ্ব ব্যাংক আয়োজিত 'Workshop on New Mechanisms to Support Systematic Identification and Access to land for renewal Energy in Bangladesh'-এ বক্তব্য রাখছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এমপি। তারিখ: ১৮ মে ২০২৩

নবায়নযোগ্য জ্বালানির বর্তমান অবস্থা

সরকার কর্তৃক নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে ১,১৮৩.৬৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎস ভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াটে)

প্রযুক্তি	মোট (মে.ও.)
সৌর	৯৪৯.৬৭
বায়ু	২.৯
জল বিদ্যুৎ	২৩০
বায়োগ্যাস টু ইলেকট্রিসিটি	০.৬৯
বায়োমাস টু ইলেকট্রিসিটি	০.৪
মোট	১১৮৩.৬৬



বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং বাংলাদেশ চায়না রিনিয়বল এনার্জি কোম্পানি (প্রাইভেট) লিমিটেড-এর মধ্যে বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি।
তারিখ: ৯ জানুয়ারি ২০২৩

জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ

২০২২-২৩ অর্থবছরে জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপ:

আইন, বিধি ও নীতিমালা সংক্রান্ত কার্যক্রম

- ◆ 'জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিধিমালা ২০১৬' সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদন;
- ◆ বৈদ্যুতিক যান চার্জিং নির্দেশিকা বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু;
- ◆ 'জ্বালানি নিরীক্ষা প্রবিধানমালা ২০১৮' সংশোধন প্রস্তাবের ওপর বিদ্যুৎ বিভাগে কার্যক্রম শুরু;
- ◆ 'যন্ত্রপাতির জ্বালানি দক্ষতার লেবেলিং প্রবিধানমালা ২০২২' এর পরিমার্জিত খসড়া বিদ্যুৎ বিভাগে অনুমোদনের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ;
- ◆ Building Energy Efficiency and Environment Rating (BEEER) এর ২য় সংস্করণ প্রস্তুতি।



জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিষয়ক কার্যক্রম

- ◆ সরকারি স্থাপনায় (মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল) এ জ্বালানি নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা;
- ◆ Energy Label Requirements for Household Refrigerating Appliances এর লেবেলিং গাইডলাইন এর খসড়া প্রণয়ন;
- ◆ Fire Tube Boiler এর জ্বালানি দক্ষতার বেধমার্ক নিরূপণ;
- ◆ বার্ষিক National Energy Balance বুকলেট ২০২০-২১ প্রকাশ;
- ◆ ৭ দিন ব্যাপী ৩য় জ্বালানি নিরীক্ষা সনদ পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- ◆ ১ম জ্বালানি ব্যবস্থাপক প্রশিক্ষণ আয়োজন ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়নের মাধ্যমে ১ম জ্বালানি ব্যবস্থাপক সনদ প্রদান;
- ◆ মাঠ পর্যায়ে ৬টি ফ্যাক্টরীতে (Aman Spinning Mills Ltd., Etafill Accessories Limited, Meghna Cement Mills Ltd., Samuda Chemical Ltd, Shanta Holdings Ltd., Metro Knitting and Dyeing Limited) সংযোজিত জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতির পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শন;
- ◆ ৩য় ও ৪র্থ জ্বালানি নিরীক্ষক সনদ পরীক্ষা আয়োজন;
- ◆ ৫টি DC ঘোষিত স্থাপনায় (Shikalbaha 225MW Combined Cycle Power Plant, Creative Paper Mills Ltd., Karnaphuli Fertilizer Company Limited, Hossain Dyeing & Printing Mills Ltd., Envoy Textiles Ltd.) জ্বালানি নিরীক্ষা পরিচালনা;
- ◆ ৫টি ব্যাচে 'সরকারি দপ্তরে জ্বালানি সশ্রেয়ের উপায়' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন;
- ◆ 'Training on Energy Efficiency and Conservation Opportunities in Energy & Mass Balance' শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- ◆ জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিষয়ে কর্মশালা আয়োজন।



Daffodil International University (DIU)-তে 'Net Metering Rooftop Solar in Bangladesh'

শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত। তারিখ: ২৮ মে ২০২৩

বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দক্ষ ও সশ্রয়ী ব্যবহারে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা

বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন সংশ্লিষ্ট দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহ বিদ্যুতের দক্ষ ও সশ্রয়ী ব্যবহারে জনসচেতনতা সৃষ্টি করে থাকে। বিদ্যুৎ সশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহারে জনগণ ও বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। করা হচ্ছে জ্বালানি অভিত। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দক্ষ ও সশ্রয়ী ব্যবহারে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য যেসব বিষয়ে প্রচারণা চালানো হয় তা হলো:

ক্রম	ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ	জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত জনসচেতনতা প্রচারণা কার্যক্রম
১	লাইটিং	<p>অপ্রয়োজনে লাইটের ব্যবহার পরিহার করা।</p> <p>প্রয়োজনের অতিরিক্ত লাইটের ব্যবহার হতে বিরত থাকা।</p> <p>নির্ধারিত উজ্জ্বলতা বজায় রাখতে টাঙ্ক লাইটিং সিস্টেম (যেমন: এলইডি স্পট লাইট, টেবিল ল্যাম্প ইত্যাদি) ব্যবহার করা।</p> <p>দিনের আলোর (ডে-লাইট) সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনে কক্ষের আসবাবপত্র পুনঃবিন্যস্ত করা।</p> <p>বৈদ্যুতিক বালের উপরিভাগে ধূলাবালি জমলে এর উজ্জ্বলতা কমে যায় বিধায় বাল্বসহ লাইটিং সিস্টেম নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।</p> <p>বিদ্যুৎ সশ্রয়ী এবং জ্বালানি দক্ষ লাইটিং সিস্টেম যেমন: ইনক্যান্ডেসেন্ট/সিএফএল লাইটের পরিবর্তে বিদ্যুৎ সশ্রয়ী এলইডি লাইট ব্যবহার করা।</p>
২	শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র	<p>অপ্রয়োজনে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বন্ধ রাখা।</p> <p>শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা এর উপরে রাখা (কারণ প্রতি ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়ালে ১০ শতাংশ বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা যায়)।</p> <p>শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র সশ্রয়ী ও দক্ষভাবে ব্যবহার করতে এবং সর্বাধিক স্বস্তি নিশ্চিত করতে কক্ষের দরজা-জানালাসহ বায়ু চলাচল স্থান যতদূর সম্ভব বন্ধ রাখা, যেমন, দরজার নীচ, ভেন্টিলেটর ইত্যাদি।</p> <p>তাপপ্রবাহ রোধে কক্ষের পূর্বদিকের জানালার পর্দা সকাল ১০:০০ টা পর্যন্ত এবং পশ্চিম দিকের জানালার পর্দা দুপুর ২:০০ টার পর থেকে নামিয়ে রাখা, এতে কক্ষ অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা থাকবে।</p> <p>শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের ফিল্টার মাসে কমপক্ষে একবার পরিষ্কার করা।</p> <p>শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র প্রতি বছর কমপক্ষে একবার সার্ভিসিং করা।</p> <p>পুরনো/অকেজো শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে ইনভার্টার টেকনোলজিযুক্ত বিদ্যুৎ সশ্রয়ী শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ক্রয় করা।</p>
৩	রেফ্রিজারেটর	<p>গরম খাবার ঠাণ্ডা করার পর রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করা।</p> <p>পুরনো/অকেজো রেফ্রিজারেটর পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে ইনভার্টার টেকনোলজিযুক্ত বিদ্যুৎ সশ্রয়ী রেফ্রিজারেটর ক্রয় করা।</p>
৪	ফ্যান	<p>অপ্রয়োজনে ফ্যান বন্ধ রাখা।</p> <p>পুরনো/অকেজো ফ্যান পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে বাজারে প্রাপ্যতা সাপেক্ষে বিদ্যুৎ সশ্রয়ী (যেমন: বিএলডিসি ফ্যান) ফ্যান ক্রয় করা।</p>
৫	গ্যাসের চুলা	<p>অপ্রয়োজনে গ্যাসের চুলা বন্ধ রাখা।</p> <p>রান্নার সময় পাত্র ঢেকে রান্না করা।</p> <p>সম্ভব হলে রান্নার জন্য প্রেশার কুকার ব্যবহার করা।</p>
৬	অন্যান্য	<p>বৈদ্যুতিক ইঞ্জির ব্যবহার সীমিত করা।</p> <p>প্রয়োজন না হলে মাইক্রোওয়েভ, কম্পিউটার, টিভি, ওভেন, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার, চার্জার, হ্যাণ্ড ড্রায়ার ইত্যাদি যন্ত্রপাতির সুইচ বন্ধ রাখা।</p> <p>সম্ভব হলে প্রাত্যহিক কার্যক্রম যেমন: আহার গ্রহণ, টিভি দেখা ইত্যাদি পরিবারের সকলে একসাথে করা। এতে বিদ্যুৎ ব্যবহার সীমিত রাখা যায়।</p>



বাগেরহাট জেলার ১০০ মেগাওয়াট সৌর পার্ক



কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র

বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ



মৈত্রী ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

বিনিয়োগ কৌশল

বিদ্যুৎ উৎপাদন খাত তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত পুঁজিঘন বিধায় পূর্বে বিদ্যুৎ খাতের বিনিয়োগ মূলত: উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার ওপর নির্ভরশীল ছিল। ২০০৯ সালে সরকার তাৎক্ষণিক, স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং রূপকল্প ২০৪১ এর আওতায় ২০৪১ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ খাতের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রাথমিক জ্বালানির যোগান এবং বিনিয়োগ অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সহায়তার বিকল্প হিসেবে সরকার বেসরকারি খাত, জয়েন্ট ভেঞ্চারসহ অন্যান্য ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে, ছোট বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ উৎসাহ ব্যাপক হলেও বৃহৎ প্রকল্পে বিশেষত কয়লাভিত্তিক প্রকল্পে অতি উচ্চমাত্রার বিনিয়োগ এবং নতুন ধরনের টেকনোলজি ও ম্যানেজমেন্ট বিবেচনায় 'যৌথ বিনিয়োগ' (JV) এবং ECA ফাইন্যান্সিং অত্যন্ত কার্যকর হিসেবে বিবেচিত হয়।

বিনিয়োগ

২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় মোট প্রায় ৩২.৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে। তন্মধ্যে সরকারি ও যৌথ বিনিয়োগ খাতের প্রকল্পে প্রায় ২১.৮৯ বিলিয়ন ও বেসরকারি খাতের প্রকল্পে প্রায় ১০.৭১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এর সমপরিমাণ বিনিয়োগ করা হয়।

সরকারের রূপকল্প এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০,০০০ মেগাওয়াট স্থাপিত বিদ্যুৎ ক্ষমতার প্রয়োজন হবে। এ লক্ষ্যে পরিকল্পিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের বিশাল আকারের বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। ইতোমধ্যে কক্সবাজারের মাতারবাড়ীতে ১,২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক প্রকল্পের ৪.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারসহ রামপাল ১,৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক প্রকল্প ও পটুয়াখালীর পায়রায় ১,৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের বিনিয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে।

নিজস্ব অর্থায়ন থেকে বিনিয়োগ সক্ষমতা এবং ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং

ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং-এর আওতায় সরকার ECA এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পে অর্থায়নের ব্যবস্থা করেছে, যা বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। বিদ্যুৎ খাতের বিনিয়োগ পরিস্থিতির চিত্র থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, ক) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের ওপর নির্ভরতা কমেছে, খ) নিজস্ব অর্থায়নের সক্ষমতা অনেক বেড়েছে এবং গ) বিনিয়োগ এর বহুমুখিতা (ECA ও অন্যান্য ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং) ভবিষ্যৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে সাহসী পদক্ষেপের সম্ভাবনা জাগিয়েছে। উল্লেখ্য যে, জিডিপি (GDP), রেমিট্যান্স, রাজস্ব আয়ের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি, সার্বিক স্থিতিশীলতা এবং যোগ্য নেতৃত্বের ফলে নিজস্ব অর্থায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বেসরকারি খাত ও আন্তর্জাতিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনসমূহের (IFIs) এ খাতে বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।



আঞ্চলিক ও
উপ-আঞ্চলিক
সহযোগিতা



বিদ্যুৎ আমদানির পটভূমি

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় বিদ্যুতের উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির বিষয়টি অনুবাহন করে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতিবেশি দেশসমূহ হতে বিদ্যুৎ আমদানির কার্যক্রম গ্রহণ করে। তারই অংশ হিসেবে ভারত, নেপাল, ভূটান ও মায়ানমার হতে বিদ্যুৎ আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জিত হয়েছে। ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে উভয় দেশের মধ্যে একটি যৌথ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এই সমঝোতা স্মারকের অধীন বর্তমানে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যুৎ খাতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা চলমান। নেপালের সাথেও বাংলাদেশের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া ভূটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

ভারতের সাথে বাংলাদেশের একটি দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক ১১ জানুয়ারি ২০১০ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়। এই সমঝোতা স্মারক এর অধীন জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ (JWG) এবং জয়েন্ট স্টিয়ারিং কমিটি (JSC) গঠন করা হয়েছে। গত ৩ ও ৪ মে ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশের খুলনায় যথাক্রমে ২১তম JWG এবং JSC সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।



বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ খাত সহযোগিতা বিষয়ক ২১ তম JSC সভায় সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করছেন বাংলাদেশের পক্ষে সিনিয়র সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, বিপিএএ এবং ভারতের পক্ষে বিদ্যুৎ সচিব Mr. Alok Kumar। তারিখ: ৪ মে ২০২৩

ভারতের বহরমপুর হতে বাংলাদেশের ভেড়ামারা এবং ভারতের ত্রিপুরা হতে বাংলাদেশের কুমিল্লা পর্যন্ত দুটি আন্তর্জাতিক গ্রিড সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। বহরমপুর হতে ভেড়ামারা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে বর্তমানে ১,০০০ মেগাওয়াট এবং ত্রিপুরা হতে কুমিল্লায় ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে।

আদানি গ্রুপ ভারতের বাড়খতে ১,৬০০ মেগাওয়াট (নেট ১,৪৯৬ মেগাওয়াট) কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করেছে, যা সরাসরি বাংলাদেশের জাতীয় গ্রিডের সাথে যুক্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, Indian Power Market-এ অংশগ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ বিনিয়োগে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশীপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড এর ১৩২০ মেগাওয়াট মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অপর একটি সমঝোতা স্মারক গত ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। এই সমঝোতা স্মারক-এর আওতায় গঠিত JWG এর ৫ম সভা গত ২৪ নভেম্বর ২০২১ তারিখে অনলাইন প্রাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়।

নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

নেপালের সাথে বাংলাদেশের একটি দ্বিপাক্ষীয় সমঝোতা স্মারক ১০ আগস্ট ২০১৮ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়। এই MoU এর অধীন জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ (JWG) এবং জয়েন্ট স্টয়ারিং কমিটি (JSC) গঠন করা হয়েছে। গত ১৫ ও ১৬ মে ২০২৩ তারিখ যথাক্রমে ৫ম JWG ও JSC সভা বাংলাদেশের পটুয়াখালী জেলার পায়রাতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।



বাংলাদেশ-নেপাল বিদ্যুৎ খাত সহযোগিতা বিষয়ক ৫ম JSC সভায় সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করছেন বাংলাদেশের পক্ষে সিনিয়র সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, বিপিএএ এবং নেপালের পক্ষে জ্বালানি, পানিসম্পদ ও সেচ বিষয়ক সচিব Mr. Dinesh Kumar Ghimire। তারিখ: ১৬ মে ২০২৩

নেপালে জলবিদ্যুৎ খাতের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। নেপাল হতে জলবিদ্যুৎ আমদানির ব্যাপারে বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে আগ্রহ প্রকাশ করছে। একই সাথে নেপালের সাথে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও চাহিদার seasonal variation থাকায় শীত মৌসুমে বাংলাদেশ হতে নেপালে বিদ্যুৎ রপ্তানির বিষয়টিও উভয় দেশ বিবেচনা করছে।

নেপালের সানকুশি-৩ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বাংলাদেশ এবং নেপাল যৌথ বিনিয়োগের বিষয়ে আলোচনা চলছে। নেপাল হতে ৪০-৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ভারতের গ্রিডের হয়ে বাংলাদেশের ভেড়ামাড়াছ HVDC সাব-স্টেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশে আমদানির লক্ষ্যে ভারত ও নেপালের সাথে আলোচনা চলছে।

নেপালের জলবিদ্যুৎ খাতে বাংলাদেশ সরকারি ও বেসরকারিভাবে বিনিয়োগের বিষয়টি উভয় দেশের মধ্যে আলোচনা পর্যায়ে রয়েছে। এ সংক্রান্ত নেপালের প্রস্তাব যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে।

ভারতের জিএমআর কোম্পানির মাধ্যমে নেপালের আপার কারনালী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প হতে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে পাওয়ার সেল এগ্রিমেন্ট (PSA) চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

ভূটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

ভূটানে জলবিদ্যুৎ খাতের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। ভূটান হতেও জলবিদ্যুৎ আমদানির ব্যাপারে বাংলাদেশ আগ্রহী। বিদ্যুৎ খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ এবং ভূটান এর মধ্যে একটি দ্বিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উপ-আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা ফোরাম

বাংলাদেশ প্রতিবেশি দেশসমূহ ছাড়াও SAARC, BBIN, BIMSTEC, SASEC এবং UN-ESCAP ইত্যাদি আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ফোরামের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সার্কের মাধ্যমে সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশসমূহের সাথে যৌথ সহযোগিতা কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

এছাড়াও বিদ্যুৎ খাতের সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ-ভারত-নেপাল এবং বাংলাদেশ-ভারত-ভূটান এর মধ্যে Tripartite Arrangement প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।



ঢাকাস্থ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল-এ ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালাইন্স এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে কান্ট্রি পার্টনারশীপ এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর শেষে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ। তারিখ: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩



বিদ্যুৎ খাতের
সংস্কার ও পুনর্গঠন
কার্যক্রম



ময়মনসিংহ ২১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র

১৯০১ সালে ঢাকায় প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহার শুরু হলেও স্বাধীন বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো) গঠনের মাধ্যমে। তখন বাবিউবো সারাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) গঠন করা হয়। বাপবিবোকে ব্যতিক্রম ক্ষেত্র ব্যতীত পল্লী এলাকার বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৯০ সালে বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই অথরিটি (ডেসা) গঠনপূর্বক বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৯৬ সালে বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পাওয়ার সেল গঠন করা হয়। বিদ্যুৎ খাতে স্বচ্ছতা আনয়ন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভার্টিক্যাল সেপারেশনের মাধ্যমে সঞ্চালন খাতকে উৎপাদন ও বিতরণ খাত থেকে পৃথকীকরণের জন্য কোম্পানি আইনের আওতায় ১৯৯৬ সালে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি. (পিজিসিবি) গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো), ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো), ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি. (ইজিসিবি), আওগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লি. (এপিএসসিএল), রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লি. (আরপিসিএল), নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড (নওপাজেকো), কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল), নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লি. (নেসকো) ও বি-আর পাওয়ারজেন লি. গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা), দক্ষ জনবল গঠনে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিপিএমআই) এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের গবেষণামূলক কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ এনার্জি এন্ড পাওয়ার রিসার্চ কাউন্সিল (বিইপিআরসি) গঠন করা হয়েছে।

সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা

বিদ্যুৎ খাত সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে গঠিত পাওয়ার সেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি এবং এ খাতের দক্ষতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠাকরণসহ আইসিটি ও ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে দেশি ও বিদেশি পরামর্শকদের সহায়তায় সমীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট

রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট (RBM) এমন এক ধরনের ব্যবস্থাপনা, যা মানব সম্পদ উন্নয়ন, নীতি নির্ধারণের জন্য উপযুক্ত তথ্যের ব্যবহার, ব্যবহারিক টুলস-এর মাধ্যমে পরিকল্পনা গ্রহণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধায়ন ও পারফরমেন্স মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। RBM-এর আওতায় গৃহীত প্রকল্পের লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হয়। লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের ইনপুট, আউটপুট, আউটকাম ও ইম্প্যাক্ট অংশে কেপিআই, তথ্য যাচাই ও ক্রিটিক্যাল অ্যাজাস্পশন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রকল্পের সমস্যা শনাক্তকরণ, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বস্তুত RBM বেঞ্চ মার্কিং ও পারফরমেন্স বিশ্লেষণে সহায়তা করে। RBM এর সাতটি প্রধান উপাদান হলো: (১) বেসিক ডাটা বা বেইজ লাইন ডাটা, (২) ফলাফল (আউটপুট, ইফেক্ট, ইম্প্যাক্ট), (৩) লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক, (৪) ইনপুট, (৫) পারফরমেন্স ইন্ডিকেটরস, (৬) ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও ম্যানেজমেন্ট এবং (৭) লক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো। আধুনিক RBM এর আওতায় কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে সংস্থার কোন কর্মকর্তা কোন কাজ কীভাবে কত দিনে করবেন এবং তার দায়-দায়িত্ব কী হবে সেসব বিষয় পারফরমেন্স মেজারমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক (PMF) ছকে সুনির্দিষ্ট করা হয়।

প্রি-পেইড মিটার স্থাপন

বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাস, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়, লোড ম্যানেজমেন্ট এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাসমূহের বিভিন্ন বিতরণ এলাকায় ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত ছয়টি বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক

৫৭,৪৫,০২৪টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। সংস্থাওয়ারি প্রি-পেইড/স্মার্ট মিটার স্থাপন কাজের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

সংস্থা/কোম্পানি	জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রি-পেইড মিটার স্থাপন সংখ্যা
বাবিউবো	১৭,৫১,৮০৫
বাপবিবো	১৫,১০,৫৬৮
ডিপিডিসি	৭,৫৪,৬৮৬
ডেসকো	৭,১০,১৯১
ওজোপাডিকো	৪,৯৭,২৭৪
নেসকো	৫,২০,৫০০
মোট	৫৭,৪৫,০২৪

বার্ষিক কর্ম মূল্যায়ন

২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রথম বারের মতো মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর শুরু হয়। উল্লেখ্য যে বিদ্যুৎ খাতে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন, সুশাসন, জবাবদিহিতা ও উন্নত গ্রাহক সেবা প্রদানে বার্ষিক কর্ম মূল্যায়নের লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থবছরে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বিদ্যুৎ বিভাগ ও বিদ্যুৎ খাতের সংস্থা/কোম্পানিসমূহের মধ্যে Key Performance Indicator (KPI) প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে বিদ্যুৎ বিভাগের বার্ষিক কর্ম মূল্যায়নের জন্য বিদ্যুৎ খাতের Key Performance Indicator (KPI)-সমূহের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক বিদ্যুৎ বিভাগ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) চালু করা হয়। পর্যায়ক্রমে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এপিএ চুক্তি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও মন্ত্রণালয়, মন্ত্রণালয় ও তার আওতাধীন সংস্থা এবং সংস্থা ও মাঠপর্যায়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। এর পরবর্তীতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লিখিত এপিএসমূহ এপিএ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এপিএএমএস) এর মাধ্যমে পরিবীক্ষণ করা হয়। মূলত সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রবর্তন করা হয়েছে। এই চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, এ সকল কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহ এবং এ সকল কার্যক্রমের ফলাফল পরিমাপের জন্য কর্মসম্পাদন সূচক ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বিধৃত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট অর্থবছর সমাপ্ত হওয়ার পর ঐ বছরের চুক্তিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকৃত অর্জন মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। একই আদলে ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে বিদ্যুৎ খাতের সংস্থা/কোম্পানিসমূহের মধ্যে প্রকৃতি ও ধরন অনুযায়ী নির্ধারিত কর্মসম্পাদন সূচক (KPI)-সমূহের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা স্থিরপূর্বক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়ে আসছে। বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সংস্থা/কোম্পানিসমূহের প্রকৃতি ও ধরন অনুযায়ী বিগত পাঁচ বছরের অর্জন, এমআইএস, এমওডি, নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে বাস্তবভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। উক্ত কর্মসম্পাদন সূচক (এপিএ)-সমূহের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা এর অগ্রগতি নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ফলে বার্ষিক প্রণোদনা পেয়ে থাকে। ফলে এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের উদ্যোগ, উদ্দীপনা ও প্রতিযোগিতামূলক কাজের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং বিদ্যুৎ খাতের সার্বিক পারফরমেন্স উন্নতিতে ভূমিকা রাখছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

বিদ্যুৎ বিভাগ এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির কর্ম মূল্যায়নের জন্য APA প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাতের সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ পারফরমেন্স ইন্ডিকেটরসমূহ নির্ধারণপূর্বক বিদ্যুৎ বিভাগ ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মধ্যে APA স্বাক্ষর হয়। একই সঙ্গে বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে এর আওতাভুক্ত দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহের সাথে এবং দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহ তাদের মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোর সাথে APA স্বাক্ষর করে। APA তে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সংগলন, বিতরণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি খাতের গুরুত্বপূর্ণ পারফরমেন্সসমূহ সমন্বিতভাবে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।

বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রকল্প বাস্তবায়ন, সিস্টেম উন্নতকরণ, সুশাসন, জবাবদিহিতা, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও অনলাইন সার্ভিসসমূহসহ মাঠ পর্যায়ে উন্নত গ্রাহকসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সূচকসমূহ বেশি গুরুত্ব বহন করে। সকল সংস্থা/কোম্পানিসমূহের কাজের প্রকৃতি ও ধরন অনুযায়ী APA এর পারফরমেন্স ইন্ডিকেটর নির্ধারণ করা হয়। অর্থবছর শেষে এপিএএমএস সিস্টেমের মাধ্যমে এপিএ দাখিল ও পরিবীক্ষণ করা হয়।

বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক সংস্থা/কোম্পানিসমূহ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন সমন্বিত করে বিদ্যুৎ বিভাগে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তীতে APA লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কোম্পানিসমূহকে ইনসেন্টিভ বোনাস প্রদান করা হয়। বর্তমানে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, নেপাল, পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের সিস্টেম লস বিবেচনা করে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের সিস্টেম লস তুলনামূলকভাবে কম। বিগত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ভারত ও নেপালের সিস্টেম লস ছিল যথাক্রমে ২০% ও ২৫%। বর্তমানে বাংলাদেশের সামগ্রিক সিস্টেম লস হ্রাস পেয়ে জুন ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে ১০.৩৩% হয়েছে যা ২০১৪-১৫ সালে ছিল ১৩.৫৪%। এতে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের সিস্টেম পারফরমেন্স APA বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্রমশ উন্নত হচ্ছে। APA এর সফল বাস্তবায়নের ফলে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৮,১৩৪ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে এবং শতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। এছাড়া বিদ্যুৎ খাতের প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবছর প্রায় একশত ভাগ হচ্ছে। বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও গ্রাহক সেবার মান ক্রমাগত উন্নত করা হচ্ছে, যা APA এর সফল বাস্তবায়নের ফসল। তারই ফলশ্রুতিতে ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এর অধীন কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের মানদণ্ডে বিদ্যুৎ বিভাগ ৫২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে ১ম স্থান এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ২য় স্থান অধিকার করে। বিগত ২০২০-২১ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সংস্থা/কোম্পানিসমূহের APA লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ভিত্তিতে কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের APA বাস্তবায়নেও দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহ বেশ সাফল্য অর্জন করেছে।



বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং সংস্থা/কোম্পানি প্রধানসহ কর্মকর্তাগণ। তারিখ: ২৫ জুন ২০২৩

বিদ্যুৎ খাতের সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির নির্ধারিত APA ইন্ডিকেটরসমূহের অগ্রগতির তথ্য সমন্বয় করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। উন্নত গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার অটোমেশন, SCADA প্রতিষ্ঠা, গ্রি-পেইড মিটার স্থাপন এবং গ্রাহক অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য APA বাস্তবায়নে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

আইন, বিধিমালা
ও নীতিমালা
প্রণয়ন



আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন

বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সুষ্ঠু এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সরকার জনস্বার্থে নতুন আইন/বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন করেছে। এ সকল আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধনের ফলে নতুন সংস্থা/কোম্পানি গঠন, বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ, আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রম সম্প্রসারণ, ডিজিটাল কার্যক্রম বাস্তবায়ন, গ্রাহক সেবার মান নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি সম্ভব হয়েছে।

আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন

বিদ্যুৎ খাতে গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে সময় সময় নতুন নতুন আইন প্রণয়ন এবং পুরনো আইনকে যুগোপযোগী করা হয়ে থাকে।

বিদ্যুৎ খাতে প্রণীত আইন

বিদ্যুৎ খাতের উল্লেখযোগ্য আইনসমূহ:

ক্রমিক	শিরোনাম	আইন নং
০১	বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০২১	২২
০২	বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ (ইংরেজি ভাষন)	-
০৩	বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ (বাংলা ভাষন)	৭
০৪	বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১৫	২
০৫	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড আইন, ২০১৩	৫৭
০৬	টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (বাংলা ভাষন)	৪৮
০৭	টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (ইংরেজি ভাষন)	-
০৮	বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (বাংলা ভাষন)	৫৪
০৯	বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (ইংরেজি ভাষন)	-
১০	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন, ২০০৩	১৩
১১	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড আদেশ, ১৯৭২	৫৯

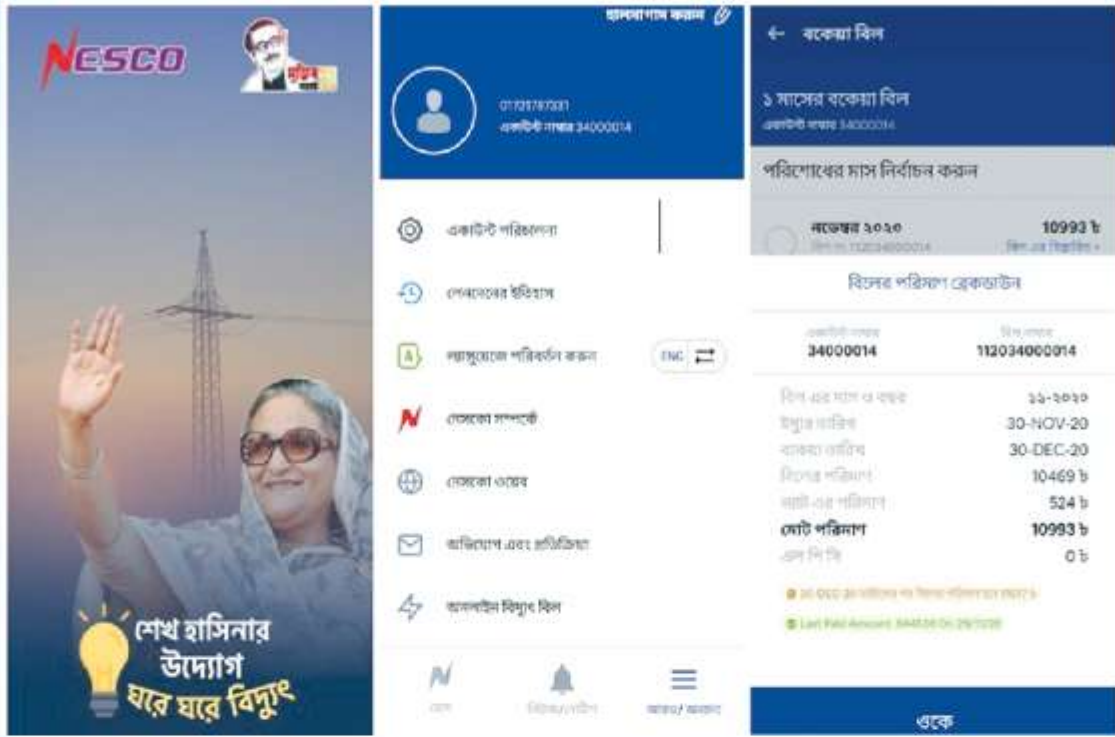


বিধিমালা ও নীতিমালা

বিদ্যুৎ খাতের উল্লেখযোগ্য বিধিমালা ও নীতিমালাসমূহ:

ক্রমিক	শিরোনাম
০১	জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০১৬ এর সংশোধনী (১৬ জানুয়ারি ২০২৩)
০২	বৈদ্যুতিক যান চার্জিং নির্দেশিকা
০৩	বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১
০৪	বিদ্যুৎ বিধিমালা, ২০২০
০৫	টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তহবিল পরিচালনা বিধিমালা, ২০১৯
০৬	জ্বালানি নিরীক্ষা প্রবিধানমালা, ২০১৮
০৭	জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০১৬
০৮	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (কর্মচারী) চাকরি বিধিমালা, ১৯৮২
০৯	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৮
১০	খোলা বাজার হতে প্রি-পেইড/স্মার্ট মিটার ক্রয় সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯
১১	Policy Guidelines for Power Purchase from Captive Power Plant (Revised), 2019
১২	Policy Guideline for Small Power Plant in Private Sector
১৩	বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা
১৪	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্মচারী (অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি) প্রবিধানমালা, ১৯৯২
১৫	বাংলাদেশ বেসরকারি অবকাঠামো নির্দেশিকা
১৬	প্রত্যন্ত এলাকায় পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম ফান্ড (RAPSS) গাইডলাইনস্
১৭	প্রত্যন্ত এলাকায় পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম ফান্ড (RAPSS Fund) পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
১৮	পাওয়ার প্রাইসিং ফ্রেমওয়ার্ক
১৯	Policy Guidelines for Power Purchase from Captive Power Plant
২০	Private Sector Power Generation Policy of Bangladesh
২১	Action Plan For Energy Efficiency & Conservation
২২	Solar Guide Book
২৩	Country Action Plan for Clean Cook stoves
২৪	500 MW Solar Program
২৫	নেট মিটারিং নির্দেশিকা, ২০১৮





নেসকো মোবাইল অ্যাপ



ডিপিডিসি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিদ্যুতের Interruption Real-Time এ রেকর্ডকরণের জন্য Non-SAS Substation এ IOT Based ডিভাইস প্রস্তুত এবং উক্ত ডিভাইস কর্তৃক রেকর্ডকৃত ডাটা তাৎক্ষণিকভাবে সার্ভারে প্রেরণ করার জন্য ডিভাইস প্রস্তুত করেছে যা সফলভাবে কাজ করেছে।

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার



সরকারের ডিজিটাল ও স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ খাত অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিদ্যুৎ খাতে সমন্বিত আইসিটি উন্নয়নে আইসিটি রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং উক্ত রোডম্যাপ অনুযায়ী আইসিটি উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ খাতে পেপারলেস অফিস রূপান্তরের নিমিত্ত বিদ্যুৎ বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভায় পেপারলেস অফিস স্থাপন বিষয়টি আলোচনা করা হয়। বিদ্যুৎ খাতে গ্রাহক সেবার মানোন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জাতীয় গুণাচার কৌশল (NIS) বাস্তবায়নসহ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ খাতে গৃহীত তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য উদ্যোগসমূহ নিম্নরূপ

(১) ইআরপি বাস্তবায়ন: বিদ্যুৎ খাতে সমন্বিত ইআরপি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে কনসোর্টিয়াম অব মেসার্স টেকভিশন, মাইক্রোসফট বাংলাদেশ, কম্পিউটার সার্ভিসেস লি. ও টেকনোহেভেন এর সাথে ৪টি মডিউল বাস্তবায়নে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিদ্যুৎ খাতের ১৪টি সংস্থায় Microsoft NAV এর ৪টি মডিউল (এইচআর, ফিক্সড অ্যাসেট, ফিন্যান্স এন্ড অ্যাকাউন্টস ও প্রকিউরমেন্ট) বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং আরো ২টি মডিউল/সাব মডিউল সংযোজনের মাধ্যমে বাস্তবায়নাবীন ERP-কে সমৃদ্ধ করার কাজ চলমান আছে। ইআরপির ড্যাশ বোর্ডের মাধ্যমে সংস্থা/কোম্পানিসমূহের কার্যক্রম মনিটরিং করা যায়। এছাড়াও সমন্বিত ইআরপি বাস্তবায়নকালে বিভিন্ন সময়ে দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহের চাহিদার আলোকে মডিউলসমূহ পরিপূর্ণ, সমৃদ্ধ ও অধিক কার্যকর করার জন্য ২টি মডিউল - Inventory Management, Plant Management, ২টি সাব-মডিউল - Performance Management ও Tender Management বাস্তবায়নের কাজ চলমান আছে। গাজীপুর-১ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে ইআরপির ৪টি মডিউল পাইলট বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়। সিনিয়র সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক বিগত ৮ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দে নারায়ণগঞ্জ-১ ও ২ এবং ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ হতে ৪ মার্চ ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে বৃহত্তর ঢাকার আশেপাশের ১১টি পবিসে ইআরপি বাস্তবায়ন কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। অবশিষ্ট পবিসগুলোতে ইআরপির ৪টি মডিউল বাস্তবায়নের কাজ চলমান আছে যা জুন ২০২৩ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে। বিদ্যুৎ খাতের সমন্বিত ইআরপির জন্য বিদ্যুৎ ভবনের ১৩ তলায় একটি সার্ভার রুম স্থাপন করা হয়েছে।



জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, বিপিএএ, সিনিয়র সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ হতে ১১টি পবিসে ইআরপি বাস্তবায়ন কার্যক্রম উদ্বোধন। তারিখ: ৪ মার্চ ২০২৩

(২) বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন: নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য অনলাইনে আবেদন করা যায়। ফলে গ্রাহকগণ বামেলামুক্তভাবে বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন করতে পারেন এবং অনলাইনের মাধ্যমে সংযোগের হালনাগাদ তথ্য পেতে পারেন। এতে গ্রাহক ভোগান্তি হ্রাস পেয়েছে।

(৩) বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ: গ্রাহকদের জন্য কিছুদিন আগেও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা একটি বামেলার বিষয় ছিল। ব্যাংক ও ইউটিলিটির মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে বিল পরিশোধের পরেও পুনরায় বিল দাবী করার ঘটনা ঘটত। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বর্তমানে সকল গ্রাহকের হিসাব কম্পিউটারের ডাটাবেইজের আওতায় আনা হয়েছে এবং গ্রাহক মোবাইলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিলের তথ্য জানতে পারেন। এখন মোবাইল ফোন এবং অনলাইনের মাধ্যমেও গ্রাহকগণ বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পারেন।



বিদ্যুৎ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়) জনাব এস এম এনামুল কবির এর সভাপতিতে সংস্থা/কোম্পানিসমূহের দায়িত্ব গ্রাণ্ড কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায় সংক্রান্ত সভা। তারিখ: ১১ মে ২০২৩

(৪) ই-নথি ব্যবস্থাপনা: বর্তমানে বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন সংস্থা/কোম্পানিসমূহে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ই-নথি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে নথি নিষ্পত্তির হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কর্মকর্তাগণের নথি নিষ্পত্তি পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। এতে কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিদ্যুৎ বিভাগের মাসিক অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় বিদ্যুৎ বিভাগের 'ই-নথি ব্যবস্থাপনা' বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনা করা হয়।

(৫) প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা: বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার এডিপিভুক্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণের অফিস দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। প্রকল্প পরিচালকগণ হতে তথ্য একীভূত করে সংস্থাভিত্তিক পরিবীক্ষণ করা বেশ কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ ছিল। গুয়েবভিত্তিক প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা চালু করায় দূর-দূরান্ত অফিস হতে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক তথ্য প্রদানের সাথে সাথেই তা সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে গতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৬) ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থাপনা: ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাতে ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সকল ইউটিলিটিসমূহের মধ্যে ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

(৭) অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা: গ্রাহকগণের বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট নানাবিধ অভিযোগ দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাতে সমন্বিত কল সেন্টারের (১৬৯৯৯) মাধ্যমে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক অভিযোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত কল সেন্টার নথরের মাধ্যমে গ্রাহকগণ অভিযোগ জানাতে পারেন এবং বিভিন্ন সেবা বা তথ্য দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা পেতে পারেন। যেকোন গ্রাহক যেকোন সময় অন-লাইনে, সোশ্যাল মিডিয়া, এ্যাপস এর মাধ্যমে সহজে ও দ্রুততম সময়ে অভিযোগ, মতামত প্রদান ও ট্র্যাক করতে পারে। ফলে প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। এর মাধ্যমে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পত্র (NIS) বাস্তবায়নের নতুন পথরেখা সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ নিষ্পত্তি সফটওয়্যারের মাধ্যমেও অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা (অনিক) ও আপিল কর্মকর্তা কর্তৃক প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ যথাসময়ে নিষ্পন্ন করা হচ্ছে।



বিদ্যুৎ বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কমিটির সভা।

তারিখ: ১২ জুন ২০২৩

(৮) কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম: বিদ্যুৎ খাতের সংস্থাসমূহকে নানাবিধ কারণে বিভিন্ন মামলার সম্মুখীন হতে হয়। পর্যাপ্ত তথ্য উপাত্ত সংরক্ষণের অভাবে মামলাসমূহ পরিচালনা ও বিভিন্ন পর্যায়ে তদারকিতে সমস্যা দেখা দেয়। উক্ত বাস্তবতায় বিদ্যুৎ খাতের সকল মামলার তথ্য ও অবস্থা জানার জন্য এবং তদানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার স্বার্থে কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার ডিপিডিসি'র সহায়তায় তৈরি করা হয়েছে। জুলাই ২০১৭ থেকে চালু সিস্টেমটিতে মামলা সংক্রান্ত সকল প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন- আইনজীবী, বাদী-বিবাদী, সাক্ষী, আদালত, মামলার খরচ প্রভৃতি তথ্য এই সিস্টেমে সংরক্ষণ করা যায়। সংস্থাসমূহ তাদের মামলাগুলোর পরবর্তী গুণানির তারিখ এবং মামলার পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়মিতভাবে এই সিস্টেমে হালনাগাদ করতে পারে। ফলে মামলা সংক্রান্ত বিভিন্ন রিপোর্ট সিস্টেম থেকে তৈরি করা যায়। বিদ্যুৎ বিভাগ সকল সংস্থার মামলাসমূহ এ সিস্টেম থেকে পরিবীক্ষণ করতে পারে।

(৯) SAIFI/SAIDI: বর্তমানে বিদ্যুতের রিলাইবিলিটি পরিমাপক SAIFI/SAIDI নির্ণয় হাতে লিপিবদ্ধ করে রেজিস্টারের গণনা করা হয়। তবে ইতোমধ্যে ওজোপাডিকো শতভাগ SAIFI/SAIDI পরিমাপক অটোমেশন কাজ সম্পন্ন করেছে এবং ডিপিডিসি ও ডেসকো অটোমেশন প্রায় সম্পন্ন করে এনেছে এবং অন্যান্য বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের SAIFI/SAIDI অটোমেশন কার্যক্রম চলমান আছে।

((১০) **SCADA:** বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের উপর স্থাপিত দেশব্যাপী বিস্তৃত অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করে দেশের অন্যতম বৃহত্তম অত্যাধুনিক ডিজিটাল কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে, যা সকল বিদ্যুৎ স্থাপনাগুলোকে এনএলডিসি SCADA System এ সংযুক্ত করেছে। দেশের সার্বিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সুষ্ঠু, শাস্ত্রীয় ও নিরাপদভাবে পরিচালনায় পিজিসিবি ও এর অধীন এনএলডিসি নিরলসভাবে কাজ করেছে। এছাড়া বিদ্যুৎ খাতের কয়েকটি বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিতে SCADA System চালু আছে এবং অন্যান্য বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহে SCADA System চালুর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(১১) **পেপারলেস অফিস রূপান্তরে কর্মপরিকল্পনা:** বিদ্যুৎ খাতের অফিসসমূহ পেপারলেস করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভায় নিয়মিত পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে। পেপারলেস অফিসে রূপান্তরের লক্ষ্যে একটি 'পেপারলেস অফিস নির্দেশিকা' প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

(১২) **সাইবার সিকিউরিটি সংক্রান্ত কার্যক্রম:** বিদ্যুৎ খাতের সাইবার নিরাপত্তার লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণের জন্য মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়-কে আহবায়ক করে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও উপদেষ্টা কমিটিকে সহায়তা করার নিমিত্ত বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি সাইবার নিরাপত্তার করণীয় নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের BGD e-gov CIRT এর সাথে বিভিন্ন সময় সভা এবং তাদের দপ্তর পরিদর্শন করেছে। সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

১৩) **৪র্থ শিল্প বিপ্লব (4th IR):** ৪র্থ শিল্প বিপ্লব বিদ্যুৎ খাতে ব্যাপক পরিবর্তন আনবে। বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহ ৪র্থ শিল্প বিপ্লব কার্যক্রমের ওপর সভা/কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজন শুরু করেছে। ৪র্থ শিল্প বিপ্লব এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতের ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয় হবে।

১৪) **ফ্রি গর্তনের মোড অব অপারেশন (FGMO) ও অটোমেটেড জেনারেশন কন্ট্রোল (AGC):** পাওয়ার সিস্টেমের স্ট্যাবিলিটির জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা বাঞ্ছনীয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্যের ব্যাঘাত ঘটলে পাওয়ার সিস্টেমের স্ট্যাবিলিটি ব্যাহত হয়। ফলে সিস্টেম ফ্রিকোয়েন্সির স্বাভাবিক মান হতে ভারতম্য ঘটে। এতে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় বিদ্যুতের মান হ্রাস পায়। অন্যদিকে খ্রিডে বৃহৎ পরিসরে নবায়নযোগ্য জ্বালানি যেমন- পানি, বায়ু, সৌর বিদ্যুৎ ইত্যাদি সংযুক্ত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ পরিবেশ বান্ধব হলেও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অভাবে তা খ্রিডে বিদ্যুতের স্ট্যাবিলিটি নিয়ন্ত্রণে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এ দুটি ক্ষেত্র বিবেচনা ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে স্বয়ংক্রিয় করার জন্য স্মার্ট গ্রিড ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন করা হয়। বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়করণের জন্য উৎপাদন প্রান্তের বিদ্যুৎ ইউনিটসমূহের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। স্মার্ট গ্রিড ব্যবস্থাপনা বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের মধ্যে সমন্বয় করার জন্য ফ্রি গর্তনের মোড অব অপারেশন (FGMO) এবং অটোমেটিক জেনারেশন কন্ট্রোল (AGC)-কে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

উন্নত বিদ্যুৎ সিস্টেমের অন্যতম প্রধান নির্ণায়ক Stable সিস্টেম ফ্রিকোয়েন্সি। আমাদের বিদ্যুৎ খাতে বিগত সময়ে এই ফ্রিকোয়েন্সির ভ্যারিয়েশন ছিল $50 \pm 1.2 \text{ Hz}$ । ভিশন ২০৪১ এর আওতায় সরকার পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণের সাথে সাথে সিস্টেম ফ্রিকোয়েন্সিও উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত হয়। কারণ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র জাতীয় খ্রিডে সংযুক্তির জন্য stable সিস্টেম ফ্রিকোয়েন্সির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

'বাংলাদেশ পাওয়ার সিস্টেম রিলায়েবিলিটি এন্ড এফিশিয়েন্সি ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় NLDC এর SCADA/EMS System এর সাথে বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের সংযোগ এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে উভয় সিস্টেমের AGC চালু করা হবে। ফলে Automatic Frequency Control সম্ভব হবে। বর্ধিত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের পাওয়ার সিস্টেমের ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস-বৃদ্ধি $50 \pm 0.05 \text{ Hz}$ এর মধ্যে আনা সম্ভব হবে।

(১৫) অপটিক্যাল গ্রাউন্ড ওয়্যার (OPGW): 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' শীর্ষক সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নে পিজিসিবি'র সঞ্চালন নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত Optical Ground Wire (OPGW) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশব্যাপী সুষ্ঠু বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও সরবরাহের নিমিত্ত বিভিন্ন গ্রিড উপকেন্দ্র এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সাথে National Load Dispatch Center (NLDC) এর Data Transfer এবং সার্বক্ষণিক যোগাযোগের পাশাপাশি পিজিসিবি'র নিজস্ব Communication System এর জন্য OPGW ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বজ্রপাত থেকে সঞ্চালন লাইনের সুরক্ষার জন্য গ্রাউন্ড ওয়্যার এর মধ্যে অপটিক্যাল ফাইবার (OPGW) স্থাপন প্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। পিজিসিবি ১৯৯৬ সালে সর্বপ্রথম সঞ্চালন লাইনের ওপরে Ground Wire এর পরিবর্তে OPGW পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার শুরু করে এবং বর্তমানে প্রায় সকল সঞ্চালন লাইনেই OPGW ব্যবহৃত হচ্ছে।

জুন ২০০৭ সাল পর্যন্ত পিজিসিবি'র সঞ্চালন লাইনে স্থাপিত OPGW এর মোট দৈর্ঘ্য ছিল ২,২০০ কি.মি. যা বর্তমানে প্রায় ৭,২০০ কি. মি. এর অধিক। এতে দেশের ৬০টি জেলা এবং প্রায় ২০০ উপজেলা পিজিসিবি'র অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের আওতায় চলে এসেছে। সমগ্র বাংলাদেশে এই OPGW নেটওয়ার্ককে একটি শক্তিশালী টেলিকম ট্রান্সমিশন Backbone হিসেবে ব্যবহার করে দেশের চলমান তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লবকে অতীতের তুলনায় আরও বেগবান করা হয়েছে যার ফলশ্রুতিতে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারা আরও শক্তিশালী হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় পিজিসিবি শুধুমাত্র নিজস্ব যোগাযোগ ও সঞ্চালন লাইনের নিরাপত্তার জন্য সীমাবদ্ধ না রেখে OPGW নেটওয়ার্ককে সারাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার শুরু করেছে। ২০০৬ সালে জাতীয় যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে গ্রামীণফোন লি. এর নিকট ঢাকা-চট্টগ্রাম অংশে ২৪৬ কি.মি. ডার্ক অপটিক্যাল ফাইবার লিজ প্রদানের মাধ্যমে পিজিসিবি'র ফাইবার লিজ কার্যক্রমের বাণিজ্যিক যাত্রা করা শুরু হয়। পরবর্তীতে দেশের অন্যান্য মোবাইল অপারেটরসমূহ NTTN সমূহ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে দেশব্যাপী সর্বমোট প্রায় ১৭,২২৩ কি.মি. ডার্ক অপটিক্যাল ফাইবার লিজ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে দেশের উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে CSR হিসেবে UGC-কে যৎসামান্য মূল্যে প্রায় ৩,২৮৪ কি.মি. অপটিক্যাল ফাইবার লিজ প্রদান করা হয় এবং সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' রূপকল্প বাস্তবায়নে DNCC এর নির্ধারিত হ্রাসকৃত মূল্য অনুযায়ী দেশের সকল মানুষকে ডিজিটাল সার্ভিসের আওতায় আনার লক্ষ্যে ফাইবার@হোম লি. এবং সামিট কমিউনিকেশন লি.-কে দেশব্যাপী প্রায় ৩,৬০০ কি.মি. অপটিক্যাল ফাইবার লিজ প্রদান করা হয়েছে।

পিজিসিবি ২০১৪ সালে বিটিআরসি'র নিকট থেকে NTTN লাইসেন্স পাওয়ায় দেশব্যাপী বাণিজ্যিকভাবে টেলিকমিউনিকেশন ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গত ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে ওপিজিডব্লিউ দপ্তর গঠিত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় পিজিসিবি'র Resources, Infrastructure এবং অন্যান্য সুবিধাদি ব্যবহার করে NTTN License দ্বারা Telecom Sector G Bandwidth Transmission এর লক্ষ্যে High Capacity Telecom Equipment স্থাপনের নিমিত্ত প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ফলশ্রুতিতে দেশব্যাপী পিজিসিবি'র সকল গ্রিড উপকেন্দ্রসমূহে সার্ভে কাজ সম্পন্নসহ IIG ও ISP অপারেটরদের নিকট থেকে Transmission Bandwidth এর চাহিদা গ্রহণ করা হয়। উক্ত চাহিদাসমূহের আলোকে Business Viability যাচাই ও বাছাইপূর্বক কুম্বাকাটা-বেনাপোল-ভেড়ামারা-ঢাকা রুটে গৃহীত পাইলট প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাজ চলমান রয়েছে যা বাস্তবায়িত হলে বিভিন্ন টেলিকম অপারেটর, IIG ও ISP অপারেটরদের নিকট উচ্চগতি সম্পন্ন ডাটা নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচলিত বাজার মূল্য অপেক্ষা হ্রাসকৃত মূল্যে সরবরাহ করা সম্ভব হবে। উক্ত লিজ প্রদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সুলভ মূল্যে ব্যান্ডউইথ ট্রান্সমিশন সরবরাহ শুরু করা হলে পিজিসিবি'র আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে এবং এতে করে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সমগ্র দেশে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হবে। ২০১৭ সালে ওপিজিডব্লিউ দপ্তর গঠনের পর থেকে উক্ত দপ্তরের আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রায় ৪৩% আয় বৃদ্ধি পায়। সর্বোপরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'ডিজিটাল ও স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণের স্বপ্নযাত্রায় পিজিসিবি'র OPGW এর ভূমিকা অপরিহার্য।

এছাড়াও বিদ্যুৎ খাতে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক বিভিন্ন উদ্যোগ যেমন হ্যাকাথন, আইডিয়া প্রতিযোগিতা, নিয়োগ, লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মানবসম্পদ
উন্নয়ন



বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সম্ভালন ও বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিদ্যুৎ খাতে কর্মরত সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ ও বিদ্যুৎ খাতের সকল সংস্থায় লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক প্রশিক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় বৈদ্যুতিক কর্মপেশায় দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্ণনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে 'বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট' বা বিপিএমআই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগ ও বিদ্যুৎ খাতের সংস্থা/কোম্পানিসমূহে দেশের অভ্যন্তরে (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত) মোট ৮২১টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ৩,০৪৭ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ বিবরণী:

সংস্থার নাম	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
বিদ্যুৎ বিভাগ	৩০	১৭৫
শ্রেডা	০৯	১৭
বাপবিবো	৪৫	৩১৪
বারিউবো	৪৭	১৪১
প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর	৪৮	৩৩
নওপাজেকো	৫৩	১৬০
ইজিসিবি	৬১	১৩০
এপিএসসিএল	৩১	৪০
সিপিজিসিবিএল	২৪	৩৭
আরপিএসিএল	৬২	১৫২
বি-আর পাওয়ারজেন	৪১	৪২
পিজিসিবি	২০১	১০৮০
ডেসকো	৬২	২৬৭
ডিপিডিসি	২৩	১১৪
ওজোপাডিকো	৩২	৬৪
নেসকো	৫২	২৮১
মোট	৮২১	৩০৪৭

দেশে বিদ্যুৎ খাতে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিপিএমআই)। প্রতিষ্ঠানটি ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩৯টি প্রশিক্ষণ কোর্স এবং ২টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন করে। এসব কর্মসূচিতে বিদ্যুৎ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেছেন।

সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের ৪,৭৬২ জন অংশগ্রহণকারী। দেশের অভ্যন্তরে ২৮৫টি সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেছেন। অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় সংস্থাওয়ারী উপস্থাপন করা হয়েছে।

সংস্থার নাম	দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
বিদ্যুৎ বিভাগ	৫	২৭৬
বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল	৮	৫০০
শ্রেডা	৮	৯৫৫
বাপবিবো	১৭	৩১
বাবিউবো	৪১	৪৮৯
প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর	৩	৬৪
পাওয়ার সেল	৮	৪৫০
নওপাজেকো	১২	৩৭
ইজিসিবি	১৯	১৩৪
এপিএসসিএল	০৯	২১
সিপিজিসিবিএল	১৬	৩০
আরপিসিএল	৪৯	১২৫
বি-আর পাওয়ারজেন	১১	৯৪
পিজিসিবি	৩৭	৫৪০
ডেসকো	২৪	৪৬
ডিপিডিসি	৮	৩৬০
ওজোপাডিকো	২	৬০
নেসকো	৮	৫৫০
মোট	২৮৫	৪৭৬২

বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ছাড়াও বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জ্ঞান ও দক্ষতার বৃদ্ধি ঘটে এবং দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে।

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা: বিদ্যুৎ বিভাগ-১২ জন, বাবিউবো-১০৭ জন, বাপবিবো-৪২ জন, প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর-২ জন, ডেসকো-৫৬ জন, এপিএসসিএল-৪৩ জন, সিপিজিসিবিএল-৪০, ইজিসিবি-১৫ জন, পিজিসিবি-৪৪ জন, নওপাজেকো-০৩ জন, পাওয়ার সেল-০৩ জন, বি-আর পাওয়ারজেন-১ জন = মোট ৩৬৮ জন।

প্রশিক্ষণ অবকাঠামো উন্নয়ন

বিদ্যুৎ খাতের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি ইউটিলিটিসমূহ প্রশিক্ষণের ভৌত সুবিধা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বর্তমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও একাডেমির আধুনিকায়নের পাশাপাশি কক্সবাজারে নতুন প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করেছে। অন্যদিকে ডিপিডিসির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য SCADA ভবনের ৪র্থ তলায় নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডও বৃহত্তর পরিসরে কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রযুক্তিগত আধুনিক সুবিধা সমন্বিত ট্রেনিং একাডেমি ভবন নির্মাণ করেছে। পিএসডিপি প্রকল্পের অধীনে প্রকৌশলীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণদানের সুবিধার্থে ঘোড়াশাল প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে একটি সিমুলেটর স্থাপন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে গঠিত 'বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট' (বিপিএমআই) বর্তমানে পূর্বাচলে ডেসকো'র একটি সাব-স্টেশন ভবনে নিজস্ব কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দ্রুত নিজস্ব ক্যাম্পাসে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং বিপিএমআই একত্রে কাজ করছে। ভবিষ্যতে কেরাণীগঞ্জে নিজস্ব জমিতে ভবনাদি নির্মাণ করার পর সেখানে কার্যক্রম পরিচালিত হবে, যেখানে বিদ্যুৎ খাতে প্রশিক্ষণের আধুনিক সকল সুযোগ-সুবিধা গড়ে তোলা হবে।



বিদ্যুৎ বিভাগের ২য়-৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত লার্নিং সেশন। তারিখ: ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩



বিদ্যুৎ বিভাগের ১০-১৬ গ্রেডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ। তারিখ: ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

এডিপি বাস্তবায়ন



রহনপুর-বগুড়া ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) বাস্তবায়ন

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP)-তে বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানির আওতাভুক্ত ৭১টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২৮,৩১৯.৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৮,৪০০.৩০ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ১০০.২৮%। বিদ্যুৎ বিভাগের অর্থবছর ওয়ারী এডিপি বরাদ্দ ও বিবরণী নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	প্রকল্প সংখ্যা	এডিপি বরাদ্দ				ব্যয়			
		মোট	জিওবি	পিএ	স্ব-অর্থায়ন	মোট	জিওবি	পিএ	স্ব-অর্থায়ন
২০০৮-	৪৭	২৬৭৬.৫৭	১১৮৮.১৩	১৪৮৮.৪৪	০.০০	২২৯৮.৭৩	১০২২.৭৬	১২৭৫.৯৭	০.০০
২০০৯						(৮৬%)	(৮৬%)	(৮৬%)	
২০০৯-	৫১	২৬৪৪.২৬	১২২৭.০৮	১৪১৭.১৮	০.০০	২০২৪.৫৪	১১৪৩.২৩	৮৮১.৩১	০.০০
২০১০						(৭৭%)	(৯৩%)	(৬২%)	
২০১০-	৫৩	৫৯৮১.৮৮	৪৩১৭.৯০	১৬৬৩.৯৮	০.০০	৫৯১২.৮২	৪৩০৪.৫০	১৬০৮.৩২	০.০০
২০১১						(৯৮.৮৫%)	(৯৯.৬৯%)	(৯৬.৬৫%)	
২০১১-	৫৬	৭২০৮.১০	৪৭২৫.০০	২৪৮৩.১০	০.০০	৭১৭৯.৬৫	৪৬১০.৮৩	২৫৬৮.৮২	০.০০
২০১২						(৯৯.৬১%)	(৯৭.৫৮%)	(১০৩.৪৫%)	
২০১২-	৬১	৮৮০৩.০৪	৫৪০০.০০	৩৪০৩.০৪	০.০০	৮৮৬৮.০১	৫২৯৮.৩৪	৩৫৬৯.৬৭	০.০০
২০১৩						(১০১%)	(৯৮%)	(১০৫%)	
২০১৩-	৬৯	৭৯২৮.৪২	৪৭১৯.৩১	৩২০৯.১১	০.০০	৭৯১৬.৮৪	৪৬৩০.৮৭	৩২৮৫.৯৭	০.০০
২০১৪						(৯৯.৮৫%)	(৯৮.১৩%)	(১০২.৪%)	
২০১৪-	৭১	৮২৭৬.৮২	৪৬৮৩.৮১	৩৫৯৩.০১	০.০০	৮৩৩০.৮৬	৪৫৩৯.৪৬	৩৭৯১.৪০	০.০০
২০১৫						(১০০.৬৫%)	(৯৬.৯২%)	(১০৫.৫২%)	
২০১৫-	৭৭	১৫৪৭৬.২১	৭১৭৭.৫০	৮২৯৮.৭১	০.০০	১৫৫১৪.৭৩	৭০৮৩.৬৪	৮৪৩১.০৯	০.০০
২০১৬						(১০০.২৫%)	(৯৮.৬৯%)	(১০১.৬০)	
২০১৬-	৮৮	১৬২১৭.৮৩	৮৮৪৪.০৯	৭৩৭৩.৭৪	০.০০	১৬৭০১.৭১	৮৬৮৯.১৯	৮০১২.৫২	০.০০
২০১৭						(১০২.৯৮%)	(৯৮.২৫%)	(১০৮.৬৬%)	
২০১৭-	৯৬	২৪৯৪৭.৪৪	১১৭৩০.৬৮	১৩২১৬.৭৬	০.০০	২৫৮১১.১০	১১৭১৭.৪৬	১৪০৯৩.৬৪	০.০০
২০১৮						(১০৩.৪৬%)	(৯৯.৮৯%)	(১০৬.৬৩%)	
২০১৮-	১০৮	২৪৮৩৬.৪২	১৪৮২২.২৭	১০০১৪.১৫	০.০০	২৩১৪৫.১১	১৪৬৮৬.৩৭	৮৪৫৮.৭৪	০.০০
২০১৯						(৯৩.১৯%)	(৯৯.০৮%)	(৮৪.৪৭%)	
২০১৯-	৯৮	২৪৮২৬.৭৮	১৩৩২৮.৭১	১১৪৯৮.০৭	০.০০	২৩২৩৮.২১	১২৪৬১.৩৬	১০৭৭৬.৮৫	০.০০
২০২০						(৯৩.৬০%)	(৯৩.৪৯%)	(৯৩.৭৩%)	
২০২০-	৯২	২৩৭৬০.১৭	১০৮০০.১৮	১২৯৫৯.৯৯	০.০০	২২২৬৫.৪৯	৯৪৯৩.০৫	১২৭৭২.৪৪	০.০০
২০২১						(৯৩.৭১%)	(৮৭.৯০%)	(৯৮.৫৫%)	
২০২১-	৮০	২৫০৮৪.৯০	৯৪০৮.৫০	১৩৪১৮.৯১	২২৫৭.৪৯	২৫৫৬১.৩৯	৯৩৪০.২৯	১৪০৪২.৭৭	২১৭৮.৩৩
২০২২						(১০১.৯০%)	(৯৯.২৭%)	(১০৪.৬৫%)	(৯৬.৪৯%)
২০২২-	৭১	২৮৩১৯.৭২	৯৩৫৫.০৬	১৬৩০৬.৫৯	২৬৫৮.০৭	২৮৪০০.৩০	৮৮৫৬.৮৬	১৬৮৩২.৪৪	২৭১১.০০
২০২৩						(১০০.২৮%)	(৯৪.৬৭%)	(১০৩.২২%)	(১০১.৯৯%)

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অর্থবছরওয়ারী এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী

এডিপি বাস্তবায়ন চিত্র



বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অর্থবছরওয়ারী এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী



সৈয়দপুর ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র



ডিপিডিসি'র আওতাধীন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জিটুজি) এর আওতায় ঢাকার হাতিরপুলে নির্মাণাধীন টুইন টাওয়ারের 3D View



রংপুর বিভাগ বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ও উপকেন্দ্র সম্প্রসারণ এবং পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বিতরণ লাইন

বিশেষ
কার্যক্রম



সরকারের দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যুৎ খাতে বিগত পনের বছরে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। গ্রাহক সেবার মানবৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিদ্যুৎ খাতে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

১. একক হট লাইন নম্বরে বিদ্যুৎ সেবা সহজীকরণ

বিদ্যুৎ বিভাগ 'সবার জন্য নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সেবা' প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিগত পনের বছরে বিদ্যুৎ খাতে অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা পাঁচ গুণের অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। তার সাথে সমন্বয় রেখে সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থারও অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। সরকার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক দেশের আপামর জনসাধারণের নিকট বিদ্যুৎ সেবা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নেও যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করার ফলে গ্রাহক সেবার মানও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদ্যুৎ খাতে গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নে ডিজিটাল ব্যবস্থার প্রচলন, ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার স্থাপন, গ্রি-পেইড মিটার স্থাপন, অনলাইন ও মোবাইলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল প্রদান, বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি ভিত্তিক কল সেন্টারের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ খাতে সমন্বিত ইআরপি বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যা আরও সমৃদ্ধ করার কাজ চলমান আছে। বিদ্যুৎ খাতে সমন্বিত ইআরপি সফলভাবে বাস্তবায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার ২০২২ সালে বিদ্যুৎ বিভাগকে ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কারে ভূষিত করেছে। বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তক বাস্তবায়িত 'একক হটলাইন নম্বরে বিদ্যুৎ সেবা' শীর্ষক সেবা সহজীকরণের মাধ্যমে গ্রাহকগণকে সেবা পৌঁছে দিতে সংকল্পবদ্ধ। সেক্ষেত্রে গৃহীত উদ্যোগের ফলে বিদ্যুৎ বিভাগের কেন্দ্রীয় হটলাইন নম্বর '১৬৯৯৯' এর মাধ্যমে গ্রাহকগণ সহজে সেবা নিতে পারবেন।

সেবা সহজীকরণের পূর্বাভাস

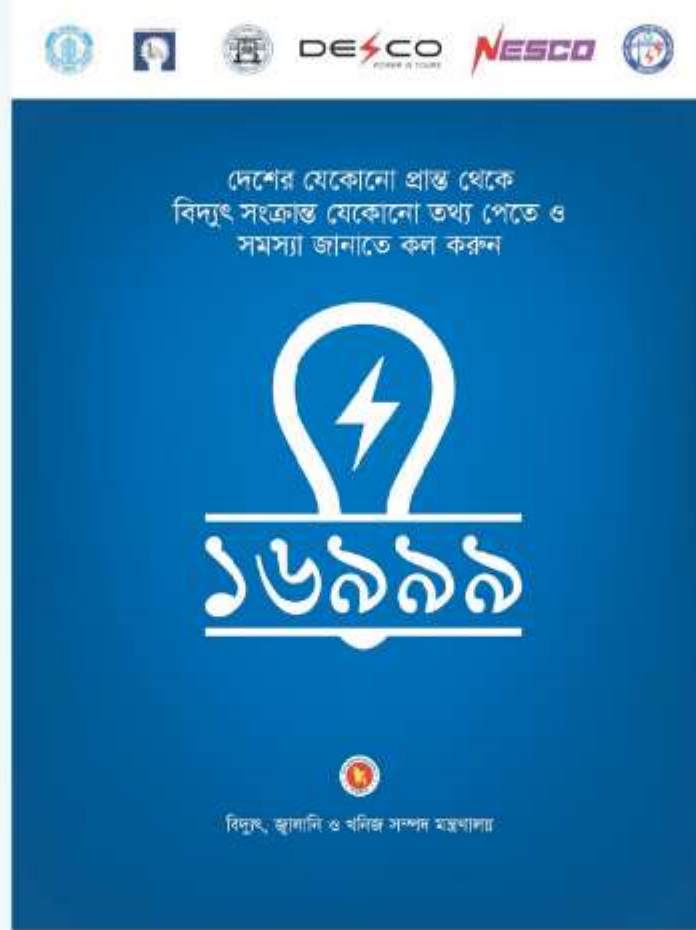
বর্তমানে দেশে বিদ্যুতের গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি ৫৩ লক্ষ। ৬ (ছয়)টি বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা/কোম্পানি-বিপিডিবি, বিআরইবি, ডিপিডিসি, ডেসকো, ওজোপাডিকো ও নেসকো বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা/কোম্পানিসমূহ স্ব স্ব বিতরণ এলাকায় অবস্থিত স্থানীয় মাঠ পর্যায়ের বিতরণ অফিসসমূহের মাধ্যমে সাধারণত বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করে আসছে। গ্রাহকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বশরীরে বা টেলিফোনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের বিদ্যুৎ বিতরণ অফিসসমূহে যোগাযোগের মাধ্যমে তার বিভিন্ন অভিযোগ প্রতিকার ও গ্রাহক সেবা পেতে হতো। সেক্ষেত্রে টেলিফোন/স্বশরীরে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ অফিসসমূহের সেবা পেতে গ্রাহককে ১০ (দশ) মিনিট হতে ৩ (তিন) দিন পর্যন্ত অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতে হতো। অনেক ক্ষেত্রে গ্রাহকের অফিসে যাতায়াত ও টেলিফোন কল বাবদ ১০০ (একশত) টাকা থেকে ২০০ (দুইশত) টাকা ব্যয় হতো এবং ক্ষেত্র বিশেষে ২ (দুই) থেকে ৩ (তিন) বার যাতায়াত করতে হতো। অনেক গ্রাহকের কাজিকত সেবা পেতে প্রয়োজনীয় টেলিফোন নম্বর বা অভিযোগ বিষয়ে কোন ধারণা না থাকার ফলেও বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। আবার দেখা যায় কোন গ্রাহক অভিযোগ করলে সেটা যথাযথভাবে রেকর্ডভুক্ত না হওয়ার ফলে পরবর্তীতে রেকর্ড ট্র্যাক করা বেশ দুর্ভাগ্য ও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়তো। বিদ্যুৎ খাতের জন্য কেন্দ্রীয় আধুনিক কোন কল সেন্টার বা সহজে মনে রাখার মতো একক হটলাইন নম্বর না থাকায় গ্রাহকগণ তাদের কাজিকত সেবা প্রাপ্তিতে ক্ষেত্র বিশেষে বিড়ম্বনার শিকার হতো।

সেবা সহজীকরণের পরবর্তী অবস্থা

'একক হট লাইন নম্বরে বিদ্যুৎ সেবা' শীর্ষক সেবা সহজীকরণের ফলে নাগরিকগণ কেন্দ্রীয় একটি হটলাইন নম্বর ১৬৯৯৯ এ ফোন করার মাধ্যমে আধুনিক কল সেন্টারের সহায়তায় বিদ্যুৎ সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগের প্রতিকার বা সেবা তাৎক্ষণিক বা স্বল্প সময়ে পেতে পারেন। বিদ্যুৎ খাতের ৬ (ছয়)টি বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা/কোম্পানির স্ব স্ব কল সেন্টারসমূহ কেন্দ্রীয় কল সেন্টারের সাথে সংযুক্ত থাকায় গ্রাহকগণ খুব অল্প সময়ে ও সহজভাবে বিদ্যুৎ খাত সংশ্লিষ্ট সকল সেবা গ্রহণে সমর্থ হবেন। ১৬৯৯৯ নম্বরে কল করলেই সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার কাজিকত ইউটিলিটিতে কল ট্রান্সফারের জন্য অপশন দিবে এবং কাজিকত নম্বর চাপলেই কল ট্রান্সফার করে দিবে। সেক্ষেত্রে কল সেন্টারের অপারেটরের মাধ্যমে গ্রাহক তাৎক্ষণিক সেবা পাবেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সমাধান পাবেন। তাৎক্ষণিকভাবে সমস্যা সমাধানের ফলে গ্রাহকের অফিসে যাতায়াত এবং সময় দুটিই কমবে। পূর্বে সেবা পেতে যেখানে গ্রাহককে ১০ মিনিট হতে ৩ দিন পর্যন্ত অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতে হতো এবং ক্ষেত্র বিশেষে ২ (দুই) থেকে ৩ (তিন) বার অফিসে যাতায়াত করতে হতো। সেখানে বর্তমানে সেবাটি সহজীকরণের ফলে গ্রাহক সেবা পেতে ৪ (চার) মিনিট হতে সর্বোচ্চ ২ (দুই) দিন সময়ের প্রয়োজন হবে এবং যাতায়াত সর্বোচ্চ ১ (এক) বার প্রয়োজন হবে।

ফলে সময় ও যাতায়াত দুটিই হ্রাস পাবে। উক্ত সেবাটি সহজীকরণের ফলে সিস্টেমে গ্রাহকের কল সংক্রান্ত তথ্য ডিজিটালি সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত থাকবে। ফলশ্রুতিতে কেন্দ্রীয়ভাবে অভিযোগ পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার ফলে সেবার মান তথা গ্রাহক সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিবেদনাবীন অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত কেন্দ্রীয় হটলাইন নম্বর চালু হওয়া একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে।



২০২২-২৩ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত সেবা সহজীকরণ কেন্দ্রীয় হটলাইন নম্বর

২. বিদ্যুৎ খাতে উদ্ভাবনী উদ্যোগ, শোকেসিং এবং সেবা সহজীকরণ ডিজিটলাইজেশন

উদ্ভাবনের মাধ্যমে সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশ, সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাফল্য এবং লব্ধ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। আয়োজন করা হয় নানা কর্মসূচির।

বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানির উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের উৎকর্ষ সাধন, ইনোভেশন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, উদ্ভাবকগণের অভিজ্ঞতা বিনিময়, স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান এবং রিপ্লিকেশনযোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে সামনে রেখে ২৭ জুন ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানির সমন্বয়ে ইনোভেশন শোকেসিং প্রতিযোগিতা/কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ২৯টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয়। ইনোভেশন শোকেসিং প্রতিযোগিতা/কর্মশালাটি অনলাইনে আয়োজন করায়

২৯টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ একসাথে প্রদর্শন করতে কিছুটা কারিগরি জটিলতার আশংকার কারণে ১৬টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ নিয়ে শোকেসিং প্রতিযোগিতা/কর্মশালায় আয়োজন করা হয়।

২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়ন করা হয় ২৫টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং ১৭টি সেবা সহজীকরণ ডিজিটাইজেশন। এই সব উদ্যোগ এই অংশে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে ইনোভেশন শোকেসিং প্রতিযোগিতা/কর্মশালায় প্রদর্শিত বিদ্যুৎ বিভাগ এবং দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানির উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের তালিকা:

ক্রমিক	দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানি	উদ্ভাবনী উদ্যোগ
০১	বিদ্যুৎ বিভাগ	Online monitoring system for employee presence in office
০২	টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	শ্রেডা ডিজিটাল লাইব্রেরি
০৩	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	ওয়ানস্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে উচ্চচাপ গ্রাহকের বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান
০৪	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	দুর্বোগে আলোর গেরিলা
০৫	ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ	গ্রাহকের Postpaid বিল পরিশোধ পদ্ধতির Automation এবং পরিবেশ বান্ধবকরণ।
০৬	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ	সরু ও অতিজনাকীর্ণ এলাকায় সিঙ্গেল পোল ট্রান্সফরমার স্থাপনের মাধ্যমে গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন
০৭	ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ	Low cost substation automation system (SAS) with SCADA
০৮	নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ	NESCO Knowledge Bank স্থাপনের মাধ্যমে গ্রাহকগণের সেবাদানের ক্ষেত্র বিস্তৃতকরণ, বিভ্রান্তি দূরীকরণ এবং কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকরণ
০৯	আওগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ	How to Ease Vehicle Maintenance & Service System
১০	ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ	Digitalize the Event Log (Shift Diary) Management in Shift
১১	নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ	RMS inlet pressure কন্ট্রোল রুমের DCS থেকে পর্যবেক্ষণ করার ব্যবস্থাকরণ।
১২	রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ	স্বচ্ছ ফাইবার টিন ব্যবহার করি, বিদ্যুৎ সাশ্রয় করি
১৩	বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ	Maintenance cost optimization of power plant equipment's by using Thermal Image Camera
১৪	পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ	Smart Metering System of Grid Substation (Piloting)
১৫	প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর	Inspection Management System (IMS)
১৬	কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)	সিপিজিসিবিএল এর অনলাইন ড্রাইভ

উক্ত ইনোভেশন শোকেসিং প্রতিযোগিতা/কর্মশালায় ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি) ১ম স্থান, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো) ২য় স্থান এবং প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর ৩য় স্থান অধিকার করে।

২০২১-২২ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের তালিকা নিম্নের সারণিতে উপস্থাপন করা হলো:

ক্রমিক	দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানি	সেবা ডিজিটাইজেশন	উদ্ভাবনী ধারণা	সেবা সহজিকরণ
০১	বিদ্যুৎ বিভাগ	সোলার এনার্জি (নেট মিটারিং) ক্যালকুলেটর ফর গ্রিন বাংলাদেশ	Power Sector Integrated Information and Management Platform	চিকিৎসা সংক্রান্ত বহিঃবাংলাদেশ ছুটির অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজিকরণ
০২	টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শেডা)	নবায়নযোগ্য জ্বালানি হেল্প ডেস্ক সেবাকে ডিজিটলাইজকরণ	Real-time Clock (RTC) based Centralized Solar Street light/LED street light controller	সোলার হেল্প ডেস্ক স্থাপন
০৩	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো)	মোবাইল Apps এর মাধ্যমে বাবিউবোর পোস্টপেইড বিদ্যুৎ বিলের তথ্য প্রাপ্তি	পোস্টপেইড বিলিং সফটওয়্যারে কিউ আর কোড প্রবর্তন	কল সেন্টারের মাধ্যমে গ্রাহক অভিযোগ গ্রহণ এবং তা সমাধানের অবস্থা গ্রাহককে অবহিতকরণ
০৪	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো)	Information Collection System	Digital Phonebook	-
০৫	প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর	বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র সরঞ্জামাদি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের অনুমোদনের ওয়েব বেইজড সিস্টেম	বিদ্যুৎ বন্ধ মোবাইল অ্যাপস	সুপারভাইজার কম্পিউট্রি সার্টিফিকেট নবায়নের ধাপ হ্রাসকরণ
০৬	নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি. (নওপাজেকো)	NWPGCL Contributory Provident Fund (CPF) Management System	রিভার্স অসমোসিস প্র্যান্টের Inlet Water Flow Automatic Control. বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Water Treatment Plant এর পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে ডু-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস নিশ্চিত করা Developing in-house Testing Facility for Trip Solenoid Valve. ক্লাউড ভিত্তিক কেন্দ্রীয় সফটওয়্যারের মাধ্যমে Maintenance কার্যাবলির সমন্বয় সাধন এবং তথ্য ভাণ্ডার সমৃদ্ধিকরণ	এনওসি প্রদান সেবা দ্রুতকরণ

ক্রমিক	দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানি	সেবা ডিজিটাইজেশন	উদ্ভাবনী ধারণা	সেবা সহজিকরণ
০৭	আগুগল পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লি. (এপিএসসিএল)	ওয়ার্কশপ বিভাগ কর্তৃক প্লান্ট, অফিস এবং আবাসিক এলাকায় বিভিন্ন যান্ত্রিক সংরক্ষণ সেবা ডিজিটাইজেশনকরণ	Face Recognition Based Smart Attendance System with Temperature Monitoring.	Request Requisition প্রক্রিয়া সহজীকরণ
০৮	ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি. (ইজিসিবি)	Smart Equipment Location Identification apps.	সিঙ্গিগঞ্জ ২×১২০ মে.ও. পিপিপিতে স্থাপিত Isolated Phase Bus (IPB) এর Compressor Modification করণ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Diverter Damper System modification এর মাধ্যমে Steam Turbine এর দীর্ঘ সময়ের Outage রহিতকরণ Gas Booster Compressor (GBC) এর Operation এবং Control	ওভারটাইম বিল দাখিল সহজিকরণ
০৯	রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লি. (আরপিসিএল)	Document e-Archiving	গ্যাস টারবাইনের কম্প্রেসড এয়ার কে ইন্সট্রুমেন্ট এয়ার হিসাবে ব্যবহারকরণ রেডিয়েটর এর তাপমাত্রা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ	এইচএফও সেপারেটর এর বোউল খোলার জন্য সহায়ক টুলস নির্মাণ ইঞ্জিন সিলিন্ডার হেড ও লাইনারের সিলিং ফেস ল্যাপিং মেশিন তৈরিকরণ
১০	বি-আর পাওয়ারজেন লি.	স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক বার্তা প্রেরণ পদ্ধতি	সোলার ডে-টিউব লাইট স্থাপন	-
১১	কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লি. (সিপিজিসিবিএল)	কার্যসম্পাদন সনদ যাচাই প্রক্রিয়া ডিজিটাইজকরণ	সিপিজিসিবিএল এর জারিকৃত অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন আদেশ (যোগদান, চুক্তি নবায়ন, কমিটি গঠনের আদেশ, ছুটি, পদোন্নতি, অবসর প্রভৃতি) ক্যাটাগরিভিত্তিক সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও অনুসন্ধান কার্যক্রমের জন্য সফটওয়্যার বাস্তবায়ন	ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের ক্ষতিপূরণ প্রদানের পদ্ধতি সহজিকরণ

ক্রমিক	দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানি	সেবা ডিজিটাইজেশন	উদ্ভাবনী ধারণা	সেবা সহজীকরণ
১২	পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি. (পিজিসিবি)	জাতীয় গ্রিড উপকেন্দ্রসমূহের পরিচালন তথ্য ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশন	সাবস্টেশন ডিসি সিস্টেমের স্মার্ট মনিটরিং ও কন্ট্রোলিং স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে পাখি ভাড়িয়ে গ্রিড উপকেন্দ্রের বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনারোধ এবং যন্ত্রপাতিসমূহ সক্রিয় রাখার ব্যবস্থাপনা	এনএলডিসি কন্ট্রোল সেন্টারে জেনারেশন লগশিট অটোমেশন
১৩	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. (ডিপিডিসি)	মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে অন ডিমান্ড প্রিপেইড মিটারের তথ্য প্রদান	ড্রোন ব্যবহার করে ১৩২/৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের স্মার্ট সার্ভেইলেস এবং ধার্মাল প্রোফাইলিং এর মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা নিশ্চিতকরণ এজেন্টের মাধ্যমে অনলাইনে গ্রাহক সেবা প্রদান	নতুন সংযোগ প্রাপ্তিতে অনলাইনে ওয়্যারিং ইন্সপেকশন কার্যক্রম সম্পাদন
১৪	ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লি. (ডেসকো)	স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রাহকের ব্যাংক হিসাব হতে সরাসরি বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ	ডেসকো'র কল সেন্টার সার্ভিসে গ্রাহকদের Quick Respond Dispatch Management System অনলাইনের মাধ্যমে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন গ্রহণের পর তথ্য প্রযুক্তি পদ্ধতি ব্যবহার করে গ্রাহক সংযোগ প্রদান এবং পেপারলেস নতুন সংযোগ নথি বাস্তবায়ন। বকেয়া সংক্রান্ত তথ্য গ্রাহকগণকে SMS এর মাধ্যমে জানানো।	অনলাইনে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ সংক্রান্ত সার্টিফিকেট প্রদান
১৫	ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. (ওজোপাডিকো)	কাস্টমার সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CSMS)	Online Status Monitoring of Distribution Transformer	অনলাইনে এইচটি/এমটি গ্রাহকের সংযোগ প্রদান
১৬	নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লি. (নেসকো)	নেসকো গ্রাহক সেবা পোর্টালের মাধ্যমে গ্রাহক সেবাসমূহ একীভূতকরণ	নিরাপদ বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে স্মার্ট প্রিপেইড মিটারের সফটওয়্যার কাস্টমাইজেশন ও স্বল্প মাত্রায় হার্ডওয়ার স্পেসিফিকেশন পরিবর্তন	অনলাইনের মাধ্যমে আরসি/ডিসির বিল গ্রহণ সহজীকরণ।

৩. শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ “ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” বাস্তবায়ন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকারভুক্ত উদ্ভাবনী উদ্যোগ “ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে মুজিববর্ষে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। দেশব্যাপী শতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২১ মার্চ ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে পটুয়াখালীর পায়রা থেকে দেশব্যাপী শতভাগ বিদ্যুতায়নের ঘোষণা প্রদান করেন।

৪. অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভা ও সুপারিশ

বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য সুপারিশ প্রদান প্রথা চালু রয়েছে। বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন পরিকল্পনা, বিশেষ করে ভবিষ্যত নীতিমালা প্রণয়নে সুপারিশমালা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। মাসিক অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় সমস্যা সমাধানের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে। অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় উপস্থাপিত পরামর্শ গ্রহণের ফলে বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রমে যথেষ্ট গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে।



বিদ্যুৎ বিভাগের মাসিক অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভা। তারিখ: ২৫ অক্টোবর ২০২২

৫. মাঠ পরিদর্শন

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানির কার্যক্রম তদারকি এবং পর্যবেক্ষণ করার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের সকল কর্মকর্তা এবং এর আওতাধীন সকল সংস্থা প্রধান মাঠ পর্যায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ এবং সঞ্চালন ইউনিটসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করে থাকেন। পরিদর্শনের ক্ষেত্রে অফিস ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণী, প্রিন্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে গৃহীত ব্যবস্থা, মালামাল ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, সিস্টেম লস হ্রাসে গৃহীত পদক্ষেপ এবং সর্বোপরি গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বিবেচনায় নেওয়া হয়। এছাড়া বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও দক্ষ ব্যবহারে সংস্থাসমূহ কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে সরেজমিনে তথ্য নেওয়া হয়। পরিদর্শনকালে ও পরিদর্শন প্রতিবেদনে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানে সুপারিশ প্রদান করা হয়, যা নিয়মিত মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করা হয়। এ সুপারিশমালা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানির কাজের তৎপরতা, দক্ষতা, মানোন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনে মাঠ পরিদর্শন একটি কার্যকর পদক্ষেপ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক মোট ২৬৩টি পরিদর্শন করা হয়েছে।

৬. অফ-গ্রিড এলাকাসমূহে বিদ্যুতায়নে গৃহীত কার্যক্রম

বিদ্যুৎ বিভাগ অফ-গ্রিড এলাকাসমূহে বিদ্যুতায়নের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসব উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে সাব-মেরিন ক্যাবল স্থাপন, সোলার হোম সিস্টেম সরবরাহ ইত্যাদি। হাতিয়া, কতুবদিয়া, নিব্বুম দ্বীপ, রাঙ্গাবালি ও চর সোনারামপুরসহ অন্যান্য অফ-গ্রিড এলাকায় ইতোমধ্যে বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে।

৭. দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানির সমন্বয়ে মাসিক সমন্বয় সভা

বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যৎ নীতিমালা প্রণয়নে সুপারিশমালা কার্যকর করতে বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, মতামত এবং গৃহীত পরিকল্পনা/সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে প্রতিমাসে বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চলমান ও ভবিষ্যতে বাস্তবায়নযোগ্য/পরিকল্পনাধীন বিষয়ের ওপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে পরবর্তী করণীয় বিষয়ে নির্দেশনা/সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এসব কার্যক্রমের ফলে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের কার্যক্রমে আসে গতিশীলতা। সমাধান হয় বহুবিধ সমস্যা।



দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানির সমন্বয়ে বিদ্যুৎ বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভা। তারিখ: ২৩ জানুয়ারি ২০২৩

৮. গণশুনানী

বর্তমানে উন্নত গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাতের দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহে গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রতিমাসে বিদ্যুৎ খাতের সকল দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানির সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় এ বিষয়ে কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে উৎসাহ প্রদানের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়। গণশুনানীতে গ্রাহকগণের বিদ্যুৎ বিষয়ক সমস্যা যেমন, নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানে বিলম্ব, ওভার বিলিং, বকেয়া, লোড-ভোল্টেজ, অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ, মিটার পরিবর্তন ইত্যাদি সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা সমাধানের তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এতে যেমন জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় তেমনি গ্রাহক সেবার মানও বৃদ্ধি পায়। বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৩,৯৭৯টি গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৯. কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

অত্যাবশ্যকীয় সেবা হিসেবে বিদ্যুতের গুরুত্ব অপরিসীম। বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে কোভিডের খুব বেশি প্রকোপ না থাকলেও বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় এবং সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখা হয়। বিদ্যুৎ কর্মীগণ স্বাস্থ্য সতর্কতা অবলম্বন করে নিরলসভাবে কাজ করেছেন এবং জনগণকে বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করেছেন।

১০. জাতীয় দিবস উদযাপন

বিদ্যুৎ বিভাগ সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে জাতীয় দিবসসমূহ যথাযথভাবে উদযাপন করে থাকে। এই সব দিবসের মধ্যে রয়েছে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, জাতির পিতার জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস, স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এঁর জন্মবার্ষিকী, জাতীয় শোক দিবস, বিজয় দিবস, বাংলা নববর্ষ ইত্যাদি।



বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর জন্মবার্ষিকীতে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন এর নেতৃত্বে বিদ্যুৎ বিভাগের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা। তারিখ: ৮ আগস্ট ২০২২

বিদ্যুৎ খাতের চ্যালেঞ্জ



বিদ্যুৎ খাতের চ্যালেঞ্জ

সবার জন্য যৌক্তিক ও সহনীয় মূল্যে নির্ভরযোগ্য ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদানে বিদ্যুৎ বিভাগ অঙ্গীকারবদ্ধ। বর্তমানে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন সক্ষমতা বেশি থাকা সত্ত্বেও গ্যাসের অপরিাপ্ত সরবরাহ, আমদানিকৃত জ্বালানির আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যের উঠানামা, সম্বলন ও বিতরণ ব্যবস্থার এলাকাভিত্তিক সীমাবদ্ধতার কারণে গুণগত মানের বিদ্যুৎ সেবা প্রদানে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। সার্বিকভাবে বিদ্যুৎ বিভাগের উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

- বিদ্যুৎ উৎপাদনে চাহিদা অনুযায়ী প্রাথমিক জ্বালানির প্রাপ্যতা/সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং আমদানিকৃত জ্বালানির আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যের উঠানামা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বিদ্যুৎ উৎপাদন ও চাহিদার সাথে সমন্বয় রেখে সম্বলন ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে মানসম্মত নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা নিশ্চিত করা;
- বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ ও বিক্রয় মূল্যের সাথে সমন্বয়পূর্বক বিদ্যুৎ খাতের ভর্তুকি হ্রাস;
- বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের লোকসান ব্যবস্থাপনা করে বিদ্যুৎ বিতরণ স্বাভাবিক রাখা;
- ২০৩০ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৪০,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালে ৬০,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা;



বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা

- আমদানি নির্ভর জ্বীবাশ্ম জ্বালানি সরবরাহের অপ্রতুলতা ও আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যের উঠানামা এবং বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা;
- ফসিল ফ্যুয়েল থেকে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে ট্রানজিসন;
- ২০৩০ সালের মধ্যে ২০% জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন;
- স্বত্ব বৈচিত্র্যের সাথে তাল মিলিয়ে পিক, অফ-পিক চাহিদা ও উৎপাদনে ভারসাম্য রক্ষা করা;
- দ্বিপাক্ষিক, উপ-আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতার আওতায় আন্তঃদেশীয় বিদ্যুৎ বাণিজ্য (Cross Border Electricity Trade) বৃদ্ধি করা; এবং
- বিদ্যুৎ খাতে বাড়তি বিনিয়োগ আকর্ষণ।



বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহের তালিকা



শাহাজীবাজার ৩৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র

ক. চালুকৃত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ (জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	মালিকানা	চালুর তারিখ
০১.	হবিগঞ্জ এসআইপিপি	১১	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	১০ জানুয়ারি ২০০৯
০২.	শাহজিবাজার রেন্টাল (১৫ বছর মেয়াদি)	৮৬	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
০৩.	ফেনী এসআইপিপি	২২	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
০৪.	উল্লাপাড়া এসআইপিপি (সামিট)	১১	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	২ মার্চ ২০০৯
০৫.	কুমারগাঁও রেন্টাল (১৫ বছর মেয়াদি) (দেশ এনার্জি)	১০	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৫ মার্চ ২০০৯
০৬.	মহিপাল, ফেনী এসআইপিপি	১১	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	২২ এপ্রিল ২০০৯
০৭.	মাওনা, গাজীপুর এসআইপিপি (সামিট)	৩৩	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	১২ মে ২০০৯
০৮.	বাড়বকুও এসআইপিপি (রিজেন্ট)	২২	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৩ মে ২০০৯
০৯.	রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এসআইপিপি(সামিট)	৩৩	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	৯ জুন ২০০৯
১০.	জাঙ্গালিয়া, কুমিল্লা এসআইপিপি (সামিট)	৩৩	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৫ জুন ২০০৯
১১.	ভোলা রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ভেনচার)	৩৩	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১২ জুলাই ২০০৯
১২.	ফেঞ্চগঞ্জ রেন্টাল (১৫ বৎসর মেয়াদি) (বরকতুল্লাহ)	৫১	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৮ অক্টোবর ২০০৯
১৩.	আওগঞ্জ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (খ্রিসিান এনার্জি)	৫৫	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	৭ এপ্রিল ২০১০
১৪.	শিকলবাহা রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এনার্জিস)	৫৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৬ মে ২০১০
১৫.	ঠাকুরগাঁও রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (আরজেড পাওয়ার)	৫০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	২ আগস্ট ২০১০
১৬.	খুলনা কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এগ্রিকো)	৫৫	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	১০ আগস্ট ২০১০
১৭.	ঘোড়াশাল কুইক রেন্টাল (এগ্রিকো)	৪৫ ১০০	ডিজেল ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো) বেসরকারি (বিউবো)	১০ আগস্ট ২০১০ ২৮ আগস্ট ২০১০
১৮.	শিকলবাহা ১৫০ মে.ও. পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৫০	গ্যাস	বিউবো	১৮ আগস্ট ২০১০
১৯.	সিদ্ধিরগঞ্জ ২x১২০মে.ও. (২য় ইউ.) বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০৫	গ্যাস	ইজিসিবি	১৪ অক্টোবর ২০১০
২০.	পাগলা ৫০ মে.ও. কুইক রেন্টাল (ডিপিএ)	৫০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	২৪ নভেম্বর ২০১০
২১.	ভেড়ামারা ১১০ মে.ও. রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (কোয়ান্টাম পাওয়ার)	১১০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	৩১ ডিসেম্বর ২০১০
২২.	সিদ্ধিরগঞ্জ ১০০ মে.ও. কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (দেশ এনার্জি)	১০০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১
২৩.	বি-বাড়িয়া ৭০ মে.ও. কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এগ্রিকো)	৭০	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	৬ মার্চ ২০১১
২৪.	মদনগঞ্জ ১০০ মে.ও. কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সামিট)	১০২	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১ এপ্রিল ২০১১

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	মালিকানা	চালুর তারিখ
২৫.	আশুগঞ্জ ৫০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫৩	গ্যাস	এপিএসসিএল	৩০ এপ্রিল ২০১১
২৬.	মেঘনাঘাট ১০০ মে.ও. কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (আইইএল)	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৮ মে ২০১১
২৭.	ঘোড়াশাল ৭৮ মে.ও. কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ম্যানগ্র পাওয়ার)	৭৮	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৭ মে ২০১১
২৮.	নোয়াপাড়া ৪০ মে.ও. কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (খানজাহান আলী)	৪০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৯ মে ২০১১
২৯.	আশুগঞ্জ ৮০ মে.ও. কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এথিকো)	৮০	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	৩১ মে ২০১১
৩০.	খুলনা ১১৫ মে.ও. কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (কেপিসিএল-২)	১১৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১ জুন ২০১১
৩১.	আশুগঞ্জ ৫৩ মে.ও. কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনাইটেড পাওয়ার)	৫৩	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২২ জুন ২০১১
৩২.	সিদ্ধিরগঞ্জ ১০০ মে.ও. কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ডাচ বাংলা)	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২১ জুলাই ২০১১
৩৩.	নোয়াপাড়া ১০৫ মে.ও. রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (কোয়ান্টাম পাওয়ার)	১০৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৬ আগস্ট ২০১১
৩৪.	বাঘাবাড়ী ৫০ মে.ও. পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫২	এইচএফও	বিউবো	২৯ আগস্ট ২০১১
৩৫.	ফেঞ্চুগঞ্জ ৯০ মে.ও. সিসিপিপি	১০৪	গ্যাস	বিউবো	২৬ অক্টোবর ২০১১
৩৬.	বেড়া ৭০ মে.ও. পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৭১	এইচএফও	বিউবো	২৮ অক্টোবর ২০১১
৩৭.	দাউদকান্দি ৫০ মে.ও. পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫২	এইচএফও	বিউবো	১৯ অক্টোবর ২০১১
৩৮.	ফরিদপুর ৫০ মে.ও. পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫৪	এইচএফও	বিউবো	৩ নভেম্বর ২০১১
৩৯.	গোপালগঞ্জ ১০০ মে.ও. পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০৯	এইচএফও	বিউবো	২০ নভেম্বর ২০১১
৪০.	বগুড়া ২০ মে.ও. রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এনার্জি প্রীমা)	২০	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৩ নভেম্বর ২০১১
৪১.	হাটহাজারী ১০০ মে.ও. পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৯৮	এইচএফও	বিউবো	২৩ ডিসেম্বর ২০১১
৪২.	সিদ্ধিরগঞ্জ ২x১২০ মে.ও. পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম ইউনিট)	১০৫	গ্যাস	ইজিসিবি	৩১ ডিসেম্বর ২০১১
৪৩.	সাংগু, দোহাজারী ১০০ মে.ও. পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০২	এইচএফও	বিউবো	৩১ ডিসেম্বর ২০১১
৪৪.	আমনুরা ৫০ মে.ও. কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সিনহা পাওয়ার)	৫০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৩ জানুয়ারি ২০১২
৪৫.	ফেঞ্চুগঞ্জ ৫০ মে.ও. রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এনার্জি প্রীমা)	৪৪	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২
৪৬.	চাঁদপুর ১৫০ মে.ও. সিসিপিপি	১৬৩	গ্যাস	বিউবো	৩ মার্চ ২০১২
৪৭.	জুলডা ১০০ মে.ও. কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (একর্প ইনফ্রা. সার্ভিস লি:)	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৬ মার্চ ২০১২
৪৮.	কেরাণীগঞ্জ ১০০ মে.ও. কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (পাওয়ার প্যাক)	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৭ মার্চ ২০১২
৪৯.	সিলেট ১৫০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৪২	গ্যাস	বিউবো	২৮ মার্চ ২০১২

বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০২২-২৩

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	মালিকানা	চালুর তারিখ
৫০.	কাটাখালী ৫০ মে.ও. কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (নর্দান পাওয়ার)	৫০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২২ মে ২০১২
৫১.	গাজীপুর ৫০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫২	গ্যাস/ এইচএফও	আরপিসিএল	৭ জুলাই ২০১২
৫২.	সিরাজগঞ্জ ১৫০ মে.ও. জিটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৫০	গ্যাস/ ডিজেল	এনডব্লিউপিজিসিএল	ডিসেম্বর ২০১২
৫৩.	সান্তাহার ৫০ মে.ও. পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫০	এইচএফও	বিউবো	৭ ডিসেম্বর ২০১২
৫৪.	কাটাখালী ৫০ মে.ও. পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫০	এইচএফও	বিউবো	১৭ ডিসেম্বর ২০১২
৫৫.	রাউজান ২৫ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র	২৫	গ্যাস/ এইচএফও	আরপিসিএল	৩ মে ২০১৩
৫৬.	খুলনা ১৫০ মে.ও. জিটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৫০	গ্যাস/ ডিজেল	এনডব্লিউপিজিসিএল	২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩
৫৭.	আওগঞ্জ ৫১ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (মিডল্যান্ড পাওয়ার কোম্পানি লি.)	৫১	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	৬ ডিসেম্বর ২০১৩
৫৮.	হরিপুর ৩৬০ মে.ও. কন্বাইন্ড সাইকেল	৪১২	গ্যাস	ইজিসিবি	৩১ ডিসেম্বর ২০১৩
৫৯.	শাজাহানউল্লাহ পাওয়ার কোম্পানি লি.	২৫	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	ডিসেম্বর ২০১৩
৬০.	নাটোর ৫০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (রাজ-লংকা পাওয়ার লি.)	৫২	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৪ জানুয়ারি ২০১৪
৬১.	বারাকা-পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ৫০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (বরকতউল্লাহ ডায়নামিক)	৫০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৩ মে ২০১৪
৬২.	মেঘনাঘাট-২ ৩৩৫ মে.ও. সিসিপিপি (জিটি ইউনিট) (সামিট পাওয়ার)	২০৩	গ্যাস/ ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	২৯ মে ২০১৪
৬৩.	গগনগর ১০২ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ডিজিটাল পাওয়ার এন্ড এসোসিয়েটস)	১০২	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৩ জুন ২০১৪
৬৪.	আপম্রোডেশন অব সিরাজগঞ্জ ১৫০ মে.ও. পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র টু ২২৫ মে.ও. কন্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৬৮	গ্যাস/ ডিজেল	এনডব্লিউপিজিসিএল	১৪ জুলাই ২০১৪
৬৫.	ঘোড়াশাল ১০৮ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (রিজেন্ট এনার্জি এন্ড পাওয়ার লি.)	১০৮	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৫ জুলাই ২০১৪
৬৬.	জাঙ্গালিয়া, কুমিল্লা ৫২ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (লাকখানবি বাংলা পাওয়ার লি.)	৫২	গ্যাস/ এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৮ ডিসেম্বর ২০১৪
৬৭.	পটিয়া, চট্টগ্রাম ১০৮ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ECPV Chittagong Ltd.)	১০৮	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৪ জানুয়ারি ২০১৫
৬৮.	কাঠপাট্টি, মুন্সিগঞ্জ ৫০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সিনহা পিপলস এনার্জি লি.)	৫১	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
৬৯.	আওগঞ্জ ২২৫ মে.ও. সিসিপিপি (জিটি ইউনিট)	১৪২	গ্যাস	এপিএসসিএল	২৭ এপ্রিল ২০১৫
৭০.	আওগঞ্জ ১৯৫ মে.ও. মডুলার বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনাইটেড পাওয়ার)	১৯৫	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	৮ মে ২০১৫
*	মেঘনাঘাট-২: ৩৩৫ মে.ও. সিসিপিপি (এসটি ইউনিট) (সামিট পাওয়ার)	১০২	গ্যাস/ ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	১ জুন ২০১৫

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	মালিকানা	চালুর তারিখ
৭১.	বিবিয়ানা-২: ৩৪১ মে.ও. সিসিপিপি (জিটি ইউনিট) (সামিট পাওয়ার ও জিইসি কনসোর্টিয়াম)	২২২	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	৬ জুন ২০১৫
৭২.	কড্ডা, গাজীপুর ১৫০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৪৯	গ্যাস/ এইচএফও	বি-আর পাওয়ার জেন	১৬ আগস্ট ২০১৫
৭৩.	ভোলা ২২৫ মে.ও. সিসিপিপি	১৯৪	গ্যাস	বিউবো	২ সেপ্টেম্বর ২০১৫
*	আতগঞ্জ ২২৫ মে.ও. সিসিপিপি (এসটি ইউনিট)	৭৫	গ্যাস	এপিএসসিএল	১০ ডিসেম্বর ২০১৫
*	বিবিয়ানা-২ ৩৪১ মে.ও. সিসিপিপি (এসটি ইউনিট) (সামিট পাওয়ার ও জিইসি কনসোর্টিয়াম)	১১৯	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৬ ডিসেম্বর ২০১৫
৭৪.	মদনগঞ্জ ৫৫ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: সামিট পাওয়ার	৫৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
৭৫.	বরিশাল ১১০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সামিট পাওয়ার)	১১০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৫ এপ্রিল ২০১৬
৭৬.	নবাবগঞ্জ ৫৫ মে.ও. পাওয়ার প্র্যান্ট (ঢাকা সাউদার্ন পাওয়ার লি.)	৫৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৭ জুন ২০১৬
৭৭.	আপগ্রেডেশন অব খুলনা ১৫০ মে.ও. পিকিং পাওয়ার প্র্যান্ট টু ২২৫ মে.ও. কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৭২	গ্যাস/ এইচএসডি	এনডব্লিউপিজিসিএল	২৮ জুন ২০১৬
৭৮.	আতগঞ্জ ৪৫০ মে.ও. সিসিপিপি (দক্ষিণ)	৩৬০	গ্যাস	এপিএসসিএল	২২ জুলাই ২০১৬
৭৯.	মানিকগঞ্জ ৫৫ মে.ও. পাওয়ার প্র্যান্ট (ঢাকা নর্দান পাওয়ার জেনারেশন লি.)	৫৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৭ আগস্ট ২০১৬
৮০.	শাহজীবাজার ৩৩০ মে.ও. সিসিপিপি	৩৩০	গ্যাস	বিউবো	জিটি: ২০ আগস্ট ১৬ এসটি: ২০ ডিসেম্বর ১৬
৮১.	জামালপুর ৯৫ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (পাওয়ার প্যাক মুতিয়ারা)	৯৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৯ নভেম্বর ২০১৬
৮২.	বসিলা, কেরাণীগঞ্জ ১০৮ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সিএলসি পাওয়ার ও এসোসিয়েট লি.)	১০৮	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭
৮৩.	ভেড়ামারা ৩৬০ মে.ও. সিসিপিপি (জিটি ইউনিট)	২৭৮	গ্যাস/ এইচএসডি	এনডব্লিউপিজিসিএল	৯ মে ২০১৭
৮৪.	আতগঞ্জ ৪৫০ মে.ও. সিসিপিপি (উত্তর)	৩৬০	গ্যাস	এপিএসসিএল	১১ জুন ২০১৭
৮৫.	কুশিয়ারা ১৬৩ মে.ও. সিসিপিপি (জিটি ইউনিট) (কুশিয়ারা পাওয়ার কোম্পানি লি.)	১০৯	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৫ জুলাই ২০১৭
৮৬.	সরিষাবাড়ি ৩ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৩	সৌর	বেসরকারি (বিউবো)	৩ আগস্ট ২০১৭
৮৭.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ ১০০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০৪	এইচএফও	বিউবো	১২ আগস্ট ২০১৭
৮৮.	শিকলবাহা ২২৫ মে.ও. সিসিপিপি (ডুয়েল ফুয়েল)	২২৫	গ্যাস/ এইচএসডি	বিউবো	৮ নভেম্বর ২০১৭
*	ভেড়ামারা ৩৬০ মে.ও. সিসিপিপি (এসটি ইউনিট)	১৩২	গ্যাস/ এইচএসডি	এনডব্লিউপিজিসিএল	১ জানুয়ারি ২০১৮

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	মালিকানা	চালুর তারিখ
৮৯.	বড়পুকুরিয়া ২৭৫ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় ইউনিট)	২৭৪	কয়লা	বিউবো	১ জানুয়ারি ২০১৮
৯০.	কমলাঘাট, মুন্সিগঞ্জ ৫০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (Banco Energy)	৫৪	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১ জানুয়ারি ২০১৮
৯১.	ঘোড়াশাল ৩৬৫ মে.ও. সিসিপিপি	৩৬৫	গ্যাস	বিউবো	৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
৯২.	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মে.ও. সিসিপিপি (২য় ইউনিট)	২২০	গ্যাস/ এইচএসডি	এনডব্লিউপিজিসিএল	৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
৯৩.	নোয়াপাড়া, যশোর ১০০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (বাংলাট্র্যাক)	১০০	এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	১৮ এপ্রিল ২০১৮
*	কুশিয়ারা ১৬৩ মে.ও. সিসিপিপি (এসটি) (কুশিয়ারা পাওয়ার কোম্পানি লি.)	৫৪	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৭ এপ্রিল ২০১৮
৯৪.	দাউদকান্দি ২০০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (বাংলাট্র্যাক)	২০০	এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	২৭ এপ্রিল ২০১৮
৯৫.	সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মে.ও. সিসিপিপি (জিটি ইউনিট)	২১৭	গ্যাস	ইজিসিবি	৩০ এপ্রিল ২০১৮
৯৬.	কড্ডা, গাজীপুর ৩০০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনিট-২) (ফাস্ট-ট্র্যাক) (সামিট পাওয়ার)	৩০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১০ মে ২০১৮
৯৭.	ব্রাহ্মণগাঁও, কেরানীগঞ্জ ১০০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (এথিকো)	১০০	এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	৩০ মে ২০১৮
৯৮.	ময়মনসিংহ ২০০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (ইউনাইটেড পাওয়ার)	২০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৬ জুন ২০১৮
৯৯.	আওরাহাটি, কেরানীগঞ্জ ১০০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (এথিকো)	১০০	এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	২৯ জুন ২০১৮
১০০.	কড্ডা, গাজীপুর ১৪৯ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনিট-১) (Summit Power)	১৪৯	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১২ জুলাই ২০১৮
১০১.	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মে.ও. সিসিপিপি (৩য় ইউনিট) (জিটি)	১৪১	গ্যাস/ এইচএসডি	এনডব্লিউপিজিসিএল	০৯ আগস্ট ২০১৮
১০২.	পানগাঁও, কেরানীগঞ্জ ৩০০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (এপিআর)	৩০০	এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	১০ আগস্ট ২০১৮
১০৩.	টেকনাফ, কক্সবাজার ২০ মে.ও. সৌর পার্ক (টেকনাফ সোলারটেক এনার্জি লি.)	২০	সৌর	বেসরকারি (বিউবো)	১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮
১০৪.	সিরাজগঞ্জ ৪০০ ± ১০ মে.ও. সিসিপিপি (জিটি ইউনিট) (SNWPCL)	২৮২	গ্যাস/ এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	০৪ অক্টোবর ২০১৮
১০৫.	রূপসা, খুলনা ১০৫ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (ওরিয়ন রূপসা পাওয়ার)	১০৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৪ অক্টোবর ২০১৮
১০৬.	চাঁদপুর ২০০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (দেশ এনার্জি চাঁদপুর লি.)	২০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	০৯ নভেম্বর ২০১৮
১০৭.	জুলদা, চট্টগ্রাম ১০০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনিট-৩) (ফাস্ট-ট্র্যাক) (একর্প ইনফ্রাস্ট্রাকচার)	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	০৯ নভেম্বর ২০১৮

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	মালিকানা	চালুর তারিখ
১০৮.	আশুগঞ্জ ১৫০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (মিডল্যান্ড ইস্ট পাওয়ার)	১৫০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৭ নভেম্বর ২০১৮
*	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মে.ও. সিসিপিপি (৩য় ইউনিট) (এসটি)	৭৯	গ্যাস/ এইচএসডি	এনডব্লিউপিজিসিএল	২০ জানুয়ারি ২০১৯
১০৯.	বিবিয়ানা ৪০০ মে.ও. সিসিপিপি (৩য় ইউনিট) (জিটি ইউনিট)	২৮৫	গ্যাস	বিউবো	০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
১১০.	বাঘাবাড়ি ২০০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (প্যারামাউন্ট বিট্রাক)	২০০	এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
১১১.	জামালপুর ১১৫ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনাইটেড পাওয়ার)	১১৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
১১২.	বগুড়া ১১৩ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনিট-২) (ফাস্ট-ট্র্যাক) (কনফিডেন্স পাওয়ার)	১১৩	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৩০ মার্চ ২০১৯
*	সিরাজগঞ্জ ৪০০ ± ১০ মে.ও. সিসিপিপি (এসটি ইউনিট) (SNPCL)	১৩২	গ্যাস/ এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	০৯ এপ্রিল ২০১৯
১১৩.	মধুমতি, বাগেরহাট ১০০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০৫	এইচএফও	এনডব্লিউপিজিসিএল	১৫ এপ্রিল ২০১৯
১১৪.	শিকলবাহা ১০৫ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (বারাকা পতেঙ্গা-রয়েল হোম'স)	১০৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৪ মে ২০১৯
১১৫.	গাজীপুর ১০০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০৫	এইচএফও	আরপিসিএল	২৫ মে ২০১৯
১১৬.	কাণ্ডাই ৭ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৭	সৌর	বিউবো	২৮ মে ২০১৯
১১৭.	আনোয়ারা, চট্টগ্রাম ৩০০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনাইটেড এন্টারপ্রাইজ লি.)	৩০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২২ জুন ২০১৯
১১৮.	মাঝিপাড়া, তেতুলিয়া ৮ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (Sympa Solar Ltd.)	৮	সৌর	বেসরকারি (বিউবো)	২৩ জুলাই ২০১৯
১১৯.	রংপুর ১১৩ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (কনফিডেন্স পাওয়ার)	১১৩	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১২ আগস্ট ২০১৯
১২০.	শিকলবাহা, চট্টগ্রাম ১১০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (কর্ণফুলি পাওয়ার)	১১০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২০ আগস্ট ২০১৯
১২১.	শিকলবাহা, চট্টগ্রাম ৫৪ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (জোড়িয়াক পাওয়ার)	৫৪	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৩১ আগস্ট ২০১৯
*	সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মে.ও. সিসিপিপি (এসটি ইউনিট)	১১৮	গ্যাস	ইজিসিবি	০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯
*	বিবিয়ানা ৪০০ মে.ও. সিসিপিপি (৩য় ইউনিট) (এসটি)	১১৫	গ্যাস	বিউবো	২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯
১২২.	বগুড়া ১১৩ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনিট- ১) (কনফিডেন্স পাওয়ার)	১১৩	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৭ নভেম্বর ২০১৯
১২৩.	ফেনী ১১৪ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (লাকধানাভি)	১১৪	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৪ নভেম্বর ২০১৯

বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০২২-২৩

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	মালিকানা	চালুর তারিখ
১২৪.	চৌমুহনী, নোয়াখালি ১১৩ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এইচ এফ পাওয়ার)	১১৩	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৩১ ডিসেম্বর ২০১৯
১২৫.	আপগ্রেডেশন অব সিলেট ১৫০ মে.ও. পাওয়ার প্রক্ট টু ২২৫ মে.ও. সিসিপিপি	৮৯	গ্যাস	বিউবো	১৪ মার্চ ২০২০
১২৬.	জুলদা, চট্টগ্রাম ১০০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইউনিট-২ (একর্ণ ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভিস লি.)	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২০ মার্চ ২০২০
১২৭.	পায়রা, পটুয়াখালি ২X৬৬০ মে.ও. কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম ইউনিট)	৬২২	কয়লা	বিসিপিপিএল (JV of NWPGL & CMC, China)	১৫ মে ২০২০
১২৮.	মেঘনাঘাট ১০৪ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ওরিয়ন পাওয়ার সোনারগাঁও লি.)	১০৪	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৩০ জুন ২০২০
১২৯.	সুতিয়াখালি, ময়মনসিংহ ৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (HDFC Sin Power Ltd)	৫০	সৌর	বেসরকারি (বিউবো)	৪ নভেম্বর ২০২০
১৩০.	মানিকগঞ্জ ১৬২ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক)(মানিকগঞ্জ পাওয়ার জেনারেশনস লিমিটেড)	১৬২	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১ ডিসেম্বর ২০২০
*	পায়রা, পটুয়াখালি ২X৬৬০ মে.ও. কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় ইউনিট)	৬২২	কয়লা	বিসিপিপিএল (JV of NWPGL & CMC, China)	৮ ডিসেম্বর ২০২০
১৩১.	টাঙ্গাইল ২২ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ডুয়েল ফুয়েল) (টাঙ্গাইল পল্লী পাওয়ার জেনারেশন লি.)	২২	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২০ ডিসেম্বর ২০২০
১৩২.	পটিয়া, চট্টগ্রাম ১১৬ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (আনলিমা এর্নার্জি)	১১৬	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৪ জানুয়ারি ২০২১
১৩৩.	পটুয়াখালী ১৫০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনাইটেড পায়রা পাওয়ার লি.)	১৫০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৮ জানুয়ারি ২০২১
১৩৪.	বিবিয়ানা দক্ষিণ ৩৮৩ মে.ও. সিসিপিপি	৩৮৩	গ্যাস	বিউবো	২৮ জানুয়ারি ২০২১
১৩৫.	শাহজিবাজার ১০০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০০	গ্যাস	বিউবো	১ ফেব্রুয়ারি ২০২১
১৩৬.	ভৈরব ৫৪ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ভৈরব পাওয়ার লি.)	৫৪	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৮ মার্চ ২০২১
১৩৭.	মানিকগঞ্জ ৩৫ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (Inspectra Solar Ltd.)	৩৫	সৌর	বেসরকারি (বিউবো)	১২ মার্চ ২০২১
১৩৮.	সিরাজগঞ্জ ৬.৫৫ মে.ও. সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র	৬	সৌর	এনডব্লিউপিজিসিএল	৩০ মার্চ ২০২১
১৩৯.	ঘোড়াশাল ৪১৬ মে.ও. সিসিপিপি (ইউনিট-৩ রিপাওয়ারিং)(জিটি ইউনিট)	২৬০	গ্যাস	বিউবো	১ এপ্রিল ২০২১
১৪০.	ভোলা ২২০ মে.ও. সিসিপিপি (নুতন বিদ্যুৎ (বাংলাদেশ) লি.)	২২০	গ্যাস/ এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	৯ জুন ২০২১
১৪১.	কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ ৫৫ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (কাঞ্চন পূর্বাচল পাওয়ার লি.)	৫৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২০ ডিসেম্বর ২০২১

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	মালিকানা	চালুর তারিখ
১৪২.	বড়দুর্গাপুর, মংলা, বাগেরহাট ১০০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এনারগন)	১০০	সৌর	বেসরকারি (বিউবো)	২৯ ডিসেম্বর ২০২১
১৪৩.	চাঁদপুর ১১৫ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ডুরিন পাওয়ার)	১১৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১১ ফেব্রুয়ারি ২০২২
১৪৪.	ঠাকুরগাঁও ১১৫ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এর্নাজিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশন)	১১৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১ মার্চ ২০২২
১৪৫.	আন্তগঞ্জ ৪০০ মে.ও. সিসিপিপি (পূর্ব) (জিটি ইউনিট)	২৮৪	গ্যাস	এপিএসসিএল	২৩ জুন ২০২২
১৪৬.	লালমনিরহাট ৩০ মে.ও. সৌর পার্ক (ইন্ট্রাকো সোলার লিঃ)	৩০	সৌর	বেসরকারি (বিউবো)	২৮ আগস্ট ২০২২
*	আন্তগঞ্জ ৪০০ মে.ও. সিসিপিপি (পূর্ব)(এসটিইউনিট)	১১৬	গ্যাস	এপিএসসিএল	২৬ নভেম্বর ২০২২
১৪৭.	মৈত্রী সুপার থার্মাল ১৩২০ মে.ও. কয়লা ভিত্তিকবিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম ইউনিট)	৬১৭	কয়লা	বিআইএফপিসিএল	২৩ ডিসেম্বর ২০২২
১৪৮.	বরিশাল ৩০৭ মে.ও. কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৩০৭	কয়লা	বেসরকারি (বিউবো)	১ জানুয়ারি ২০২৩
১৪৯.	গাইবান্ধা ২০০ মে.ও. সৌর পার্ক (তিস্তা সোলার লিঃ)	২০০	সৌর	বেসরকারি (বিউবো)	০৮ জানুয়ারি ২০২৩
১৫০.	খুলনা ৩৩০ মে.ও. ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (জিটি ইউনিট)	২২০	গ্যাস/ এইচএসডি	বিউবো	৩০ জানুয়ারি ২০২৩
১৫১.	হাতিয়া ১৫ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (দেশ এনার্জি লিঃ)	৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
১৫২.	মিরসরাই ১৫০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৬৩	গ্যাস/ এইচএফও	বি-আর পাওয়ার জেন	১ মে ২০২৩
মোট		২০,৪০৮			

* ইতোমধ্যে চালু বিদ্যুৎ কেন্দ্র হিসেবে দেখানো হয়েছে।





জুলদা ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র



শিকলবাহা ১০৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র

খ. নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ
(সরকারি, যৌথ উদ্যোগ ও বেসরকারি খাত, বিদ্যুৎ কেন্দ্র ৩০টি, মোট ১১,৬০৯ মেগাওয়াট)

(খ.১) সরকারি খাত:

(খ.১.১) জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক: ৩,৫০৬ মেগাওয়াট

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
*	খুলনা ৩৩০ মে.ও. ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থা: বিপিডিবি ইপিসি: HE-ETERN JV, China	১৭ নভেম্বর ২০১৬	১৩৬	গ্যাস/ ডিজেল	এসটি: ১৬ অক্টোবর ২০২১	সেপ্টেম্বর ২০২৩	অগ্রগতি: ৮১%
১.	সৈয়দপুর ১৫০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থা: বিপিডিবি ইপিসি: ডংফেং ইলেক্ট্রিক ইন্টারন্যাশনাল	২২ জানুয়ারি ২০১৯	১৬২	ডিজেল		ডিসেম্বর ২০২৩	অগ্রগতি: ৭৩%
২.	শ্রীপুর, গাজীপুর ১৫০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থা: বি-আর পাওয়ারজেন ইপিসি: Max Infrast Ltd.	১৪ অক্টোবর ২০১৮	১৬৩	এইচএফও		ডিসেম্বর ২০২৩	অগ্রগতি: ৭২%
৩.	ঘোড়াশাল ইউনিট-৩ রিপাওয়ারিং (এস টি ইউনিট) সংস্থা: বিপিডিবি ইপিসি: Alstom Switzerland Ltd & CMC, China	১২ জানুয়ারি ২০১৪	১৫৬	গ্যাস		ডিসেম্বর ২০২৩	অগ্রগতি: ৯৭%
*	ঘোড়াশাল ইউনিট-৪ রিপাওয়ারিং সংস্থা: বিপিডিবি ইপিসি: CEEG, GPEC, China	৬ জুন ২০১৬	৪০৯	গ্যাস	জিটি: ৩০/০৪/২০১৮ এসটি: ৩০/০৪/২০১৯	ফেব্রুয়ারি ২০২৪	অগ্রগতি: ৯৫%
৪.	ময়মনসিংহ ৩৬০ মে.ও. সিসিপিপি (ডুয়েল ফুয়েল) সংস্থা: আরপিপিএল ইপিসি: Harbin Electric Int. Company Ltd.	৩১ অক্টোবর ২০১৯	৪২০	গ্যাস/ ডিজেল		জিটি: ডিসেম্বর ২০২৪ এসটি: জুন ২০২৫	অগ্রগতি: ১৯%
৫.	রূপসা ৮০০ (২x৪০০) মে.ও. সিসিপিপি সংস্থা: এনডব্লিউ পিজিসিএল ইপিসি: SEC & Ansaldo	২৮ নভেম্বর ২০১৯	৮৮০	এলএনজি	১ম ইউনিট: সেপ্টেম্বর ২০২২ ২য় ইউনিট: ডিসেম্বর ২০২২	১ম ইউনিট: সেপ্টেম্বর ২০২৪ ২য় ইউনিট: মার্চ ২০২৫	অগ্রগতি: ৬৪%

বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০২২-২৩

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
৬.	মাতারবাড়ি ১২০০ মে.ও. কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থা: সিপিজিসিবিএল ইপিসি: Sumitomo, Japan	২৭ জুলাই ২০১৭	১২০০	আমদানীকৃত কয়লা	১ম ইউনিট: জানুয়ারি ২০২৪ ২য় ইউনিট জুলাই ২০২৪	১ম ইউনিট: জানুয়ারি ২০২৪ ২য় ইউনিট: জুলাই ২০২৪	অগ্রগতি: ৭৭%
মোট জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (সরকারি)		৬ টি	৩,৫০৬				

(খ.১.২) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক: ১৫৩ মেগাওয়াট

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
১.	সিরাজগঞ্জ ২ মে.ও. বায়ুভিত্তিকবিদ্যুৎ কেন্দ্রপ্রকল্প সংস্থা: বিপিডিবি	১৫ জানুয়ারি ২০১৮	২	বায়ু		ডিসেম্বর ২০২৩	পরীক্ষা মূলকভাবে চালু হয়েছে
২.	বরিশাল ১ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রপ্রকল্প সংস্থা: বিপিডিবি	২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১	১	সৌর		সেপ্টেম্বর ২০২৩	অগ্রগতি: ২৫%
৩.	সোনাগাজী ৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প সংস্থা: ইজিসিবি	১৫ জুন ২০২১	৫০	সৌর		ডিসেম্বর ২০২৩	অগ্রগতি: ৭৮%
৪.	মাদারগঞ্জ, জামালপুর ১০০ মে.ও. সৌর পার্ক সংস্থা: আরপিসিএল	১০ জুন ২০২৩	১০০	সৌর		ডিসেম্বর ২০২৪	অগ্রগতি: ১৪%
মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (সরকারি)		৪ টি	১৫৩				
মোট সরকারি খাত (খ.১.১+খ.১.২)		১০ টি	৩,৬৫৯	মেগাওয়াট			

(খ.২) বৌথ উদ্যোগ:

(খ.২.১) জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক: ৩,১০৮ মেগাওয়াট

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
*	মৈত্রী সুপার ১৩২০ মে.ও. কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থা: BIFPCL (JV of BPDB & NTPC, India) ইপিসি: BHEL, INDIA	১২ জুলাই ২০১৬	৬১৭	আমদানীকৃত কয়লা	২য় ইউনিট: আগস্ট ২০২১	২য় ইউনিট: সেপ্টেম্বর ২০২৩	অগ্রগতি: ৮০%

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
১.	পটুয়াখালী ১৩২০ মে.ও. কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থা: RNPL(JV of RPCL & Norinco, China) ইপিসি: TEPC-CHEC-CWEC	৫ মার্চ ২০১৯	১২৪৭	আমদানিকৃত কয়লা	১ম ইউনিট: ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ২য় ইউনিট: আগস্ট ২০২৩	১ম ইউনিট: জুন ২০২৪ ২য় ইউনিট: অক্টোবর ২০২৪	অগ্রগতি: ৭৩%
*	মৈত্রী সুপার ১৩২০ মে.ও. কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থা: BIFPCL (JV of BPDB & NTPC, India) ইপিসি: BHEL, INDIA	১২ জুলাই ২০১৬	৬১৭	আমদানিকৃত কয়লা	২য় ইউনিট: আগস্ট ২০২১	২য় ইউনিট: সেপ্টেম্বর ২০২৩	অগ্রগতি: ৮০%
২.	পায়রা, পটুয়াখালী ১২০০-১৩২০ মে.ও. কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় পর্যায়) সংস্থা: BCPCL (JV of NWPGL & CMC, China) ইপিসি: NEPC & CECC	২৭ ডিসেম্বর ২০১৮	১২৪৪	আমদানিকৃত কয়লা		১ম ইউনিট: নভেম্বর ২০২৫ ২য় ইউনিট: এপ্রিল	অগ্রগতি: ২২%
মোট জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (বৌথ উদ্যোগ)		২ টি	৩,১০৮				

(খ.২.২) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক:

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (বৌথ উদ্যোগ)							
মোট বৌথ উদ্যোগ (খ.২.১.+খ.২.২)		২ টি	৩,১০৮	মেগাওয়াট			

(খ.৩) বেসরকারি খাত:

(খ.৩.১) জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক: ৪,৪৩৪ মেগাওয়াট

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
১.	চট্টগ্রাম ২×৬১২ মে.ও. কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প স্পন্সর: এসএস পাওয়ার	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	১২২৪	আমদানিকৃত কয়লা	নভেম্বর ২০১৯	১ম ইউনিট: জুলাই ২০২৩ ২য় ইউনিট: অক্টোবর ২০২৩	অগ্রগতি: ৯৭%

বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০২২-২৩

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
২.	মেঘনাঘাট ৫৮৩ মে.ও. সিসিপিপি স্পনসর: সামিট মেঘনাঘাট-২ পাওয়ার কোম্পানি লিঃ	১৪ মার্চ ২০১৯	৫৮৩	এলএনজি/ এইচএসডি	১৪ মার্চ ২০২২	৩১ আগস্ট ২০২৩	অগ্রগতি: ৯০%
৩.	মেঘনাঘাট ৭১৮ মে.ও. সিসিপিপি (রিলায়েন্স পাওয়ার লিঃ)	১ সেপ্টেম্বর ২০১৯	৭১৮	এলএনজি	৩১ আগস্ট ২০২২	৩১ আগস্ট ২০২৩	অগ্রগতি: ৯৫%
৪.	মেঘনাঘাট, নারায়ণগঞ্জ ৫৮৪ মে.ও. সিসিপিপি স্পনসর: ইউনিক মেঘনাঘাট পাওয়ার লিমিটেড	২৪ জুলাই ২০১৯	৫৮৪	এলএনজি	২৩ জুলাই ২০২২	৩১ আগস্ট ২০২৩	অগ্রগতি: ৯৬%
৫.	কেরানীগঞ্জ ১০০ মে.ও. পিকিং পাওয়ার প্র্যান্ট (খুলনা) স্পনসর: পাওয়ার প্যাক মুতিয়ারা	২৫ আগস্ট ২০১১	১০০	এইচএফও	২৫ নভেম্বর ২০১২	ডিসেম্বর ২০২৫	অগ্রগতি: ৩%
৬.	আনোয়ারা, চট্টগ্রাম ৫৯০ মে.ও. সিসিপিপি (ইউনাইটেড চট্টগ্রাম পাওয়ার লিঃ)	২৮ অক্টোবর ২০২১	৫৯০	গ্যাস/ এলএনজি	২৮ জানুয়ারি ২০২৬	জানুয়ারি ২০২৬	অগ্রগতি: ৮%
৭.	ঢাকা ৬৩৫ মে.ও. কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পনসর: ওরিয়ন পাওয়ার ইউনিট-২ (ঢাকা-২)	২১ এপ্রিল ২০১৬	৬৩৫	আমদানিকৃত কয়লা	জুন ২০২৩	ডিসেম্বর ২০২৬	অগ্রগতি: গজারিয়ার পরিবর্তে মাতারবাড়িতে বিকল্প জায়গা চিহ্নিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
মোট জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (বেসরকারি)		৭ টি	৪,৪৩৪				

(খ.৩.২) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক: ৪০৮ মেগাওয়াট

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
১.	পাটগ্রাম, লালমনিরহাট ৫ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পনসর: পিডি পাওয়ার পাটগ্রাম লিঃ	২৯ জানুয়ারি ২০১৮	৫	সৌর	৩১ ডিসেম্বর ২০২৩	ডিসেম্বর ২০২৩	অগ্রগতি: ইপিপি কার্যক্রম চলছে
২.	গয়ানগাট সিলেট ৫ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পনসর: ইকি সুজি অ্যান্ড সান সোলার পাওয়ার	২ আগস্ট ২০১৮	৫	সৌর	৩০ ডিসেম্বর ২০২২	ডিসেম্বর ২০২৩	অগ্রগতি: ইপিপি নিয়োগ করা হয়েছে

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
৩.	ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ ৩২ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: Haor Bangla-Korea Green Energy Ltd.	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	৩২	সৌর	৩১ মার্চ ২০২৪	মার্চ ২০২৪	অগ্রগতি: সম্বলন লাইন নির্মাণ কাজ চলছে
৪.	তেতুলিয়া, পঞ্চগড় ৩০ মে.ও. সৌর পার্ক স্পন্সর: করতোয়া সোলার লিঃ	২৭ জানুয়ারি ২০২০	৩০	সৌর	৩১ মার্চ ২০২৩	ডিসেম্বর ২০২৩	অগ্রগতি: ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রম চলছে
৫.	বেড়া, পাবনা ৩.৭৭ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: Soudia Agro Solar pv power plant ltd.	২৯ ডিসেম্বর ২০২১	৩.৭৭	সৌর	১২ ডিসেম্বর ২০২৩	ডিসেম্বর ২০২৩	অগ্রগতি: ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রম চলছে
৬.	পাবনা ১০০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: Dynamic Sun Energy private Ltd.	২৪ মার্চ ২০২২	১০০	সৌর	২৩ মার্চ ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৩	অগ্রগতি: ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রম চলছে
৭.	সিরাজগঞ্জ ৬৮ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থা: BCRECL (JV of NWPGL&CMC, China)	৯ জানুয়ারি ২০২৩	৬৮	সৌর		জুন ২০২৪	অগ্রগতি: ২৫%
৮.	কক্সবাজার ৬০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: ইউএস-ডিকে গ্রিন এনার্জি (বিডি) লিঃ	১৫ মে ২০১৪	৬০	বায়ু	৩১ ডিসেম্বর ২০২২	ডিসেম্বর ২০২৩	অগ্রগতি: পরীক্ষা মূলকভাবে চলছে
৯.	মংলা বাগেরহাট ৫৫ মে.ও. বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: মংলা গ্রীন পাওয়ার লি.	৪ সেপ্টেম্বর ২০২২	৫৫	বায়ু	৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	অগ্রগতি: প্রাথমিক কাজ চলছে
১০.	নারায়ণগঞ্জ ৬ মে.ও. বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প স্পন্সর: UD Green Energy Company Ltd.	১ সেপ্টেম্বর ২০২২	৬	বর্জ্য	২৯ নভেম্বর ২০২৩	ডিসেম্বর ২০২৪	অগ্রগতি: প্রাথমিক কাজ চলছে
১১.	আমিনবাজার ৪২.৫০ মে.ও. বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প (ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন) স্পন্সর: WTE Power Plant North Dhaka Pvt. Ltd	১ ডিসেম্বর ২০২১	৪২.৫	বর্জ্য	৩১ অক্টোবর ২০২৫	অক্টোবর ২০২৫	অগ্রগতি: প্রাথমিক কাজ চলছে
মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (বেসরকারি)		১১ টি	৪০৮				
মোট বেসরকারি খাত (খ.৩.১+খ.৩.২)		১৮ টি	৪,৮৪২ মেগাওয়াট				
মোট নির্মাণাধীন (সরকারি+যৌথ উদ্যোগ+বেসরকারি)		৩০ টি	১১,৬০৯ মেগাওয়াট				



ময়মনসিংহ ৫০ মেগাওয়াট (এসি) সৌর পার্ক



আরপিসিএল কর্তৃক নির্মাণাধীন ময়মনসিংহ ৩৬০ (±১০%) মে.ও. ডুয়েল ফুয়েল (গ্যাস/এইচএসডি) কন্ডাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প

গ. চুক্তি স্বাক্ষর এবং দরপত্র প্রক্রিয়াধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ
(সরকারি, যৌথ উদ্যোগ ও বেসরকারি খাত, বিদ্যুৎ কেন্দ্র ১৭টি, মোট ২,৪২৯ মেগাওয়াট)

(গ.১) চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন সরকারি খাত:

(গ.১.১) জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক:

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
মোট জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (সরকারি)						

(গ.১.২) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক:

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (সরকারি)						
গ.১ মোট সরকারি খাত						

(গ.২) চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন যৌথ উদ্যোগ:

(গ.২.১) জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক:

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
মোট জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (যৌথ উদ্যোগ)						

(গ.২.২) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক:

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (যৌথ উদ্যোগ)						
গ.২ মোট যৌথ উদ্যোগ						

(গ.৩) চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন বেসরকারি খাত:

(গ.৩.১) জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক: ১,৮২০ মেগাওয়াট

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চলুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১.	ফেঞ্চুগঞ্জ ৫০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এনআরবি)	আইপিপি	৫০	গ্যাস	ডিসেম্বর ২০২৫	ক্রয় কমিটি কর্তৃক ২৯/০৯/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত।
২.	মেঘনাঘাট ৪৫০ মে.ও. সিসিপিপি (আনলিমা পাওয়ার)	আইপিপি	৪৫০	গ্যাস/এলএনজি	জানুয়ারি ২০২৬	২৫/০৬/২০১৯ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
৩.	গজারিয়া ৬৬০ মে.ও. সিসিপিপি (EPH-WPL)	আইপিপি	৬৬০	এলএনজি	জানুয়ারি ২০২৬	০৯/০১/২০২২ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
৪.	মিরসরাই ৬৬০ মে.ও. সিসিপিপি (কনফিডেন্স)	আইপিপি	৬৬০	এলএনজি	জুন ২০২৭	১৬/০১/২০২২ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
মোট জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (বেসরকারি)		৪ টি	১,৮২০			

(গ.৩.২) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক: ৬০৯ মেগাওয়াট

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চলুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১.	দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ২০ মে.ও. সৌর পার্ক Northstar Solar power company Ltd. (Rahimafrooz & Shunfeng Ltd.)	আইপিপি	২০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৪	০৩/০২/২০১৯ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন।
২.	মৌলভীবাজার, সিলেট ১০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (মৌলভীবাজার সোলার পাওয়ার লিঃ)	আইপিপি	১০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৪	০৪-০২-২০১৯ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে। Vetting চলছে।
৩.	পঞ্চগড় ৫০ মে.ও. সৌর পার্ক (পদ্মা সোলার লিঃ)	আইপিপি	৫০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৪	২০/০৮/২০১৭ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে। Vetting চলছে।
৪.	বারয়েরহাট, চট্টগ্রাম ৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সোনাগাজী সোলার পাওয়ার লিঃ)	আইপিপি	৫০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৪	১৫/১২/২০১৯ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে। Vetting চলছে।
৫.	তেরখাদা, খুলনা ৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আইপিপি	৫০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৪	০৯/১১/২০২১ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে। Vetting চলছে।
৬.	চুয়াডাঙ্গা ৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (Cyclect Energy pte. Ltd. Singapore)	আইপিপি	৫০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৪	০৫/০১/২০২২ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সন্ধ্যা তারিখ	বর্তমান অবস্থা
৭.	পাবনা ৬৪.৫৫ মে.ও. সৌর পার্ক (BCRECL)	আইপিপি	৬৫	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৪	২৪/০৪/২০২২ ইং তারিখে সংশোধিত LOI ইস্যু করা হয়েছে। ২৯.০৬.২০২২ ইং তারিখে ইপিপি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
৮.	মাদারগঞ্জ, জামালপুর ১০০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ জয়েন্ট ভেঞ্চার)	আইপিপি	১০০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৪	২৭-০১-২০১৯ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
৯.	সোনাগাজী, ফেনী ৩০ মে.ও. বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র (Bhagwati Products Ltd. & Regen Powertech Pvt. Ltd. India)	আইপিপি	৩০	বায়ু	ডিসেম্বর ২০২৪	২৭-০১-২০১৯ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
১০.	ঈশ্বরদী, পাবনা ৭০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আইপিপি	৭০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৪	৩০/০১/২০২২ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
১১.	মুন্ডাগাছা, ময়মনসিংহ ৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আইপিপি	৫০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৪	০৯/০২/২০২২ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
১২.	ত্রিশাল, ময়মনসিংহ ৪৪ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আইপিপি	৪৪	সৌর	জুন ২০২৫	২৪/০৫/২০২৩ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
১৩.	মুন্ডাগাছা, ময়মনসিংহ ২০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আইপিপি	২০	সৌর	জুন ২০২৫	২৪/০৫/২০২৩ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (বেসরকারি)		১৩ টি	৬০৯			
মোট বেসরকারি খাত (গ.৩.১+গ.৩.২)		১৭ টি	২,৪২৯	মেগাওয়াট		
মোট চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন (সরকারি+যৌথ উদ্যোগ+বেসরকারি)		১৭ টি	২,৪২৯	মেগাওয়াট		



সরকারি, যৌথ উদ্যোগ ও বেসরকারি খাতে দরপত্র প্রক্রিয়াধীন
৬২৮ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র ৭টি

(গ.৪) দরপত্র প্রক্রিয়াধীন সরকারি খাত:

(গ.৪.১) জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক: ৪০০ মেগাওয়াট

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চাপুর সভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১.	রাউজান, চট্টগ্রাম ৪০০ ± ১০% মে.ও. সিসিপিপি	বিপিডিবি	৪০০	গ্যাস	ডিসেম্বর ২০২৫	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।
মোট জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (সরকারি)		১ টি	৪০০			

(গ.৪.২) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক: ৭৮ মেগাওয়াট

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চাপুর সভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১.	কান্তাই ৭.৬ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বিপিডিবি	৭.৬	সৌর	জুন ২০২৪	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।
২.	বড়পুকুরিয়া ২০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বিপিডিবি	২০	সৌর	আগস্ট ২০২৪	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।
৩.	রাঙ্গুনিয়া ৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বিপিডিবি	৫০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৪	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।
মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (সরকারি)		৩ টি	৭৮			
গ.৪ মোট সরকারি খাত		৪ টি	৪৭৮ মেগাওয়াট			

(গ.৫) দরপত্র প্রক্রিয়াধীন যৌথ উদ্যোগ:

(গ.৫.১) জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক:

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চাপুর সভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
মোট জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (যৌথ উদ্যোগ)						

(গ.৫.২) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক:

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চাপুর সভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (যৌথ উদ্যোগ)						
গ.৫ মোট যৌথ উদ্যোগ						

(গ.৬) দরপত্র প্রক্রিয়াধীন বেসরকারি খাত:

(গ.৬.১) জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক:

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
মোট জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (বেসরকারি)						

(গ.৬.২) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক: ১৫০ মেগাওয়াট

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১.	নেত্রকোনা ৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আইপিপি	৫০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৪	বর্তমানে ক্রয়প্রস্তাবটি Purchase কমিটির অনুমোদনের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে।
২.	ইনানী, কক্সবাজার ৫০ মে.ও. বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আইপিপি	৫০	বায়ু	ডিসেম্বর ২০২৪	বর্তমানে ক্রয়প্রস্তাবটি Purchase কমিটির অনুমোদনের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে।
৩.	চাঁদপুর ৫০ মে.ও. বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আইপিপি	৫০	বায়ু	ডিসেম্বর ২০২৫	বর্তমানে ক্রয়প্রস্তাবটি Purchase কমিটির অনুমোদনের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে।
মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (বেসরকারি)		৩ টি	১৫০ মেগাওয়াট			
গ.৬ মোট বেসরকারি খাত		৩ টি	১৫০ মেগাওয়াট			
মোট দরপত্র প্রক্রিয়াধীন (সরকারি+বৌধ উদ্যোগ+বেসরকারি)		৭ টি	৬২৮ মেগাওয়াট			



ঘ. পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ

(ঘ.১) সরকারি খাত:

(ঘ.১.১) জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক: ৬,২৯৫ মেগাওয়াট

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চলুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১.	হরিপুর ২৫০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বিপিডিবি	২৫০	এলএনজি	২০২৬	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে।
২.	পায়রা ১২০০ মে.ও. সিসিপিপি (১ম পর্যায়)	এনডব্লিউপি জিসিএল	১২০০	এলএনজি	২০২৭	বিদ্যুৎ কেন্দ্র অংশের Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে।
৩.	ঘোড়াশাল ২২৫ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বিপিডিবি	২২৫	এলএনজি	২০২৭	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে।
৪.	ময়মনসিংহ ৪০০±১০% মে.ও. সিসিপিপি	বি-আর পাওয়ার জেন	৪০০	এলএনজি	২০২৭	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে।
৫.	ভেড়ামারা ১৫০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বিপিডিবি	১৫০	এলএনজি	২০৩০	প্রাথমিক কাজ চলছে।
৬.	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মে.ও. কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ECA Funding)	বিপিডিবি	১৩২০	আমদানীকৃত কয়লা	২০৩১	২য় ধাপের দরপত্র আহবানের জন্য অপেক্ষমান।
৭.	সিদ্ধিরগঞ্জ ৪৫০ মে.ও. সিসিপিপি	বিপিডিবি	৪৫০	এলএনজি	২০৩২	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে।
৮.	মাতারবাড়ি ১২০০ মে.ও. কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় পর্যায়)	সিপিজিসি বিএল	১২০০	আমদানীকৃত কয়লা	২০৩২	
৯.	সোনাগাজী, ফেনী ৬০০±১০% মে.ও. সিসিপিপি	ইজিসিবি	৫৫০	এলএনজি	২০৩৩	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে।
১০.	গজারিয়া ৬০০±১০% মে.ও. সিসিপিপি	আরপিসি এল	৫৫০	এলএনজি	২০৩৪	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে।
মোট জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (সরকারি)		১০ টি	৬,২৯৫ মেগাওয়াট			

(ঘ.১.২) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক: ১,১০৭ মেগাওয়াট

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চলুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১.	পঞ্চগড় ৩০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আরপিসিএল	৩০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৩	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ চলমান।
২.	গজারিয়া ৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আরপিসিএল	৫০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৩	RFP under evaluation

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
৩.	সোনাগাজী, ফেনী ১০০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র-২	ইজিসিবি	১০০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৫	MoU has been signed with Marubeni Corporation, Japan on 20 May 2021
৪.	সোনাগাজী, ফেনী ১০০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র-১	ইজিসিবি	১০০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৫	Discussion going on with ADB for financing
৫.	পটুয়াখালী ১০ মে.ও. বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আরপিসিএল	১০	বায়ু	ডিসেম্বর ২০২৫	Under Planning
৬.	সোনাগাজী, ফেনী ৮২.৫০ মে.ও. সৌর পার্ক	বিপিডিবি	৮৩	সৌর	জুন ২০২৬	PDPP approved on 07.03.2022 Discussion going on for financing
৭.	পদ্মা ৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আরপিসিএল	৫০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৬	MoU signed with Consortium of China Power
৮.	পারকি বিচ, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম ১০০ মে.ও. বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র	ইজিসিবি	১০০	বায়ু	ডিসেম্বর ২০২৬	Feasibility Study completed; PDPP approved & ERD sent letter for financing
৯.	রায়পুরা, নরসিংদী ১০০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	এপিএস সিএল	১২০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৭	DPP sent to Power Division
১০.	বরিশাল ২ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফেইস-১)	বিপিডিবি	২	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৭	Under Planning
১১.	মাতারবাড়ি, কক্সবাজার ৫০ মে.ও. বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র	সিপিজিসি বিএল	৫০	বায়ু	ডিসেম্বর ২০২৮	Feasibility Study has been completed
১২.	বরিশাল ২ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফেইস-২)	বিপিডিবি	২	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৮	Under Planning
১৩.	মাতারবাড়ি, কক্সবাজার ৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	সিপিজিসি বিএল	৫০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৮	Discussion going on with JICA, ADB, WB for financing
১৪.	সোনাগাজী, ফেনী ১০০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র-৩	ইজিসিবি	১০০	সৌর	জুন ২০২৯	Land acquisition under process
১৫.	পার্কি বিচ ১০০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বিপিডিবি	১০০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৯	Under Planning
১৬.	মহেশখালী ১৬০-২৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বিপিডিবি	১৬০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৯	Under Planning
মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (সরকারি)		১৬ টি	১,১০৭			
মোট সরকারি খাত (ঘ.১.১+ঘ.১.২)		২৬ টি	৭,৪০২ মেগাওয়াট			

(ঘ.২) যৌথ উদ্যোগ:

(ঘ.২.১) জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক: ১,৭৮৭ মেগাওয়াট

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১.	৫০০-৬০০ মে.ও. এলএনজি ভিত্তিক সিসিপিপি (JV of CPGCBL & Mitsui & Co. Ltd, Japan)	যৌথ উদ্যোগ (জাপান)	৫৮৭	এলএনজি	জুন ২০২৮	প্রকল্পের Feasibility Study এবং ESIA Study এর জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে
২.	মহেশখালি ৩x১২০০ মে.ও. এলএনজিভিত্তিক সিসিপিপি (১ম পর্যায়)	যৌথ উদ্যোগ	১২০০	এলএনজি	জুন ২০৩০	GE এবং BPDB-এর মধ্যে ১১-০৭-২০১৮ তারিখে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে
মোট জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (যৌথ উদ্যোগ)		২ টি	১,৭৮৭			

(ঘ.২.২) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক: ৮৬০ মেগাওয়াট

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১.	বে অব বেঙ্গল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড ১৬০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	BBPCL	১৬০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৯	Under Planning
২.	সিপিজিসিবিএল-সেমকর্প ৪০০ (±১০%) মেগাওয়াট গ্রীড-টাইড সোলার পাওয়ার প্রজেক্ট, মাতারবাড়ি, কক্সবাজার।	CPGCBL-Sembcorp	৪০০	সৌর	মার্চ ২০২৬	০৭/০২/২০২৩ ইং তারিখে সিপিজিসিবিএল ও Sembcorp এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। * পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে।
৩.	রামপাল ৩০০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বিপিডিবি	৩০০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৬	MoU signed with ACQUA Power
মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (যৌথ উদ্যোগ)		৩ টি	৮৬০			
মোট যৌথ উদ্যোগ (ঘ.২.১+ঘ.২.২)		৫ টি	২,৬৪৭ মেগাওয়াট			

(ঘ.৩) বেসরকারি খাত:

(ঘ.৩.১) জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক:

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
মোট জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (বেসরকারি)						

(ঘ.৩.২) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক: ২২৬ মেগাওয়াট

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১.	পায়রা ২০ মে.ও. বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম পর্যায়)	BCRECL	২০	বায়ু	ডিসেম্বর ২০২৫	Tender Invited for EPC
২.	পায়রা ৩০ মে.ও. বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় পর্যায়)	BCRECL	৩০	বায়ু	জুন ২০২৭	Feasibility Study done. EIA completed and approved
৩.	ফুলবাড়ি, দিনাজপুর ৪০ মে.ও. সোলার পার্ক	BCRECL	৪০	সৌর	জুন ২০২৬	Feasibility Study Completed
৪.	হেমায়েতপুর, পাবনা ৩৫ মে.ও. সোলার পার্ক	BCRECL	৩৫	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৫	Feasibility Study going on
৫.	কেরানীগঞ্জ মিউনিসিপাল সলিড ওয়েস্ট টু ১±১০% মে.ও. এনার্জি কনভার্সন পাইলট প্রকল্প	বেসরকারি (বিউবো)	১	বর্জ্য	ডিসেম্বর ২০২৬	পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে
৬.	শেখ আহমেদ ডালমুক আল-মাকতুম (UAE) ১০০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বেসরকারি (বিউবো)	১০০	সৌর	ডিসেম্বর ২০৩০	As per MOU with Sheikh Ahmed Dalmook AIMaktoum, UAE
মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (বেসরকারি)		৬ টি	২২৬			
মোট বেসরকারি খাত		৬ টি	২২৬	মেগাওয়াট		
মোট পরিকল্পনাধীন (সরকারি+যৌথ উদ্যোগ+বেসরকারি)		৩৭ টি	১০,২৭৫	মেগাওয়াট		

পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রম

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মোট ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১.	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	২,৪০০	নিউক্লিয়ার	আগস্ট ২০২৫	নির্মাণ কাজ চলছে
মোট		২,৪০০			

বিদ্যুৎ আমদানি কার্যক্রম

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মোট ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১.	বিদ্যুৎ আমদানি (জি এম আর)	৫০০	আমদানি	জুন ২০৩০	৩০/০১/২০২০ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
মোট		১,৯৯৬			



কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়ায় স্থাপিত উইন্ড মিল



ময়মনসিংহ ২১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র



প্রকল্পসমূহের তালিকা



মেঘনা ঘাট ১০৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র

ক. ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে
অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প সাহায্যের উপস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	জু-জুন ২০২২ এর ক্রমপুঞ্জীকৃত অগ্রগতি		আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০২২ - জুন ২০২৩ এর অগ্রগতি		আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
			মোট টাকা	মোট টাকা		মোট টাকা	মোট টাকা	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
বিদ্যুৎ বিভাগ (নিজস্ব)										
১	টেকনিক্যাল এসিসটেন্স ফর বাংলাদেশ পাওয়ার সেক্টর ডেভেলপমেন্ট এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, (০১/০৭/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩), এডিভি, অনুমোদিত	১৪৬০০.০০	৬২০১.০৬	৪২.৪৭%	৪০৯৭	৪০৩৩.৭৭	৯৮.৪৬%			
		১০৪০.০০	২২৫.২২	২১.৬৬%	৫৪	৪৫.৩	৮৩.৯৯%			
		১৩৫৬০.০০	৫৯৭৫.৮৪	৪৪.০৭%	৪০৪৩	৩৯৮৮.৪৭	৯৮.৬৫%			
		০.০০	০	০.০০%	০	০	---			
		০.০০	০	০.০০%	০	০	---			
		---	৩.২১	০.০০%	---	০.৯৯	০.০০%			
বিদ্যুৎ বিভাগ (নিজস্ব) এর সর্বমোট		১৪৬০০.০০	৬২০১.০৬	৪২.৪৭%	৪০৯৭	৪০৩৩.৭৭	৯৮.৪৬%			
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড										
২	সিঙ্গেল-ফেজ মিটারিং ফর ডিস্ট্রিবিউশন কুমিল্লা এন্ড ময়মনসিংহ জোনস, (০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০২৩), কেএফডব্লিউ, অনুমোদিত	১৬৫১৬.৪৮	২৬৪২.৩৪	১৬.০০%	২১৬	১৮৮.৫	৮৭.২৭%			
		৪৫৮৩.২	৫৯৬.৫৬	১৩.০২%	৮৭	৮৭	১০০.০০%			
		২০১৮.৫৩	১৯১৫.৮৭	৯৪.৯১%	০	০	০.০০%			
		৯৯১৪.৭৫	১২৯.৯১	১.৩১%	১২৯	১০১.৫	---			
		০	০	০.০০%	০	০	---			
		---	০.৩০৮৬	০.০০%	---	১	০.০০%			
৩	ঘোড়াশাল-৩ বি-পাওয়ারিং প্রকল্প, (০১/০১/২০১৫ হতে ৩১/১২/২০২৩), ECA, অনুমোদিত	২৯৫৪৬৬.৫৯	১৬৩১৭৫.৪৩	৫৫.২৩%	১২৫৫	১০২৮.১১	৮১.৯২%			
		৮৬৭৮.২১	৫০০০	৫৭.৬২%	০	০	০.০০%			
		০	০	০.০০%	০	০	০.০০%			
		২৬১০০.০১	৭১৭	২.৭৫%	৭৭৫	৭৪৯.৯২	---			
		২৬০৬৮৮.৩৭	১৫৭৪৫৮.৪৩	৬০.৪০%	৪৮০	২৭৮.১৯	---			
		---	০.৯৯৬৪	০.০০%	---	১	০.০০%			
৪	ঘোড়াশাল ৪র্থ ইউনিট বি-পাওয়ারিং প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২৪), বিশ্ব ব্যাংক, অনুমোদিত	২১৭১৪৪.৭৮	১৪৬১৭৫.৭	৬৭.৩২%	২০২৪৪	২০২৮৮.৯৪	১০০.২২%			
		২২০৫৬.৯৭	১৬৪০২.৭৬	৭৪.৩৭%	০	০	০.০০%			
		১৭৭২২৬.১৭	১২৯২৯১.২৫	৭২.৯৫%	১৯৪০৫	১৯৪৪৯.২৭	১০০.২৩%			
		১৭৮৬১.৬৪	৪৮১.৬৯	২.৭০%	৮৩৯	৮৩৯.৬৭	---			
		০	০	০.০০%	০	০	---			
		---	০.৮৪৯৪	০.০০%	---	১	০.০০%			

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	আরএডিপি বয়স্ক		আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
		মেটি টাকা	টকা		মেটি টাকা	টাকা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, রংপুর জোন, বিউবো, রংপুর, (০১/০১/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২৩), অনুমোদিত	১৪২৯২১.৫৮	১১৩৫৫৯.৬৫	৮১.৪২%	১৬২০০	১৫৬৮৫.৭৭	৯৬.৮৩%
		১০৫৩১৪.৬	১১৪৯২৮.০৫	৮৪.৯৩%	১৬২০০	১৫৬৮৫.৭৭	৯৬.৮৩%
		০	০	০.০০%	০	০	০.০০%
		৭৬০৬.৯৮	১৪৩১.৬	১৮.৮২%	০	০	---
		০	০	০.০০%	০	০	---
		---	০.৯৫	০.০০%	---	১	০.০০%
৬	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, সিলেট বিভাগ, বিউবো, (০১/০৪/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২৪) অনুমোদিত	১৮৪০৮৬.৯৬	১১৯১৭২.৯৮	৬৪.৭৪%	১৫৬০০	১৫৫৭৭.৭	৯৯.৮৬%
		১৭২৩০৩.৯২	১১৭৫৪৭.০৬	৬৮.২২%	১৩৪০০	১৩৪০০	১০০.০০%
		০	০	০.০০%	০	০	০.০০%
		১১৭৮৩.০৪	১৬২৫.৯২	১৩.৮০%	১৮০০	১৭৭৭.৭	---
		০	০	০.০০%	০	০	---
		---	০.৯৩	০.০০%	---	১	০.০০%
৭	খুলনা তও মে. ভূয়েল ফুয়েল কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩ সন্ন্য), ECA, অনুমোদিত	৩৯১৯২৫.৯২	২৪৯৭২০.৩	৬৩.৭২%	৫১৩২৯	৫৫০৪০.৪	১০৭.২৩%
		১০০৩৬৩.৫২	৫৪০৬৯.৩২	৫৩.৮৭%	৮০০	১৫৮	১৯.৭৫%
		০	০	০.০০%	০	০	০.০০%
		৫৪৫২০.৯৯	১১৭২১.৪৭	২১.৫০%	২৬৫২৯	৩০৮৮২.৪	---
		২৩৭০৪১.৪১	১৮৩৯২৯.৫১	৭৭.৫৯%	২৪০০০	২৪০০০	---
		---	০.৭১৮৬	০.০০%	---	১	০.০০%
৮	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, ময়মনসিংহ জোন (১ম সংশোধিত), (০১/০১/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৪), অনুমোদিত	১৬২৪৩২.৭	৮৪০২৭.৩৭	৫১.৭৩%	২৭৯৩৪	২৮০৪৬.০৬	১০০.৪০%
		১৫২৪১৭.৯৮	৭৯৮০৬.৩৪	৫২.৩৬%	২৫৬৪৪	২৫৬৪৪	১০০.০০%
		০	০	০.০০%	০	০	০.০০%
		১০০১৪.৭২	৪২২১.০৩	৪২.১৫%	২২৯০	২৪০২.০৬	---
		০	০	০.০০%	০	০	---
		---	০.৭৩২৪	০.০০%	---	১	০.০০%
৯	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, কুমিল্লা জোন, (০১/০১/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৫), অনুমোদিত	১৫২১৭৬	৭৭৪২৮.৫৩	৫০.৮৮%	২৩০৭৮	২৩০৮৬.২৮	১০০.০৪%
		১৪৫৫৯৪.৭৪	৭৬২৪২	৫২.৩৭%	২২১১৮	২২১১৭.৭৬	১০০.০০%
		০	০	০.০০%	০	০	০.০০%
		৬৫৮১.২৬	১১৮৬.৫৩	১৮.০৩%	৯৬০	৯৬৮.৫২	---
		০	০	০.০০%	০	০	---
		---	০.৭	০.০০%	---	১	০.০০%

(লাক টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম, বাজ্যের নাম, প্রকল্প সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	২০২১-২২ এর		আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	জুলাই ২০২২ - জুন ২০২৩		আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
		প্রকল্প ব্যয়	কম্পূর্ণকৃত অগ্রগতি		আরএডিপি বর্ধিত	এর অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		মেটি টাকা	মেটি টাকা		মেটি টাকা	মেটি টাকা	
		প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য		প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য	
		সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)	সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)		সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)	সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)	
		সংস্থার অর্থ (ECA)	সংস্থার অর্থ (ECA)		সংস্থার অর্থ (ECA)	সংস্থার অর্থ (ECA)	
		-	জ্যেষ্ঠ অগ্রগতি (%)		-	জ্যেষ্ঠ অগ্রগতি (%)	
১০	সৈয়দপুর ১৫০ মে.ও. + ১০% সিম্পল সাইকেন (এইচএসডি ভিত্তিক) বিন্যাস কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০১/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২৪), ECA, অনুমোদিত	১০০০৯৯.৫৮ ৩০২৪৭.৪১ ০ ২১৫৪৭.০২ ৪৮৩০৫.১৫ ---	৩৭২০৩.৪৮ ১৫৭৭৭ ০ ৪৫১.২২ ২০৯৭৫.২৬ ০.৬০২৮	৩৭.১৭% ৫২.১৬% ০.০০% ২.০৯% ৪৩.৪২% ০.০০%	১৩৪৮৬ ১৬৪৬ ০ ৮৪০ ১১০০০ ---	১৪৬১৫.২২ ১৬৪৫.৯১ ০ ৮৫৮.৬৪ ১২১১০.৬৭ ১	১০৮.৩৭% ৯৯.৯৯% ০.০০% --- --- ০.০০%
১১	বিন্যাস বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, চট্টগ্রাম জোন (২য় পর্যায়), (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৫), সংশোধিত অনুমোদিত	২৬০০৬১.২৩ ২৪৮১৩১.৯৭ ০ ১১৯২৯.২৬ ০ ---	৬৪৩৭৬.৯৭ ৬৩১৯৬.১৭ ০ ১১৮০.৮ ০ ০.৩	২৪.৭৫% ২৫.৪৭% ০.০০% ৯.৯০% ০.০০% ০.০০%	১৩৮৪৯ ১২৭২৯ ০ ১১২০ ০ ---	১১৯৩৭.৭১ ১০৮১৮.৯২ ০ ১১১৮.৭৯ ০ ১	৮৬.২০% ৮৪.৯৯% ০.০০% --- --- ০.০০%
১২	হাতিয়া দ্বীপ, নিখুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিন্যাস প্রকল্প, (০১/০৭/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৪), অনুমোদিত	৩৮৪৩৬.১৫ ৩৭০৮৮.৩১ ০ ১০৪৭.৮৪ ০ ---	২১৫৩২.৩ ২১১২৪.৪৯ ০ ৪০৭.৮১ ০ ০.৪৭	৫৬.০২% ৫৬.৯৬% ০.০০% ৩০.২৬% ০.০০% ০.০০%	১১৫৩৬ ১১০৭১ ০ ৪৬৫ ০ ---	১০২৫০.১৩ ৯৭৭২ ০ ৪৭৮.১৩ ০ ১	৮৮.৮৫% ৮৮.২৭% ০.০০% --- --- ০.০০%
১৩	শার্ট গি-পেমেন্ট মিটারিং প্রজেক্ট ইন ডিস্ট্রিবিউশন জোনস অফ বিশিষ্ট, (০১/০৩/২০২২ হতে ২৮/০২/২০২৫), এডিবি, অনুমোদিত	৬১৯৩০.৭৬ ১৬৯৬৫.১ ৩২৮৮৭.৩৩ ১২০৭৮.৩৩ ০ ---	০ ০ ০ ০ ০ ০	০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০%	৪৫৫৯ ০ ৪৪৪১ ১১৮ ০ ---	৪৬৮২.৭২ ০ ৪৫৬৫.৫৪ ১১৭.১৮ ০ ১.০০০৩	১০২.৭১% ০.০০% ১০২.৮০% --- --- ০.০০%
বাংলাদেশ বিন্যাস উন্নয়ন বোর্ড-এর সর্বমোট:		২০২৩১৯৮.৭৩	১০৮১৮১৫.০৫	৫৩.৪৭%	১৯৯২৮৬	২০০৪২৭.৫৪	১০০.৫৭%
পল্লী বিন্যাস উন্নয়ন বোর্ড							
১৪	শতভাগ পল্লী বিন্যাস উন্নয়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, বঙ্গপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) (২য় সংশোধিত) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২২), সংশোধিত অনুমোদিত	৬২৭৫৬৬.৮১ ৬২১৩৯৮ ০ ৬১৬৮.৮১ ০ ---	৬০৩০৮৫.৯৯ ৫৯৭৬৯৭.৯৯ ০ ৫৩৮৮ ০ ০.৯৭	৯৬.১০% ৯৬.১৯% ০.০০% ৮৭.৩৪% ০.০০% ০.০০%	১৬১৬৬ ১৬০৯১ ০ ৭৫ ০ ---	১৪৬৩৮.০৪ ১৪৫৬৪.৮২ ০ ৭৩.২২ ০ ১	৯০.৫৫% ৯০.৫২% ০.০০% --- --- ০.০০%

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম, ব্যয়বহন কাল, প্রকল্প সাহায্যের উদ্দেশ্য, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		৩১-জুন ২০২২ এর ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০২২ - জুন ২০২৩ এর অগ্রগতি		আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
		মেট্রিক টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মেট্রিক টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মেট্রিক টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মেট্রিক টাকা	প্রকল্প সাহায্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৫	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) (২য় সংশোধিত) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২২), সংশোধিত অনুমোদিত	৬৬৪৬০০	৬৪২২৫২.৮১	৯৬.৬৪%	১৮০৩৫	১৮০৩৫	১০০.০০%				
		৬৫৭৯৭২.৮৩	৬৩৭০৬৫.৮১	৯৬.৮২%	১৭২৩১	১৭২৩১	১০০.০০%				
		০	০	০.০০%	০	০	০.০০%				
		৬৬২৭.১৭	৫১৮৭	৭৮.২৭%	৮০৪	৮০৪	---				
		০	০	০.০০%	০	০	---				
---	০.৯৮	০.০১%	---	১	০.০১%						
১৬	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ, (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩১/১২/২০২২), এডিবি, অনুমোদিত	৩৯৩৭৪.৯২	৫৩২৮.৯৪	১৩.৫৩%	৪০৪২	৩৩৬২.৩	৮৩.১৮%				
		৬৬৯০.৬	১০৬৪.৪৩	১৫.৯১%	১৫৫৯	৮৮২.০৫	৫৬.৫৮%				
		৩২৪১৫.৫৮	৪২১২.৫৫	১৩.০০%	২৪২৪	২৪২৩.৪৩	৯৯.৯৮%				
		২৬৮.৭৪	৫১.৯৬	১৯.৩৩%	৫৯	৫৬.৮২	---				
		০	০	০.০০%	০	০	---				
---	৩০.৩%	০.০০%	---	১	০.০০%						
১৭	বাণবিরোধ বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (বুলনা বিভাগ), (০১/০৭/২০২১ হতে ৩০/০৬/২০২৫), এডিবি, অনুমোদিত	৩০৭৬২২.৫	৮৩৪৫.৩১	২.৭১%	২৭৮৪২	২৭৮৩৪.৯১	৯৯.৯৭%				
		৫৬৭২৬.৩৯	৮৩	০.১৫%	৫৯২	৫৮৮.৪৮	৯৯.৪১%				
		১৭০০০৭.৬৪	৭১৮৯.৭২	৪.২৩%	৯৮০০	৯৮০০.১৫	১০০.০০%				
		৮০৮৮৮.৪৭	১০৭২.৫৯	১.৩৩%	১৭৪৫০	১৭৪৪৬.২৮	---				
		০	০	০.০০%	০	০	---				
---	২.৭%	০.০০%	---	১	০.০০%						
১৮	বাণবিরোধ বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (ঢাকা-ময়মনসিংহ বিভাগ), (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৭), বিশ্ব ব্যাংক, অনুমোদিত	৬১৭৮৮৩.৪১	০	০.০০%	৪২৪৪	৪০৮৪.৫১	৯৬.২৪%				
		১২৫৯১০.২৪	০	০.০০%	১০০০	৮৫০	৮৫.০০%				
		৪২৫৭৫০.১৬	০	০.০০%	৩১৬৪	৩১৫৬.৯	৯৯.৭৮%				
		৬৬২২৩.০১	০	০.০০%	৮০	৭৭.৬১	---				
		০	০	০.০০%	০	০	---				
---	০.০%	০.০০%	---	১	০.০০%						
১৯	বাণবিরোধ বিনামূল্যে ৩৩/১১ কেভি পোল হার্ডটেক উপকেন্দ্রের পুনর্বাসন ও আধুনিকায়ন (পর্যায়- ১), (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৬), কেএফডব্লিউ, অনুমোদিত	৬৭৯৭২.৩৬	০	০.০০%	৩৪	৩৪	১০০.০০%				
		১৯২৩৮.৯৪	০	০.০০%	০	০	০.০০%				
		৪৭৭৪০.৫৮	০	০.০০%	০	০	০.০০%				
		৯৯২.৮৪	০	০.০০%	৩৪	৩৪	---				
		০	০	০.০০%	০	০	---				
---	০	০.০০%	---	১	০.০০%						
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-এর সর্বমোট:		১৩৯৯৫১৪.০৯	১২৫০৬৬৭.৭৪	৮৯.৩৬%	৭০৩৬৩	৬৭৯৮৮.৭৬	৯৬.৬৩%				

বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০২২-২৩

(লাক টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		৩১-জুন ২০২২ এর ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	আরএডিপি বর্ধক		জুলাই ২০২২ - জুন ২০২৩ এর অগ্রগতি		আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
		মেট্রিক টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মেট্রিক টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মেট্রিক টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মেট্রিক টাকা	প্রকল্প সাহায্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পিজিসিবি											
২০	৪০০/২৩০/১৩২ কেডি গ্রীড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, (০১/০৭/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০২৪), এডিবি, আইডিবি, সংশোধিত অনুমোদিত	৩০২৯৫৮.১৭	১৭০৯২৯.০৪	৫৬.৪২%	৪২৭৬৮	৪৩০০৮.২৭	১০০.৫৬%				
		৪৪৫৮৫.০৭	২৯৮৭৭.২৮	৬৭.০১%	১১০০০	১১০০০	১০০.০০%				
		১৯৫৪৪৬.৭৫	১৩৩০৭৭.৬২	৬৮.০৯%	২২৫০০	২২৫৪৮.৮৯	১০০.২২%				
		৬২৯২৬.০৫	৭৯৭৪.১৪	১২.৬৭%	৯২৬৮	৯৪৫৯.০৮	---				
		০	০	০.০০%	০	০	---				
২১	আমিনবাজার-মাওয়া-মলো ৪০০ কেডি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২৩), এডিবি, অনুমোদিত	২৩৫৩২৫.২	১৯৮৭৭৭.৯৮	৮৪.৪৭%	১০১৫৪	১০১৫৭.১৪	১০০.০৫%				
		৮১১১৩.৮৯	৮০০৮০.২৫	৯৮.৭৩%	৭৪৪	৭৪৩.৩১	৯৯.৯১%				
		১২১৮৫৬.৬৯	১০৮৭৫৬.১৫	৮৯.২৫%	৯৩৬	৯৩৯.০৪	১০০.৩২%				
		৩২৩৫৪.৬২	৯৯৪১.৫৮	৩০.৭৩%	৮৪৭৪	৮৪৭৪.৭৯	---				
		০	০	০.০০%	০	০	---				
২২	ডাকা-চট্টগ্রাম মেইন পাওয়ার গ্রীড স্ট্রেন্থেনিং প্রকল্প (সংশোধিত), (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২৫), আইকা, সংশোধিত অনুমোদিত	৪৫৬৭৪৯.০৮	৩২১৭৫৪.০৮	৭০.৪৪%	৪০৮৭৩	৩৮১২২.১৩	৯৩.২৭%				
		১১৪৭৫৭.৮	৮৫২৩৭.৮৩	৭৪.২৮%	৬২৫৭	৫৫২৩.৪	৮৮.২৮%				
		২৯২৮১৮.৮	২১৯৯১৫.১২	৭৫.১০%	২২০০০	২৩৯৩৩.৭৮	১০৮.৭৯%				
		৪৯১৭২.৭৮	১৬৬০১.১৩	৩৩.৭৬%	১২৬১৬	৮৬৬৪.৯৫	---				
		০	০	০.০০%	০	০	---				
২৩	গ্রীড ভিত্তিক বিদ্যুৎ সরবরাহে দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৪), কেএফডব্লিউ, অনুমোদিত	২৯৪৬৮৬.৫	৯৬২১২.৮৬	৩২.৬৫%	৫৯৮১১	৫৯৩২০.৮২	৯৯.১৮%				
		১০৯৭৯৬.০৩	৪১০০২.৯৪	৩৭.৩৪%	২৩৭৫০	২২৮৪৪.৮৮	৯৬.১৯%				
		১৩৭০৫৮.৭৯	৪৬৮৯১.৬	৩৪.২১%	৩১৫১৯	৩২৪৬০.৮১	১০২.৯৯%				
		৪৭৮৩১.৬৮	৮৩১৮.৩১	১৭.৩৯%	৪৫৪২	৪০১৫.১৪	---				
		০	০	০.০০%	০	০	---				
২৪	পাওয়ার গ্রীড নেটওয়ার্ক স্ট্রেন্থেনিং প্রকল্প আভার পিজিসিবি, (০১/১০/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২৪), ঢায়না জি টি জি, অনুমোদিত	১৪৩২৬২৯.৭৯	২২৫৭১৬.৭২	১৫.৭৬%	১২৬৩৮০	১২৯২২১.৩২	১০২.২৫%				
		৫৯২০৭০.২৫	৬৯৩২৬.২৮	১১.৭১%	৬৩৮০০	৬২৩৯১.৮৫	৯৭.৭৯%				
		৮০২৭৮০.০২	১৪৯৭০২.৯১	১৮.৬৫%	৬০০০০	৬৪৭৭৯.৪৭	১০৭.৯৭%				
		৩৭৭৭৬.৫২	৬৬৮৭.৫২	১৭.৭০%	২৫৮০	২০৫০	---				
		০	০	০.০০%	০	০	---				

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	অপ-জুন ২০২২ এর ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	আবএডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২২ - জুন ২০২৩ এর অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
		মেটি টাকা	মেটি টাকা		মেটি টাকা	মেটি টাকা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৫	পটুয়াখালী (পায়রা)- গোপালগঞ্জ ৪০০ কেজি সঞ্চালন লাইন এবং গোপালগঞ্জ ৪০০ কেজি ব্রীড উপকেন্দ্র নির্মাণ, (০১/০১/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২৩), এডিবি, অনুমোদিত	৩২৯৪২৪.৪৬	২২৬৪৩৮.৮৯	৬৮.৮৩%	২১২৯৭	২১২৯৭	১০০.০০%
		২৭০৭৭৪.৭৯	১৯৪৯০২.৩৮	৭১.৯৮%	১৭৩১৯	১৭৩১৯	১০০.০০%
		৩৪৮৭১.২৬	২২৩৯১	৬৪.২১%	১২০০	১২০০	১০০.০০%
		২৩৭৭৮.৪১	৯৬৪৫.৫১	৪০.৫৬%	২৭৭৮	২৭৭৮	---
		০	০	০.০০%	০	০	---
২৬	বাংলাদেশ পাওয়ার সিস্টেম রিলায়েবিলিটি এন্ড ইফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৪), বিশ্ব ব্যাংক, অনুমোদিত	৫৭৯৯৫.২	৪৫৬৪.০৪	৭.৮৭%	১১০৬	১১৫২.০৬	১০৪.১৬%
		৯২৪৯.৮৪	৬৬২.১৯	৭.১৬%	০	০	০.০০%
		৪৩০৪২.৪	২৯৫৭.৫	৬.৮৭%	৭০০	৭২৯.৩১	১০৪.১৯%
		৫৭০২.৯৬	৯৪৪.৩৫	১৬.৫৬%	৪০৬	৪২২.৭৫	---
		০	০	০.০০%	০	০	---
২৭	পূর্বাঞ্চলীয় ব্রীড নেটওয়ার্কের পরিবর্ধন এবং ক্ষমতা বর্ধন, (০১/০১/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৪), বিশ্ব ব্যাংক, অনুমোদিত	৫৮০৩৩৩.৮৩	১৫৩৩৫৭.৯	২৬.৪২%	৯৫২৫৩	১০৩৯৩৬.৪	১০৯.১২%
		১৬৮৩৩৮.৪৪	৬১৪৯৬.৭৫	৩৬.৫৩%	২৫০০০	২৪৯১৯.৭৯	৯৯.৬৮%
		৩৬৪২৪৮.৩৫	৮৪৬৫০.৬৬	২৩.২৪%	৬৩০০০	৬৯৮৮৩.১৩	১১০.৯৩%
		৪৭৮০৭.০৪	৭২১০.৫	১৫.০৮%	৭২৫৩	৯১৩৩.৪৭	---
		০	০	০.০০%	০	০	---
২৮	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ট্রানমিশন ব্রীড সম্প্রসারণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩১/১২/২০২৪), এডিবি, অনুমোদিত	৪৩২২৩৪.৭৩	১৬৪১১২.৭৭	৩৭.৯৭%	৭৪৬৮৪	৭৪৩১৭	৯৯.৫১%
		১০২৭০২.৬৮	৩৫৫৮৯.৭৪	৩৪.৬৫%	১০৪০০	১০৩৩৩	৯৯.৩৬%
		২৮২৪০১.৬৫	১২১৯৭৯.৮৪	৪৩.১৯%	৫২৪৬০	৫২৪৬০	১০০.০০%
		৪৭১৩০.৪	৬৫৪৩.১৯	১৩.৮৮%	১১৮২৪	১১৫২৪	---
		০	০	০.০০%	০	০	---
২৯	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ ইভাকুয়েশনের জনা সঞ্চালন অবকাঠামো উন্নয়ন, (০১/০৪/২০১৮ হতে ৩১/১২/২০২৩), LoC, অনুমোদিত	১০৯৮১৭৪.৯২	২৯২৬৫২.২	২৬.৬৫%	২৩১৮৯৪	২৩২১৪৪.৪৪	১০০.১১%
		১৫২৭৬৩.৬৮	৭৫১৮৩.৫৯	৪৯.২২%	৬৩৩২৪	৬৩৯৭০	৯৬.২৮%
		৮২১৯০৪.৫	২০২৮৯৫.৫৮	২৪.৬৯%	১৪৫০০০	১৪৮৯৩৪.৪৪	১০২.৭১%
		১২৩৫০৬.৭৪	১৪৫৭৩.০৩	১১.৮০%	২৩৫৭০	২২২৪০	---
		০	০	০.০০%	০	০	---

(লাক টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম, ব্যবস্থার কাল, প্রকল্প সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		৩১-জুন ২০২২ এর ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	আরএডিপি বর্ধক		জুলাই ২০২২ - জুন ২০২৩ এর অগ্রগতি		আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
		মেট্রি টাকা	প্রকল্প সাহায্য			মেট্রি টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মেট্রি টাকা	প্রকল্প সাহায্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
৩০	আতশগঞ্জ ১৩২ কেভি পুরাতন এআইএস উপকেন্দ্রে ১৩২ কেভি নতুন জিআইএস উপকেন্দ্র দ্বারা প্রতিস্থাপন প্রকল্প, (০১/০৪/২০১৮ হতে ৩১/১২/২০২৪), অনুমোদিত	২৫২২৬	২৩৯৭.৩৩	৯.৫০%	১৪৩১৭	১২২১৩.৯১	৮৫.৩১%			
		২৩৬৪৬	২১২৪.৭৩	৮.৯৯%	১৩৭৫০	১১৬৮৭.৫	৮৫.০০%			
		০	০	০.০০%	০	০	০.০০%			
		১৫৮০	২৭২.৬	১৭.২৫%	৫৬৭	৫২৬.৪১	---			
		০	০	০.০০%	০	০	---			
৩১	বড়পুকুরিয়া-বসুড়া-কালিয়াকৈর ৪০০ কেভি লাইন প্রকল্প, (০১/০১/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৪), LoC, সংশোধিত অনুমোদিত	৪০৫২২৩	৩৭৪৪১.৭৬	৯.২৪%	১৪৪৬৩৫	১৪৮৭৭৬.৪৭	১০২.৮৬%			
		১৮২২০৮	৮৩৪১.৬২	৪.৫৮%	৬৩৫১৭	৬৩৫১৭	১০০.০০%			
		২০৫০৪৮	২৫৯৫৩.০৩	১২.৬৬%	৮০০০০	৮৪২৬০.২২	১০৫.৩৩%			
		১৭৯৬৭	৩১৪৭.১১	১৭.৫২%	১১১৮	৯৯৯.২৫	---			
		০	০	০.০০%	০	০	---			
৩২	চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিদ্যুৎ সরঞ্জাম ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধন), (০১/০৭/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৫), AIB, অনুমোদিত	১৮৬১২৮.৯১	৪৬৫৩.৫২	২.৫০%	১০৬২০	১০৫৫৪.০২	৯৯.৩৮%			
		৪৭২২৯.১২	০	০.০০%	০	০	০.০০%			
		১২৩৫৩১.৬৪	৪২১৯.৬৪	৩.৪২%	৭৩৯৬	৯৪৬২.৩২	১০০.৭১%			
		১৫৩৬৮.১৫	৪৩৩.৮৮	২.৮২%	১২২৪	১০৯১.৭	---			
		০	০	০.০০%	০	০	---			
৩৩	ঢাকা এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রিড সম্প্রদায় ব্যবস্থা সম্প্রসারণ প্রকল্প, (০১/১০/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৫), AIB, এডিবি, অনুমোদিত	৫৯৪৯৯৫.২২	৩৭২০৭.৮৩	৬.২৫%	৬০৫১৫	৬০৫২৩.১৫	১০০.০১%			
		১৪১৫৯৫.৯৫	১০৩৬০	৭.৩২%	১৮০৫০	১৭৯৮১.৮৪	৯৯.৬২%			
		৪২১২৩০.৪১	২২৪৭৬.৬২	৫.৩৪%	৩৮৭০০	৩৮৭৭৬.৩১	১০০.২০%			
		৩২১৬৮.৮৬	৪৩৭১.২১	১৩.৫৯%	৩৭৬৫	৩৭৬৫	---			
		০	০	০.০০%	০	০	---			
৩৪	বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সরঞ্জাম ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত সফর্মতা উন্নয়ন প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৪), অনুমোদিত	৪৩১.১৪	০	০.০০%	২৪	১৫.০৯	৬২.৮৮%			
		০	০	০.০০%	০	০	০.০০%			
		৪২২.৫	০	০.০০%	১৬	১০.৫	৬৫.৬২%			
		৮.৬৪	০	০.০০%	৮	৪.৫৯	---			
		০	০	০.০০%	০	০	---			
---	০.০৮	০.০০%	---	০.১৫	০.০০%					

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম, ব্যয়কাল, প্রকল্প সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	৩১-জুন ২০২২ এর ক্রয়পঞ্জীকৃত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	আবএডিপি ব্যয়	জুলাই ২০২২ - জুন ২০২৩ এর অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
		মেটি টাকা	মেটি টাকা		মেটি টাকা	মেটি টাকা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৫	বিনামূল্যে মিত উপকেন্দ্র ও সঞ্চালন লাইনের ক্ষমতা বর্ধন, (০১/০৯/২০২১ হতে ২৮/০২/২০২৫), অনুমোদিত	৭৭৪৮৬	৩৯.৪৮	০.০৫%	২৭৮২	২৬২০.৯৯	৯৪.২১%
		৭২৬৯৩	০	০.০০%	২৫৫২	২৪৭৭.১	৯৭.০৭%
		০	০	০.০০%	০	০	০.০০%
		৪৭৯৩	৩৯.৪৮	০.৮২%	২৩০	১৪৩.৮৯	---
		০	০	০.০০%	০	০	---
		---	০.৩৫৭৬	০.০০%	---	০.৪৫৩৯	০.০০%
৩৬	মদুনাট-ভুলতা ৭৬৫ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইসহ কারিগরি সহায়তা প্রকল্প, (০১/০৭/২০২১ হতে ৩১/১২/২০২৪), AIB, অনুমোদিত	৩৫২৫	৪	০.১১%	৩	৩	১০০.০০%
		০	০	০.০০%	০	০	০.০০%
		২৬০৮	০	০.০০%	০	০	০.০০%
		৯১৭	৪	০.৪৪%	৩	৩	---
		০	০	০.০০%	০	০	---
		---	০.০২	০.০০%	---	০.০২৪৪	০.০০%
পিডিসিবি-এর সর্বমোট:		৬৫১৩৫৮৭.৪৫	১৯৩৬৭৬০.৪	২৯.৭৩%	৯৩৭১১৬	৯৪৭৩৮৩.২১	১০১.১০%
ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি							
৩৭	মি-পেমেন্ট মিটারিং প্রকল্পের ফর সিল্প এনএসএস ডিভিশন আন্ডার ডিপিডিসি (১ম সংশোধিত), (০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০২৪), কেএফডব্লিউ, অনুমোদিত	১০২৩০.৫৯	১৮৩১.৯৫	১৭.৯১%	১০৩৫	৯৭৪.৮	৯৪.১৮%
		৭১৯৫.১৮	০	০.০০%	৯৫৫	৯৪০.৪৫	৯৮.৪৮%
		১৭০০.৪	১৭০০.৪	১০০.০০%	০	০	০.০০%
		১৩৩৫.০১	১৩১.৫৫	৯.৮৫%	৮০	৩৪.৩৫	---
		০	০	০.০০%	০	০	---
		---	০.২২৮৪	০.০০%	---	১	০.০০%
৩৮	এক্সপানশন এন্ড স্ট্রেংসেনিং অব পাওয়ার সিস্টেম নেটওয়ার্ক আন্ডার ডিপিডিসি এরিয়া, (০১/০১/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২৪), চায়না মি টি মি, সংশোধিত অনুমোদিত	২০৪৬৮৪১.৯৬	৫১৬৬৩৯.০৫	২৫.২৪%	২৮৪৯৪০	২৮৮১৪২.২৫	১০১.১২%
		৭৪৪১০২.৩৬	১৭২০৬২.৮	২৩.১২%	১১৬১৪০	১১৫২৪০.১৪	৯৯.২৩%
		১১৭৭৭৬৩.২৫	৩৩৫৫৩৮.২৮	২৮.৪৯%	১৬২৬০০	১৬৩৭৮৩.৮৭	১০০.৭৩%
		১২৪৯৭৬.৩৫	৯০৩৭.৯৭	৭.২৩%	৬২০০	৯১১৮.২৪	---
		০	০	০.০০%	০	০	---
		---	০.৩০১২	০.০০%	---	১	০.০০%
৩৯	ডিপিডিসির আওতাধীন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত), (০১/০১/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৪), অনুমোদিত	১৯৫৪৮০.৫৯	৮০৯৭২.০২	৪১.৪২%	৪৮০৯৫	৪১০১০.৬৫	৮৫.২৭%
		১৮৪৬৬৯.৮২	৮০০৪২	৪৩.৩৪%	৪৭৩৪৫	৪০২৪৩.২৫	৮৫.০০%
		০	০	০.০০%	০	০	০.০০%
		১০৮১০.৭৭	৯৩০.৩২	৮.৬১%	৭৫০	৭৬৭.৪	---
		০	০	০.০০%	০	০	---
---	০.৪৯৫	০.০০%	---	১	০.০০%		

(লাক টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	০৯-জুন ২০২২ এর ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	জুলাই ২০২২ - জুন ২০২৩ এর অগ্রগতি		আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
		মেট্রিক টাকা	মেট্রিক টাকা		মেট্রিক টাকা	মেট্রিক টাকা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪০	ডিপিডিসি'র আওতাধীন এলাকায় আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার স্মার্ট গ্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত), (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩১/১২/২০২৪), অনুমোদিত	৬৭৮৬৩.৮৩	১৮৭০০.৯৫	২৭.৫৬%	২৭৭৩২	২৩৬১৯	৮৫.১৭%
		৬২৪১৩.৫৩	১৮৪২০.৫২	২৯.৫১%	২৭৪২০	২৩৩০৭	৮৫.০০%
		০	০	০.০০%	০	০	০.০০%
		৫৪৫০.৩	২৮০.৪৩	৫.১৫%	৩১২	৩১২	---
		০	০	০.০০%	০	০	---
---	০.২৫	০.০০%	---	১	০.০০%		
৪১	ডিপিডিসি'র আওতাধীন ঢাকার কাওরানবাজারে ডু-গর্ডহু উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩১/১২/২০২৩), জাহিকা, অনুমোদিত	৯৫০৩৯.৫৩	৫১৭৯.৯৫	৫.৪৫%	৬০০	৬১৯.৯৫	১০৩.৩৩%
		২৪৮১৫.৩৬	১২৩৫.৭৪	৫.২২%	১৪০	১৪০	১০০.০০%
		৬২৬১৮.৫৯	৩৬৯৭.৮২	৫.৯১%	৪০০	৪০৯.৬৪	১০২.৪১%
		৭৬০৫.৫৮	১৮৬.৩৮	২.৪৫%	৬০	৭০.৩১	---
		০	০	০.০০%	০	০	---
---	০.০৬	০.০০%	---	১	০.০০%		
৪২	ডিপিডিসি'র আওতাধীন এলাকায় উপকেন্দ্র নির্মাণ ও পুনর্বািনন, বিন্দু ব্যবস্থায় কাপাসিলির স্থাপন, (০১/০৭/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৫), AFD, অনুমোদিত	১৪৫৪০৪.৭৭	৯৪৮.৬	০.৬৫%	৯২৭১	৮৫০৭.২৬	৯১.৭৬%
		৩৬৬০২.৩৭	০	০.০০%	১২০০	১২০০	১০০.০০%
		১০০২৪২.১২	৪৭৯	০.৪৮%	৭৫৬৯	৬০০৯.৫	৯১.২৯%
		৮২৬০.২৮	৪৬৯.৬	৫.৬৯%	৫০২	৩৯৭.৭৬	---
		০	০	০.০০%	০	০	---
---	০.১১	০.০০%	---	১	০.০০%		
ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি-এর সর্বমোট:		২৫৬০৮৬১.২৭	৬২৪২৭২.৮২	২৪.৩৮%	৩৭১৬৭৩	৩৬২৮৭৩.৯১	৯৭.৬৩%
ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি							
৪৩	কলকাতা অর ১৩২/৩৩/১১ কেভি আভারহাউন্ড গ্রীড সাব স্টেশন এটি গুলশান ইন ঢাকা, (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩১/১২/২০২৩), জাহিকা, অনুমোদিত	৯৫০৯৭.৩৩	৫৯১৩.৬৮	৬.২২%	৮৯০	৯৮০.৭৮	১১০.২০%
		২৪৭৩৭.৮৬	১৬৫৪.৪৬	৬.৬৯%	৩০০	৩০০	১০০.০০%
		৬২৮৯৬.৮	৩২৩১.৫৫	৫.১৪%	৪৫০	৫১০.৫৯	১১৩.৪৬%
		৭৪৬২.৬৭	১০২৭.৬৭	১৩.৭৭%	১৪০	১৭০.১৯	---
		০	০	০.০০%	০	০	---
---	০.০৭৭৫	০.০০%	---	১	০.০০%		
৪৪	ভেসকো এলাকায় স্মার্ট গ্রি-পেমেন্ট মিটার সরবরাহ ও স্থাপন প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৪), অনুমোদিত	১৮৫৭৩.৯৯	২৯৫.২৭	১.৫৯%	৯৬	৯৩.১৮	৯৭.০৬%
		১৭৭৭৬	০	০.০০%	০	০	০.০০%
		০	০	০.০০%	০	০	০.০০%
		৭৯৭.৯৯	২৯৫.২৭	৩৭.০০%	৯৬	৯৩.১৮	---
		০	০	০.০০%	০	০	---
---	০.০৭	০.০০%	---	১	০.০০%		

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প সাহায্যের উদ্দেশ্য, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	৩১-৩০-২০২২ এর ক্রয়পঞ্জীকৃত অগ্রগতি		আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	জুলাই ২০২২ - জুন ২০২৩ এর অগ্রগতি		আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
			মেটি টাকা	মেটি টাকা		মেটি টাকা	মেটি টাকা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	
৪৫	ঢাকাস্থ ভেসকো এলাকায় বৈদ্যুতিক অবকাঠামো সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ, (০১/০৪/২০২২ হতে ৩১/০৩/২০২৬), এডিবি, অনুমোদিত	২২৭২৪৭.৭৩	০	০.০০%	৮০	৯৭.৭৫	১২২.১৯%	
		৪৪৬৫০.৪৯	০	০.০০%	০	০	০.০০%	
		১২০১৫৪.৪৭	০	০.০০%	০	০	০.০০%	
		৫৯৪৪২.৭৭	০	০.০০%	৮০	৯৭.৭৫	---	
		০	০	০.০০%	০	০	---	
		---	০	০.০০%	---	১	০.০০%	
ঢাকা ইলেকট্রিক সার্ভিস কোম্পানি-এর সর্বমোট:		৩৪০৯১৯.০৫	৬২০৮.৯৫	০.১৭৮১	১০৬৬	১১৭১.৭১	১০৯.৯২%	
পাওয়ার সেল								
৪৬	টিএ ফর স্ট্রেনসেনিং এন্ড ভেভেলপমেন্ট অব সালটেইনেবল পাওয়ার সেলস ইন বাংলাদেশ, (০১/০৭/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৫), বিশ্ব ব্যাংক, অনুমোদিত	১২৮২৫	৭৯০.০১	৬.১৬%	১৩৭০	১৩৫৭.৫৩	৯৯.০৯%	
		১৮০৫	৩৫০.১৮	১৯.৪০%	২২০	২০৭.৫৩	৯৪.৩৩%	
		১১০২০	৪৩৯.৮৩	৩.৯৯%	১১৫০	১১৫০	১০০.০০%	
		০	০	০.০০%	০	০	---	
		০	০	০.০০%	০	০	---	
		---	০.৩	০.০০%	---	১	০.০০%	
পাওয়ার সেল -এর সর্বমোট:		১২৮২৫	৭৯০.০১	৬.১৬%	১৩৭০	১৩৫৭.৫৩	৯৯.০৯%	
ভরোপাডিকো								
৪৭	ওয়েস্ট জোন এলাকায় বিনুঃ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও আপগ্রেডেশন প্রকল্প (২য় সংশোধন), (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২৪), অনুমোদিত	১৬৭৪৭০.২৯	৮০৩৬৯.৬৫	৪৭.৯৯%	৪৮৩২৭	৪১১২৭	৮৫.১০%	
		১৬১৯৫৪	৮০১১৯.৬৫	৪৯.৪৭%	৪৮০০০	৪০৮০০	৮৫.০০%	
		০	০	০.০০%	০	০	০.০০%	
		৫৫১৬.২৯	২৫০	৪.৫৩%	৩২৭	৩২৭	---	
		০	০	০.০০%	০	০	---	
		---	০.৫৮৭৫	০.০০%	---	১	০.০০%	
৪৮	ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ভরোপাডিকো) এলাকার স্না স্মার্ট গ্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত), (০১/০৭/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২২), অনুমোদিত	৪২০৮৪.০৭	২৯৩৬২.৫৩	৬৯.৭৭%	৩৬০২	৩৬০১.৪৫	৯৯.৯৮%	
		৪০৮৪৮.৯২	২৯০১২.৫৩	৭১.০২%	৩৫০০	৩৪৯৯.৪৫	৯৯.৯৮%	
		০	০	০.০০%	০	০	০.০০%	
		১২৩৫.১৫	৩৫০	২৮.৩৪%	১০২	১০২	---	
		০	০	০.০০%	০	০	---	
		---	০.৮৭১৫	০.০০%	---	০.৯৮৮২	০.০০%	
৪৯	ওয়েস্ট জোন এলাকায় বিনুঃ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও পরিবর্তন প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২৪), অনুমোদিত	১০৯৩৩৪.৬২	৭১৯১৬.৮৯	৬৫.৭৮%	১১৫৭৫	১১৫৭৫	১০০.০০%	
		১০৪২৩৭.১৩	৭১৬০১.৮৯	৬৮.৬৯%	১১২০০	১১২০০	১০০.০০%	
		০	০	০.০০%	০	০	০.০০%	
		৫০৯৭.৪৯	৩১৫	৬.১৮%	৩৭৫	৩৭৫	---	
		০	০	০.০০%	০	০	---	
		---	০.৭৪১৬	০.০০%	---	১	০.০০%	

(লাক টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		৩১-জুন ২০২২ এর ক্রয়পঞ্জীকৃত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০২২ - জুন ২০২৩ এর অগ্রগতি		আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
		মেট্রি টাকা	প্রকল্প সাহায্য			মেট্রি টাকা	মেট্রি টাকা	মেট্রি টাকা	প্রকল্প সাহায্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
৫০	মডার্নাইজেশন অব পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন-স্মার্ট গ্রীডস ফেজ ১, (০১/০৭/২০২২ হতে ৩১/১২/২০২৬), কেএফডব্লিউ, অনুমোদিত	১০৬৭২৩.৯৩	০	০	০.০০%	৯০	৯০	১০০.০০%		
		২৭৩৯১.৫৫	০	০	০.০০%	০	০	০.০০%		
		৬৯৯২৫.৫৬	০	০	০.০০%	০	০	০.০০%		
		৯৪০৬.৮২	০	০	০.০০%	৯০	৯০	---		
		০	০	০	০.০০%	০	০	---		
		---	০	০	০.০০%	---	১	০.০০%		
গেজেটপত্রিকো -এর সর্বমোট:		৩১৮৮৮৮.৯৮	১৮১৬৪৯.০৭	৫৬.৯৬%	৬৩৫৯৪	৫৬৩৯৩.৪৫	৮৮.৬৮%			
নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি										
৫১	রূপসা ৮০০ মে.ও. কনক্রিট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৫), এডিবি, আইডিবি, অনুমোদিত	৮৪৯৮৬৪.৭৩	১৪৯৩২৯.৫৩	১৭.৫৭%	১০৯৬০০	১৪৩২২০.৭৪	১০২.৫৯%			
		২৪৬০৭৭.৭৭	৩৮২৮৪.৪৪	১৫.৫৬%	৯০০০	৯০০০	১০০.০০%			
		৫৯৮৭৮৬.৯৬	১০৯৩৪৫.০৫	১৮.২৬%	১৩০০০০	১৩৩৬২০.৭৪	১০২.৭৯%			
		৫০০০	১৭০০.০৪	৩৪.০০%	৬০০	৬০০	---			
		০	০	০.০০%	০	০	---			
		---	০.৫৪২৯	০.০০%	---	১.০০৭	০.০০%			
৫২	লং টার্ম সার্ভিস এগ্রিমেন্ট ফর ভেভামারা কনক্রিট সাইকেল পাওয়ার প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৫), অনুমোদিত	৩৫২৪৯.১৪	২৪১৮৫.১৯	৩৭.০৭%	২৩৫০০	২৩৫১৯.৪২	১০০.০৮%			
		১৫২৫৫.৯	০	০.০০%	১০৫০০	১০৫০০	১০০.০০%			
		৩৩৫৩৭.৫	২২৭৮৯.৪৭	৬৭.৯৫%	১০৫০০	১০৫১৯.৪২	১০০.১৮%			
		১৬৪৫৫.৭৪	১৩৯৫.৭২	৮.৪৮%	২৫০০	২৫০০	---			
		০	০	০.০০%	০	০	---			
		---	০.৪৮৭৩	০.০০%	---	০.৯৭৩৭	০.০০%			
নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি-এর সর্বমোট:		৯১৫১১৩.৮৭	১৭৩৫১৪.৭২	১৮.৯৬%	১৬৩১০০	১৬৬৭৪৩.১৬	১০২.২৩%			
ইঞ্জিনিয়ারিং										
৫৩	সোনাপাড়া ৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৪), বিশ্ব ব্যাংক, সংশোধিত অনুমোদিত	৭৫৭৩১.৯৯	৮২৫৬.০৩	১০.৯০%	৫০৮২০	৫২৭৬১.০১	১০৩.৮২%			
		৮৭৫৪.২৫	৭৪৫.৩৩	৮.৫১%	৪৫০০	৪৫০০	১০০.০০%			
		৬২১০০.৬৮	৬৯৫৭.৫৫	১১.২০%	৪৫০০০	৪৬৩২৬.৫৯	১০২.৯৫%			
		৪৮৭৭.০৬	৫৫৩.১৫	১১.৩৪%	১৩২০	১৯৩৪.৪২	---			
		০	০	০.০০%	০	০	---			
		---	০.২৯২৫	০.০০%	---	১	০.০০%			
ইঞ্জিনিয়ারিং -এর সর্বমোট:		৭৫৭৩১.৯৯	৮২৫৬.০৩	১০.৯০%	৫০৮২০	৫২৭৬১.০১	১০৩.৮২%			

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	অক্টো-জুন ২০২২ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	আবএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০২২ - জুন ২০২৩ এর অগ্রগতি		আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
			মেটি টাকা	মেটি টাকা		মেটি টাকা	মেটি টাকা	মেটি টাকা	মেটি টাকা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
আতগঞ্জ পাওয়ার ট্রেন কোম্পানি লি.										
৫৪	আতগঞ্জ ৪০০ (±৫%) মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্রজেক্ট (পূর্ব) নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৫ হতে ৩১/১২/২০২২), আইডিবি, এডিবি, অনুমোদিত	২৯৩১৩৬.৩৯	১৩৯২১৫.৭৮	৪৭.৪৯%	৪২২০০	৪২৩২৬.২৯	১০০.৩০%			
		৪২০৬৮.৫৩	৫৪৫২.৩৪	১২.৯৬%	২৬০০	২৬০০	১০০.০০%			
		২৩৫৮২৮.০২	১২২৬৮৩.০৯	৫২.০২%	৩৬০০০	৩৫৯৯৯.৯৭	১০০.০০%			
		১৫২৩৯.৮৪	১১০৮০.৩৫	৭২.৭১%	৩৬০০	৩৭২৬.৩২	---			
		০	০	০.০০%	০	০	---			
৫৫	পটুয়াখালী ১৩২০ মেগাওয়াট সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট এর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, (০১/০১/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৩), অনুমোদিত	৮১৩৮৯.৬২	২৫৪৬৬.৮৬	৩১.২৯%	২৩০০০	১৯৭০০.১১	৮৫.৬৫%			
		৭৩৬৪৮.৩৯	২২৪৭৬.৪৩	৩০.৫২%	২২০০০	১৮৭০০	৮৫.০০%			
		০	০	০.০০%	০	০	০.০০%			
		৭৭৪১.২৩	২৯৯০.৪৩	৩৮.৬৩%	১০০০	১০০০.১১	---			
		০	০	০.০০%	০	০	---			
আতগঞ্জ পাওয়ার ট্রেন কোম্পানি লি.-এর সর্বমোট:		৩৭৪৫২৬.০১	১৬৪৬৮২.৬৪	৪৩.৯৭%	৬৫২০০	৬২০২৬.৪	৯৫.১০%			
কেল পাওয়ার রেনায়েশন কোম্পানি বাংলাদেশ লি.										
৫৬	মাতারবাড়ি ২x৬০০ মে.ও. আধুনিক সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত), (০১/০৭/২০১৪ হতে ৩১/১২/২০২৬), আইকা, অনুমোদিত	৫১৮৫৪৮৭.৭২	২৫২০৯১২.৯৭	৪৮.৬১%	৭৮১৬২৬	৮০৩৯৮৯.৪৬	১০২.৮৬%			
		৬৪০৬১৫.৭৮	৩০৭৭৭৯.৩৪	৪৭.৯৮%	১০৪০০০	১০৪০০০	১০০.০০%			
		৪৩৯২১০০.৩৭	২১৬১২৯৪.০৩	৪৯.২১%	৬৫১১২৬	৬৭৪৭১৯.৪৬	১০৩.৬২%			
		১৫২৭৬৮.৫৭	৫২২৩৯.৬	৩৪.২০%	২৬৫০০	২৫২৭০	---			
		০	০	০.০০%	০	০	---			
৫৭	সিপিজিবিবিএল-সুমিতোমা ১২০০ মে.ও. আধুনিক সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিন্যাস কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম, (০১/০১/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৩), অনুমোদিত	১২৭০০৮.৮৪	৯৭৯৫৪	৭৭.১২%	৭৮২	৭৮১.৫৭	৯৯.৯৫%			
		১২৩৩৭২.৩২	৯৫৮৮৯	৭৭.৭২%	৭	৬.৫৭	৯৩.৮৬%			
		০	০	০.০০%	০	০	০.০০%			
		৩৬৩৬.৫২	২০৬৫	৫৬.৭৯%	৭৭৫	৭৭৫	---			
		০	০	০.০০%	০	০	---			
৫৮	৫০০-৬০০ মে.ও. এলএনজি বেইজড কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্রজেক্টের জন্য ভিজিবিবিটি স্ট্যাডি সম্পাদন এবং গ্যাস সংকলন লাইন নির্মাণ, (০১/১০/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৩), অনুমোদিত	১৬৯৯২.৮৬	১৩১৮.৯৬	৭.৭৬%	১৩৪	৭০	৫২.২৪%			
		১৬৫৮৮.৬৯	১৩০১.৯৬	৭.৮৫%	১১৯	৫৫	৪৬.২২%			
		০	০	০.০০%	০	০	০.০০%			
		৪০৪.১৭	১৭	৪.২১%	১৫	১৫	---			
		০	০	০.০০%	০	০	---			
কেল পাওয়ার রেনায়েশন কোম্পানি বাংলাদেশ লি.-এর সর্বমোট:		৫৩২৯৪৮৯.৪২	২৬২০১৮৫.৯৩	৪৯.১৬%	৭৮২৫৪২	৮০৪৮৪১.০৫	১০২.৮৫%			

বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০২২-২৩

(লাক টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		৩১-জুন ২০২২ এর ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০২২ - জুন ২০২৩ এর অগ্রগতি		আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
		মেট্রি টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মেট্রি টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মেট্রি টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মেট্রি টাকা	প্রকল্প সাহায্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
কম্বাল পাওয়ার কোম্পানি লি.											
৫৯	জামালপুর জেলার মানারগঞ্জে ১০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র, (০১/০৯/২০২১ হতে ৩১/০৮/২০২৪), LoC, অনুমোদিত	১৫১১৭৯.৩৬		৫২.৬২		০.০৩%	১৪৩৭৬		১৪৭৭৮.৯৫		১০২.৮০%
		৩১৯৪০.২৫		০		০.০০%	৭৮০		৭৮০		১০০.০০%
		১১১৫৬২.৯৯		০		০.০০%	১৩৫০০		১৩৯০২.৭৫		১০২.৯৮%
		৭৬৭৬.১২		৫২.৬২		০.৬৯%	৯৬		৯৬.২		---
		০		০		০.০০%	০		০		---
৬০	ময়মনসিংহে কচ্ছাইড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের জন্য ধনুড়া হতে ময়মনসিংহে পর্যন্ত গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প, (১৯/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫), অনুমোদিত	৫৫৩১৬.৪৮		০		০.০০%	৭০৬৫		৬১২৮.৭		৮৬.৭৫%
		৫১০০৭.৯		০		০.০০%	৬২৮৫		৫৩৪২.২৫		৮৫.০০%
		০		০		০.০০%	০		০		০.০০%
		৪৩০৮.৫৮		০		০.০০%	৭৮০		৭৮৬.৪৫		---
		০		০		০.০০%	০		০		---
কম্বাল পাওয়ার কোম্পানি লি.-এর সর্বমোট:		২০৬৪৯৫.৮৪		৫২.৬২		০.০০%	২১৪৪১		২০৯০৭.৬৫		৯৭.৫১%
শ্রেণী											
৬১	ক্যালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বৃদ্ধি কার্যক্রমে অর্থায়ন প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২১), জাহিকা, অনুমোদিত	৬৯২৮.০৪		৩০১০.৩৫		৪৩.৪৫%	১৮৬৪		১৮২১.৯৯		৯৭.৭৫%
		২৩২৫.১		৯৮১.৩৫		৪২.২১%	৫৫৪		৫৪০.৯১		৯৭.৬৪%
		৪৬০২.৯৪		২০২৯		৪৪.০৮%	১৩১০		১২৮১.০৮		৯৭.৭৯%
		০		০		০.০০%	০		০		---
		০		০		০.০০%	০		০		---
শ্রেণী-এর সর্বমোট:		১৩৮৫৬.১৬		১৩৯২.৬৯		৪০.০০%	৩৭২৮		৩৬৬৩.৯৮		৯০.০০%
৬২	নবায়নযোগ্য জ্বালানির রিসোর্স এনালিসিস ও পাইপিং বিখ্যাক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প, (০১/০৭/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৪), বিশ্ব ব্যাংক, অনুমোদিত	৩১৩২.৪		৬২৯.১৯		২০.০৯%	৫১৯		৪৭১.৯৬		৯০.৯৪%
		৬৬৯.৯৪		৩৪১.০৭		৫০.৯১%	১৬৯		১২৩.৯৬		৭৩.৩৫%
		২৪৬২.৪৬		২৮৮.১৩		১১.৭০%	৩৫০		৩৪৮		৯৯.৪৩%
		০		০		০.০০%	০		০		---
		০		০		০.০০%	০		০		---
শ্রেণী-এর সর্বমোট:		১০৩৬৪.৪৪		৩৬৬৯.৫৪		৩৫.৫৫%	১০৮৩		১০৬৯.৯৫		৯৬.২৬%

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম, যাত্রাবয়ন কাল, প্রকল্প সাহায্যের উদ্দেশ্য, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	৩১-জুন ২০২২ এর ক্রয়পঞ্জীকৃত অগ্রগতি		আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	জুলাই ২০২২ - জুন ২০২৩ এর অগ্রগতি		আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
			মেটি টাকা	মেটি টাকা		মেটি টাকা	মেটি টাকা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	
বি-আর পাওয়ারজেন								
৬৩	মিরসরাই ১৫০ মে.ও. ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২৩), অনুমোদিত	১০৬৮১৯.৭৪	৯১৯৬৭.৭৬	৮৬.১০%	১০৮৬৭	১০৮৬৭	১০০.০০%	
		৯০১৩৭.২৬	৯০৫৬৭.৮৮	৯৭.২৪%	৯৮৫	৯৮৫	১০০.০০%	
		০	০	০.০০%	০	০	০.০০%	
		১৩৬৮২.৪৮	১৩৯৯.৮৮	১০.২৩%	৯৮৮২	৯৮৮২	—	
		০	০	০.০০%	০	০	—	
		---	০.৯৮৮৫	০.০০%	---	১	০.০০%	
বি-আর পাওয়ারজেন-এর সর্বমোট:		১০৬৮১৯.৭৪	৯১৯৬৭.৭৬	৮৬.১০%	১০৮৬৭	১০৮৬৭	১০০.০০%	
নর্দান ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লি.								
৬৪	রাজশাহী বিভাগ বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ও উপকেন্দ্র সম্প্রসারণ এবং পুনর্বাসন প্রকল্প, (০১/০১/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৫), অনুমোদিত	১০৯১৩২.০৪	৪২১৭৬.৩৬	৩৮.৬৫%	২৮৩৯৩	২৪২৬৮	৮৫.৪৭%	
		১০৫৬৪৩.৬৩	৪১৮২৫.৩৬	৩৯.৫৯%	২৭৫০০	২৩৩৭৫	৮৫.০০%	
		০	০	০.০০%	০	০	০.০০%	
		৩৪৮৮.৪১	৩৫১	১০.০৬%	৮৯৩	৮৯৩	—	
		০	০	০.০০%	০	০	—	
		---	০.৪৬	০.০০%	---	১	০.০০%	
৬৫	রংপুর বিভাগ বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ও উপকেন্দ্র সম্প্রসারণ এবং পুনর্বাসন প্রকল্প, (০১/০১/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৫), অনুমোদিত	১১২৩৬৫.৮৬	৫১৪১৮.২৬	৪৫.৭৫%	৩০৫৭৯	২৩০৭৯	৭৫.৪৭%	
		১০৮৮৬০.০৮	৫১০৬৭.২৬	৪৬.৯১%	৩০০০০	২২৫০০	৭৫.০০%	
		০	০	০.০০%	০	০	০.০০%	
		৩৫২৫.৭৮	৩৫১	৯.৯৬%	৫৭৯	৫৭৯	—	
		০	০	০.০০%	০	০	—	
		---	০.৫৮৪৮	০.০০%	---	১	০.০০%	
৬৬	রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগে নেসকো'র আওতাধীন এলাকায় স্মার্ট গ্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন, (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫), অনুমোদিত	৭১২৬৩	০	০.০০%	২১৬	৩০৭.৯৪	১৪২.৫৬%	
		৬১৭৬৬	০	০.০০%	১	০	০.০০%	
		০	০	০.০০%	০	০	০.০০%	
		৯৪৯৭	০	০.০০%	২১৫	৩০৭.৯৪	—	
		০	০	০.০০%	০	০	—	
		---	০	০.০০%	---	১	০.০০%	
৬৭	নেসকো এলাকায় Smart Distribution System যাত্রাবয়ন প্রকল্প, (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫), অনুমোদিত	২৪১০৯	০	০.০০%	৮১	১২৮.৪৭	১৫৮.৬০%	
		১৮০৭৬	০	০.০০%	১	০	০.০০%	
		০	০	০.০০%	০	০	০.০০%	
		৬০৩৩	০	০.০০%	৮০	১২৮.৪৭	—	
		০	০	০.০০%	০	০	—	
		---	০	০.০০%	---	১	০.০০%	
নর্দান ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লি.-এর সর্বমোট:		২২১৫১৭.৯	৯৩৫৯৪.৬২	৪২.২৫%	৩০৫৭৯	২৩০৭৯	৭৫.৪৭%	

খ. ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে
নিজস্ব অর্থায়নে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		৩০-শুন ২০২২ এর ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	এডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০২২-শুন ২০২৩ এর অগ্রগতি		আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
		মেট্রি	মেট্রি	মেট্রি	মেট্রি		মেট্রি	মেট্রি			
		সহায়ার অর্থ (নিজস্ব)	সহায়ার অর্থ (নিজস্ব)	সহায়ার অর্থ (নিজস্ব)	সহায়ার অর্থ (নিজস্ব)		সহায়ার অর্থ (নিজস্ব)	সহায়ার অর্থ (নিজস্ব)			
		সহায়ার অর্থ (ECA)	সহায়ার অর্থ (ECA)	সহায়ার অর্থ (ECA)	সহায়ার অর্থ (ECA)		সহায়ার অর্থ (ECA)	সহায়ার অর্থ (ECA)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮				
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড											
১	কনস্ট্রাকশন অব ৪০০ মে.ও. ± ১০% কবাইড সাইকেল পাওয়ার প্রাণ্ট এট প্রজেক্ট, চট্টগ্রাম, (০১/০১/২০২০ হতে ৩১/১২/২০২২), অনুমোদিত	২০৮৭১২.০৬ ২০৮৭১২.০৬ ০ ---	৩৩০.৫৫ ৩৩০.৫৫ ০ ০	০.১৬% ০.১৬% ০.০০% ০.০০%	১০০ ১০০ ০ ---	৮০ ৮০ ০ ০	৮০.০০% ৮০.০০% ০.০০% ০.০০%				
২	শাহজী-বাজার ১০০ মে.ও. গ্যাস টারবাইড পাওয়ার প্রাণ্ট নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২৪), সংশোধিত অনুমোদিত	৯১০৯২.৯২ ৯১০৯২.৯২ ০ ---	৮৯০১২.৪১ ৮৯০১২.৪১ ০ ৯৯.৭৭%	৯৭.৭২% ৯৭.৭২% ০.০০% ০.০০%	১ ১ ০ ---	০ ০ ০ ০	০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০%				
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড -এর সর্বমোট:		২৯৯৮০৪.৯৮	৮৯০২২.৯৬	২৯.৮০%	১০১	৮০	৭৯.২১%				
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড											
৩	বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা-বর্ধন (বরিশাল বিভাগ), (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৬), অনুমোদিত	১০১২২৭ ১০১২২৭ ০ ---	০ ০ ০ ০	০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০%	৩৪ ৩৪ ০ ---	৩৪ ৩৪ ০ ১	১০০.০০% ১০০.০০% ০.০০% ০.০০%				
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড -এর সর্বমোট:		১০১২২৭	০	০.০০%	৩৪	৩৪	১০০.০০%				
করাল পাওয়ার কোম্পানি লি.											
৪	মরমনসিংহ ৩৬০ (±১০%) মে.ও. ডুয়েল ফুয়েল (গ্যাস/এইচএসডি) কবাইড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০১/২০২২ হতে ৩১/১২/২০২৪), অনুমোদিত	১৯৫৭২৮.৮৮ ৫৩৪৯৪.২২ ১৪২২৩৪.৬৬ ---	২৯৮১৬.৪৮ ৮৪৩৬.৪ ২১৩৮০.০৮ ০.০৫	১৫.২৩% ১৫.৭৭% ১৫.০৩% ০.০০%	২৭৬৫০ ৫২৮৮ ২২৩৬২ ---	৩০০৬৫.৪৮ ৫৮৯৬.৮৩ ২৪১৬৮.৬৫ ১	১০৮.৭৪% ১১১.৫১% ১০৮.০৮% ০.০০%				
করাল পাওয়ার কোম্পানি লি.-এর সর্বমোট:		১৯৫৭২৮.৮৮	২৯৮১৬.৪৮	১৫.২৩%	২৭৬৫০	৩০০৬৫.৪৮	১০৮.৭৪%				





বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.powerdivision.gov.bd
www.mpemr.gov.bd

